ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA
গৌরবের ৭১ তম বছর
Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas
অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-25 ■ 31 October, 2024 ■ আগরতলা ৩১ অক্টোবর, ২০২৪ ইং ■ ১৪ কার্ত্তিক, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

দীপাবলির উপহার

রাজ্য সরকারি কর্মচারী ও পেনশনাররা পাচ্ছেন ৫ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ অক্টোবর ।। আলোর উৎসবের প্রাক মুহূর্তে দীপাবলি উপহার হিসেবে ত্রিপুরায় সরকারি কর্মচারীদের জন্য ৫ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা ঘোষণা দিল বিজেপি জোট সরকার। আজ মহাকরণে মন্ত্রিসভায় বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সন্ধ্যায় মহাকরণের প্রেস কনফারেন্স হলে সাংবাদিক সম্মেলনে ওই ঘোষণা দিলেন পরিবহন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।

এদিন তিনি বলেন, আর্থিক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ত্রিপুরা সরকার সরকারি কর্মচারী ও পেনশর্নাসদের জন্য ভেবেছে। ১ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা দিতে রাজ্য সরকারের ১০০ কোটি টাকা ব্যয় হয়। সেই মোতাবেক ৫ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা প্রদানে রাজ্য সরকারের ৫০০ কোটি টাকা অতিরিক্ত ব্যয় হবে। তাঁর দাবি, আজকের এই সিদ্ধান্তে কেন্দ্রের সাথে রাজ্যের মহার্ঘ ভাতায় ২৩ শতাংশ ফারাক থাকবে। আগামী ১ নভেম্বর থেকে ওই সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে। এই ঘোষণায় রাজ্য সরকারের বছরে অতিরিক্ত ৫০০ কোটি টাকা খরচ হবে। তিনি জানান, রাজ্য সরকারী কর্মচারী ছাড়াও পেনশনার, ফিক্সড পে কর্মচারী, ডিআর ডব্লু কর্মীরাও উপকৃত হবেন। তিনি জানান, সাম্প্রতিক বন্যায় ব্যপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, রাজ্য সরকারের কোষাগার থেকে ১৭০০ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। আর্থিক অসচ্ছলতার পরেও মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডাঃ মানিক সাহা কর্মচারীদের জন্য ৫ শতাংশ হারে মহার্ঘ্যভাতা মঞ্জুর করেন। এর জন্য তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান। মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী জানান, কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীরা বর্তমানে ৫৩ শতাংশ হারে মহার্ঘ্যভাতা পাচ্ছেন। ত্রিপুরা সরকারী কর্মচারীরা পাচ্ছেন ২৫ শতাংশ হারে। আজ ৫ শতাংশ হারে মহার্ঘ্যভাতা মঞ্জুর হওয়ায় সেই ফারাক কমবে। রাজ্য সরকারী কর্মচারীরা পাবেন ৩০ শতাংশ হারে ডিএ। মন্ত্রিসভায় টিএসআর জওয়ানদের জন্য আর্থিক সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির কথাও তিনি জানান।

টিএসআর বাহিনীর সার্বিক উন্নয়নে সরকারের একগুচ্ছ পরিকল্পনা, ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ অক্টোবর ।। ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলস (টিএসআর) রাজ্যের গর্ব। বীরতা ও বন্ধুত্ব এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে টিএসআর জওয়ানগণ দেশের সেবায় নিয়োজিত। দেশের অন্যান্য পুলিশ বাহিনীর তুলনায় রাজ্যের টিএসআর বাহিনীর সাফল্য কোন অংশে কম নয়। আমাদের দেশে এই বাহিনীর সুনাম রয়েছে। আজ মান্দাইয়ের বিনন কোবরা পাড়ায় টিএসআর'র দ্বিতীয় বাহিনীর পোস্ট পরিদর্শন ও দীপাবলি উৎসব উদযাপনে অংশ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, রাজ্যে বিশেষ করে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ মোকাবিলায় টিএসআর জওয়ানগণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। যা অবশ্যই প্রশংসার দাবি রাখে। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী টিএসআর বাহিনীগুলির সার্বিক উন্নতির জন্য ৬টি পরিকল্পনার কথাও ঘোষণা করেন।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা জওয়ানদের দীপাবলির শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, দীপাবলি হল অশুভ শক্তির বিনাশ এবং অন্ধকার থেকে আলোতে আসার উৎসব। তিনি বলেন, ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

শ্বশুড় বাড়িতে জামাতাকে পিটিয়ে হত্যা, স্ত্রী-শ্বশুর সহ ধৃত তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ অক্টোবর ।। শ্বশুর বাড়িতে ডেকে নিয়ে জামাতাকে পরিকল্পিতভাবে খুনের অভিযোগ উঠেছে। ওই ঘটনায় পুলিশ স্ত্রী ও শ্বশুর সহ তিনজনকে গ্রেফতার করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, আমতলী থানাধীন বাগমারা কলোনীর বাসিন্দা ঝুটন সরকার শ্বশুর বাড়িতে খুন হয়েছেন।

মৃতের ভাই জানিয়েছেন, প্রায় ৮ বছর আগে মাম্পি সরকারের সাথে সামাজিক রীতিনীতি মেনে ঝুটনের বিয়ে হয়েছিল। তাঁদের একটি পুত্র সন্তান রয়েছে। সন্তান জন্মের পর থেকেই ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দির

আন্তর্জাতিক তীর্থক্ষেত্র দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের পথে ও মতে ১৭০তম শ্রীশ্রী৺শ্যামা পূজায় ব্রতী আমরা। বিশ্বব্যাপী অগণিত সুধী ভক্তগণের প্রত্যাশানুসারে ডিডি বাংলা, ডিডি ত্রিপুরা, ডিডি গুয়াহাটি, ডিডি ওড়িয়া, ডিডি বিহার, ডিডি উত্তরপ্রদেশ, ডিডি নিউজ, ডিডি ইন্ডিয়া-সহ সরাসরি আন্তর্জাতিক সম্প্রচার ডিডি ভারতীতে। ৩১ অক্টোবর, ২০২৪, বৃহস্পতিবার, রাত্রি ১০.৩০ মিনিট থেকে কলকাতা দূরদর্শন সরাসরি সম্প্রচার করবে দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দিরের মহাপূজা।

দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দিরের অছি পরিষদের পক্ষে কুশল চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত

১৮ কোটির ইয়াবা সহ আটক দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ অক্টোবর ।। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে দুই নেশা কারবারিকে আটক করতে সক্ষম হয়েছে আসাম রাইফেলস। সাথে ৯০ হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করে। যার বাজারমূল্য আনুমানিক ১৮ কোটি টাকা হবে। আজ আসাম রাইফেলস তরফ থেকে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

শ্যামামায়ের রূপসজ্জায় শেষ তুলির টান। ছবি : রেশমী দেবনাথ

ভিলেজ কমিটির নির্বাচন

আইপিএফটি ও মথার সঙ্গে জোট বেঁধে লড়বে বিজেপি ঃ রাজীব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ অক্টোবর ।। ভিলেক ভোটে জোট বেঁধেই লড়াই চাইছে বিজেপি। শরিক দল আইপিএফটি ও তিপ্রা মথাকে সাথে নিয়ে ভিলেজে কমিটি নির্বাচনে বিজেপি ক্ষমতা দখলে ঝাঁপাবে।

দ্ব্যর্থহীন ভাষায় আজ একথা জানালেন প্রদেশ বিজেপি সভাপতি তথা সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য।

এদিন তিনি বলেন, বিজেপি আইপিএফটি এবং তিপ্রা মথা জোট বেঁধে ভিলেজে কমিটি নির্বাচনের প্রস্তুতি নেবে।

সেই লক্ষ্যে তাদের সাথে আলোচনা হবে। তার কথায়, লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির জোট দারুন ফলাফল করেছে। রাজ্যেও জোট সরকার মানুষের কল্যাণে কাজ করে চলেছে।

তার দাবি, আগামীদিনে সমস্ত নির্বাচনে বিজেপি জোট বেঁধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। সকলের সম্মিলিত আলোচনার মাধ্যমে আসন রফা নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

মোদীজির হাতকে শক্ত করতে জনগন বিজেপির সদস্য হতে চান ঃ বিপ্লব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ অক্টোবর ।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে আরও সশক্ত বানাতে আপামর জনগন ভারতীয় জনতা পার্টির সদস্য পদ গ্রহণ করতে চান। আজ প্রতাপগড় মন্ডলের ২৭ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত সদস্যতা অভিযানে অংশগ্রহণ করে একথা বলেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব।

এদিন শ্রীদেব বলেন, বিকশিত ভারত নির্মাণের উজ্জ্বল অংশীদারিত্ব স্বরূপ ভারতীয় জনতা পার্টির সদস্যতা অভিযানের অংশ হিসেবে সারা দেশের সাথে ত্রিপুরাতেও বড় মাত্রায় নাগরিকগন স্বতঃস্ফূর্ততার সাথে ভাজপা পরিবারের সদস্য হচ্ছেন। এদিন তিনি আরও বলেন, এখন পর্যন্ত ১০ কোটির বেশি ভারতীয় জনতা পার্টির সদস্য পদ সম্পূর্ণ হয়েছে। ত্রিপুরাতে ৮ লক্ষ ২২ হাজার সদস্য সংগ্রহ হয়েছে। বুথ ভিত্তিক বিজেপি সদস্য পদ সংগ্রহ ক্ষেত্রে ত্রিপুরা ভারতবর্ষের মধ্যে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যের ৬ কোম্পানী টিএসআর যাচ্ছে ঝাড়খন্ড ও মহারাষ্ট্রের নির্বাচনে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ অক্টোবর ।। ঝাড়খন্ড ও মহারাষ্ট্র বিধানসভা নির্বাচনে নিরাপত্তার দায়িত্ব পালনে যাচ্ছেন ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলস (টিএসআর)-এর জওয়ানরা। আজ টিএসআর-এর আইজি সি. মারাক জানিয়েছেন, ত্রিপুরা থেকে ৬ কোম্পানির টিএসআর জওয়ান ওই দুই রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে দায়িত্ব সামলাবেন।

প্রসঙ্গত, ঝাড়খন্ডে ১৩ এবং ২০ নভেম্বর দুই দফায় ভোটগ্রহণ পর্ব অনুষ্ঠিত হবে। অন্যদিকে, ২০ নভেম্বর এক দফায় মহারাষ্ট্রে নির্বাচন হবে। ইতিপূর্বেও ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলস-এর জওয়ানরা বেশ কয়টি রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনে নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তেমনি, মহারাষ্ট্র, বিহার , ওড়িশা এবং হিমাচল প্রদেশের লোকসভা নির্বাচনে নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করেছিলেন তাঁরা।

শুভেচ্ছা ও ছুটি

আজ কালী পূজা ও আলোর উৎসব দীপাবলি উপলক্ষ্যে জাগরণের সমস্ত গ্রাহক, পাঠক, বিজ্ঞানপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীদের আন্তরিক শুভেচ্ছা।

কালী পূজা ও দীপাবলি উপলক্ষ্যে আজ (বৃহস্পতিবার) জাগরণ ও রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস এর সকল কর্মীদের ছুটি। তাই এই পত্রিকা আগামীকাল (শুক্রবার) প্রকাশিত হবে না।

জাগরণ আগরতল ৩১ অক্টোবর ২০২৪ ইং
১৪ কার্ত্তিক, বৃহস্পতিবার, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

আলোর উৎসব দীপাবলি

দীপাবলি হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের অন্যতম প্রধান উৎসব। এটি আলোর উৎসব হিসেবে পরিচিত এবং প্রধানত ভারত, নেপাল, শ্রীলঙ্কা ও বাংলাদেশের মতো দেশে খুবই উল্লাসের সাথে পালিত হয়। সাধারণত প্রতি বছর কার্তিক মাসে, নতুন চাঁদের রাতের দিন দীপাবলি উদযাপিত হয়।দীপাবলির ইতিহাস ও তাৎপর্য্য মূলত পৌরাণিক কাহিনির উপর ভিত্তি করে। হিন্দু পুরাণ অনুসারে, রামচন্দ্র চৌদ্দ বছরের বনবাস শেষে এবং রাবণ বধ করিয়া অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। তাহাকে স্বাগত জানানোর জন্য অযোধ্যাবাসীরা তাহাদের বাড়িঘর আলোকিত করিয়া তুলিয়াছিল। সেই থেকেই দীপাবলি উৎসব উদযাপনের রীতি প্রচলিত। এই দিনকে আলোর প্রতীক হিসেবে দেখা হয় এবং এটি অন্ধকারের উপর আলোর বিজয়, মন্দের উপর শুভের বিজয় হিসেবে উদযাপিত হয়।দীপাবলি উদযাপনে ঘরবাড়ি, মন্দির ও রাস্তা আলো দিয়া সাজানো হয়। মাটির প্রদীপ, মোমবাতি এবং বৈদ্যুতিক বাতি দিয়া চারিদিকে আলোকিত করিয়া তোলা হয়। ছোট-বড় সকলেই নতুন পোশাক পরে, উপহার বিনিময় করে, এবং বিশেষ মিষ্টান্ন তৈরি করে এদিন উদযাপন করেন। আতশবাজি ফোটানো দীপাবলির আরেকটি আকর্ষণীয় দিক।দীপাবলির সময়ে বিভিন্ন ব্যবসায়িক ক্ষেত্রেও বিশেষ ছাড় বা অফার দেওয়া হয়, যাহা ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধিতে সহায়ক। এছাড়া, এই উৎসব মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতির বার্তা ছড়ায়। পরিবার, বন্ধুবান্ধব এবং প্রতিবেশীদের মধ্যে এই উৎসব বন্ধুত্বের সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় করে।

আতশবাজির কারণে অনেক সময় পরিবেশ দূষণ বৃদ্ধি পায়, যাহা আমাদের স্বাস্থ্য ও প্রকৃতির উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। তাই সাম্প্রতিককালে পরিবেশবান্ধব বা সবুজ দীপাবলি উদযাপনের দিকে মনোযোগ দেওয়া হইতেছে। অনেকে এখন পরিবেশবান্ধব উপায়ে, যেমন মাটির প্রদীপ ব্যবহার করিয়া ও কম আতশবাজি ফুটাইয়া এই উৎসব উদযাপন করিতেছেন।

দীপাবলি উৎসব উদযাপনের পেছনে একাধিক পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক কারণ রহিয়াছে, যাহার মধ্যে প্রধান হইল আলোর মাধ্যমে অন্ধকারকে দূর করা এবং মন্দের ওপর শুভের জয় উদযাপন করা। এই উৎসব মূলত জীবন থেকে অন্ধকার, দুঃখ ও অপবিত্রতাকে দূর করিয়া, সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধির প্রার্থনা করে।

আলো ও অন্ধকারের প্রতীক দীপাবলি।অর্থাৎ 'দীপের পংক্তি', প্রতীকীভাবে আলোর মাধ্যমে অন্ধকারকে দূর করিবার বার্তা দেয়। এটি মানুষকে জীবনের অন্ধকার দিকগুলো থেকে আলোর দিকে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা দেয়।হিন্দু পুরাণ অনুসারে, রামচন্দ্র রাবণকে পরাস্ত করে এবং চৌদ্দ বছরের বনবাস শেষে অযোধ্যায় ফিরিয়া আসেন। এই দিনে অযোধ্যাবাসীরা আনন্দিত হইয়া প্রদীপ জ্বালাইয়া তাহাকে বরণ করে। এর মাধ্যমে মন্দের ওপর শুভের জয় উদযাপিত হয়।দীপাবলির দিনে দেবী লক্ষ্মী এবং ভগবান গণেশের পূজা করা হয়। লক্ষ্মী দেবী হইলেন ধন-সম্পদের দেবী এবং গণেশ হইলেন শুভকার্য্যের প্রতীক। তাহাদের আরাধনার মাধ্যমে মানুষের জীবনে শান্তি, সমৃদ্ধি এবং সৌভাগ্য কামনা করা হয়।এই উৎসব মানুষের মধ্যে বন্ধুত্ব ও সম্প্রীতির বার্তা ছড়ায়। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব এবং প্রতিবেশীদের মধ্যে উপহার ও মিষ্টান্ন বিনিময় হয়, যাহা সমাজে সৌহার্দ্য ও মৈত্রী বৃদ্ধি করে।দীপাবলি অনেক ব্যবসায়ী ও বণিকদের জন্য নতুন অর্থবছরের সূচনাও বটে। এই সময় তাহারা ব্যবসায়িক হিসাব খোলা বা 'মুহুরত' করিবার মাধ্যমে নতুন আর্থিক বছরের সূচনা করেন, যাহা সফলতার আশীর্বাদ হিসেবে বিবেচিত হয়।

বর্তমানে দীপাবলির সময় আতশবাজি ও বড় আকারে আলোকসজ্জা পরিবেশ দূষণের কারণ

হইয়া দাঁড়ায়, তাই পরিবেশবান্ধব দীপাবলি উদযাপনেও মনোযোগ দেওয়া হইতেছে। মাটির প্রদীপ বা ইকো-ফ্রেন্ডলি উপকরণের ব্যবহারও জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে।দীপাবলি একটি আনন্দ ও উল্লাসের উৎসব যাহা আমাদের মনে আশার আলো জ্বালায়। আলোকিত এই দিনটি আমাদের অন্ধকার থেকে আলোর দিকে এগিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণা দেয় এবং সকলের মধ্যে আনন্দ ও শান্তির বার্তা বহন করে।দীপাবলির মাহাত্ম্য শুধুমাত্র একটি উৎসবের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; এটি মানুষের মনে শুভ ও কল্যাণের বাণী জাগিয়ে তোলে। আলোকিত এই উৎসব জীবনে নতুন আশা, শান্তি ও সমৃদ্ধির বার্তা বহন করে, যাহা ব্যক্তি ও সমাজের উন্নতিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

রায়গঞ্জে শিশু কন্যা হত্যাকাণ্ডে বাবার গ্রেফতার, স্বীকারোক্তি আদালতে পেশ

রায়গঞ্জ, ৩০ অক্টোবর (হি.স.): উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জে নিজের শিশু কন্যাকে খুনের অভিযোগে অভিযুক্ত বাবাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। রায়গঞ্জ পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কুন্তল ব্যানার্জি জানিয়েছেন, অভিযুক্ত ব্যক্তি খুনের ঘটনা স্বীকার করেছেন। তিনি নিজের মেয়েকে ফাঁস লাগিয়ে হত্যা করে বলে অভিযোগ।

বুধবার অভিযুক্তকে রায়গঞ্জ আদালতে পেশ করা হবে, যেখানে তার বিরুদ্ধে প্রমাণাদিসহ তথ্য উপস্থাপন করা হবে।

রিষড়ায় তুবড়ি তৈরির সময় বিস্ফোরণ, ভস্মীভূত ঘরের জিনিস, আহত ২

হুগলি, ৩০ অক্টোবর (হি.স.): মঙ্গলবার বেশি রাতে তুবড়ির মশলা তৈরির সময় বিস্ফোরণে আগুন ছড়িয়ে পড়ায় গুরুতর জখম হলেন বাবা ও ছেলে। ভস্মীভূত হয় ঘরের সমস্ত জিনিস। এই ঘটনায় আতঙ্ক সৃষ্টি হয় রিষড়ায়। আহত দুজনকে কলকাতায় একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার রাত এগারোটা নাগাদ রিষড়ার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের টিসি মুখার্জি স্ট্রিটের কুন্ডু কলোনিতে মধুসূদন দত্তের বাড়ির তিনতলার চিলেকোঠার ঘরে আগুন লাগে। মধুসূদন দত্তর ভাই সৌমেন দত্ত জানান, তুবড়ি তৈরির মশলায় বিস্ফোরণ হয়। তার জেরেই আগুন লেগে যায়।

স্থানীয়রা জানান, অবসরপ্রাপ্ত রেলকর্মী মধুসূদনের বাবা তুবড়ি প্রতিযোগিতা করতেন। সেই থেকে তুবড়ি তৈরির ঝোঁক রয়েছে এই পরিবারের। সেই তুবড়ির মশলা তৈরির সময়ই দুর্ঘটনা ঘটে। আগুন লাগার কারণ খতিয়ে দেখছে রিষড়া থানার পুলিশ।

মধুসূদনবাবুর বাড়ির লোকেরা বলেন, 'ঘরে কিছু বাজি কেনা ছিল। ছিল জামাকাপড়, বই, হোমিওপ্যাথি ওষুধ ও অন্যান্য আসবাবপত্র। তাতেই আগুন ধরে যায়। দমকলের তিনটে ইঞ্জিন আসে। কিন্তু রাস্তা সরু হওয়ায় একটি ছোটো ইঞ্জিন কেবল ঢুকতে পারে। তিনতলায় আগুন লাগায় সমস্যা হয়। মধুসূদনবাবু ও ভাইপো মহেন্দ্রনাথ দত্তকে কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

জাতীয় ঐক্য দিবসের প্রাক্কালে শপথ কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জে পি নাড্ডা-র

নয়াদিল্লি, ৩০ অক্টোবর (হি.স.): কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক বুধবার জাতীয় ঐক্য দিবস উদযাপন করলো। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মবার্ষিকীর এক দিন আগে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জে পি নাড্ডা নির্মাণ ভবনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে জাতীয় ঐক্যের শপথ নেন। এই অনুষ্ঠানে মন্ত্রী প্রতাপরাও যাদব, স্বাস্থ্য সচিব পুণ্য সলিলা শ্রীবাস্তব ছাড়াও মন্ত্রকের ঊর্ধতন কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, ৩১ অক্টোবর সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মবার্ষিকীর দিন দেশে একতা দিবস হিসাবে পালন করা হয়।

শারদীয় দুর্গোৎসব থেকে শ্যামা পূজা

আলোক দূষণ ক্রমশ বাড়ছে

শোভনলাল চক্রবর্তী

বিজ্ঞানের ব্যাখ্যায় আলো এক ধরনের শক্তি বা বাহ্যিক কারণ, যা চোখে প্রবেশ করলে দেখার অনুভূতি জন্মায়। আলো বস্তুকে দৃশ্যমান করে নিজে অদৃশ্য থাকে, তির্যক তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গের আকারে এক স্থান থেকে আর এক স্থানে যায়, এবং মাধ্যমভেদে বেগের পরিবর্তন হয়। যে যা-ই হোক, নিবিড় ঘন আঁধারে উজ্জ্বল ধ্রুবতারার মতো আলোই প্রাণিকুলের সান্ত্বনা। মনকে পাথরে দিশেহারা, বিষাদে ম্রিয়মান না-হতে বলতে পাবার অবলম্বল। আলো মানে খারাপ থেকে ভাস, অন্ধকারাচ্ছয় মধ্যযুগের পেট চিরে নবজাগ্রত আধুনিকের ভূমিষ্ঠতা। বুদ্ধদেব বসু লিখেছিলেন, ''যখন বাইরে-ভেতরে কোথাও/ আলো নেই, / তোমার ফূন্যতার অজ্ঞাত পহ্বর থেকে নবজন্মের জন্য/ প্রার্থনা করো, প্রতীক্ষা করো, প্রস্তুত হও।'' রবীন্দ্রনাথের গান মানেও আলোয় ভরা এক ভুবন। অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত এক আলোয় ধোওয়া নয়ন যেখানে দেখছে সদাই। আলোয় হরা হৃদয় যেখানে জাগ্রত। যেখানে প্রাণের মাঝে আলো নাচে, হৃদয়বীণার মাঝে আলো বাজে। বাংলা আধুনিক গানেও তো আলো আর আনন্দ, এক দিকে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় গেয়ে ওঠেন ''নতুন সূর্য, আলো দাও'', ও পাশে মান্না দে, ''অন্তরে অন্তরে দাও আলো দাও কালিমা কলুষ যত মুছে নিয়ে যাও।'' সলির চৌধুরী সমাজ বদলের স্বপ্ন-দেখা অগ্রণী সেনানীদের। ডাকেন 'আলোর পথযাত্রী' বলে।

শারদীয়া ুৎসবের চেয়ে কম আলোর স্রোতে ভাসে না শ্যামা-আরাধনার আয়োজন। কিছু বিশেষ জায়গায় তুলনায় আকম্বর বেশি। আর আছে বাজি পোড়ানোর ধুম। কালীপূজো তো 'কালো মেয়ের পায়ের তলায়' আলোর নাচন দেখার উৎসব। কয়েক দশক আগে থেকে কালীপূজো ও তৎসংলগ্ন দিনগুলিতে বায়ুদূষণ, শব্দদূষণ-জনিত সচেতনতা ও ব্যবস্থাপনা, সতর্কীকরণ, ধরপাকড়, জেল জরিমানা, গ্রিন ট্রাইবুনাল, আদালত, বাজি বিক্রেতা সংগঠ, শব্দসীমার পরিমাপ ইত্যাদি বহুল আলোচিত। বাজির কথা যদি ছেড়েও দিই, আলো দূষণও কি শুধু কালীপুজো বা বিশেষ কোও উৎসবের দিনেই হয়। ফিলামেন্ট- নির্ভর বাল ব-এর হলদেটে আলোর চেয়ে এলইডি'র সফেদ আলোর উজ্জ্বলতা বহু গুণি, শহরের মোড়ে মোড়ে, জায়গায় জায়গায় 'হাই মাস্ট' বাতিস্তম্ভ। আগে পার্ক স্ট্রিট সেজে উঠত বড়দিনে, এখন সেই সাজ পরেই তাকে থাকতে হয় প্রায় সম্বৎসর। নিউ টাউন রাজারহাটের 'বিশ্ববাংলা সরণি'তে সাধাণণ সময়েও হঠাৎ করে চলে এলে শহরে দুর্গাপুজো হচ্ছে ভেবে বসা অস্বাভাবিক নয়, কারণ তার সর্বাঙ্গের আলোর সজ্জা খোলা হয় না। কে বহন করে এই বিপুল খরচ। যে-ই করুক, টাকাটা জনগণের। বিদ্যুৎ মাসুল, জিএসটি তাঁদেরকেই দিতে হয়। পথবাতির স্তম্ভগুলিও ক্ষেত্রবিশেষ যে দূরত্ব রেখে বসানো হয়, কিছু ক্ষেত্রে তার চেয়ে ব্যবধান বেশি রাখলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায় না, কে বোঝাবে। স্বাভাবিকভাবে আমরা পরিবেশ, মাটি, জল, বায়ু শব্দ ইত্যাদি দূষণের কথা জানি। আলোক দূষণ নিয়ে খুব একটা আলোচনা হয় না। কিন্তু এটি আমাদের সমাজও জীববৈতিত্র্যের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আলোক দূষণ হলো অবাঞ্ছিত, অনুপযুক্ত বা অতিরিক্ত কৃত্রিম আলোর উপস্থিতি। প্রশ্ন উঠতে পারে, আলোক দূষণ কীভাবে জীববৈচিত্র্যে প্রভাব ফেলে? সিডনির অপেরা হাউসের ওপর আকাশে প্রায়ই একটি দৃশ্য লক্ষ করা যায়। রাতের বেলায় অপেরা হাউসের কৃত্রিম উজ্জ্বল আলোয় প্রলুব্ধ হয়ে কিছু পাখি এদিক-সেদিক ওড়াওড়ি করে। উজ্জ্বল আলোয় দিকভ্রান্ত হয়ে এরা নিজেদের বাসার রাস্তা হারিয়ে ফেলে। ফলে নির্দিষ্ট দিক খুঁজে পাওয়ার জন্য এদিক-সেদিক উড়তে থাকে। একটানা দিকভ্রান্ত হয়ে ওড়ার কারণে এরা প্রচণ্ড ক্লান্ত হয়ে পড়ে। ক্লান্ত দেহে আছড়ে পড়ে আশপাশের কোনো বিল্ডিংয়ের গায়ে। ফলাফল মৃত্যু। গবেষণায় দেখা গেছে, প্রতিবছর সিডনি অপেরা হাউসের উজ্জ্বল আলোয় বিভ্রান্ত হয়ে হাজার হাজার পাখি মারা যায়। একই দৃশ্য পুজো পার্বণের উৎসবের আলোকিত শহরেও দেখা যায়। গাছের পাখি সারা রাত ধরে কিচির মিচির করে চলে। উজ্জ্বল আলোয় তারা রাতকে দিনের সঙ্গে তফাৎ করতে পারে না। উৎসবের সময় শহর জুড়ে জ্বলতে থাকা চড়া কৃত্রিম আলোয় মারা পড়ে হাজার হাজার পতঙ্গ।

পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তে আলোক দূষণের এমন ঘটনা অহরহ ঘটছে। ২০২৩ সালের 'ওয়ার্ল্ড আটলাম অফ আর্টিফিশিয়াল নাইট' এর স্কাই ব্রাইটনেসের হিসাব অনুয়াযী, বিশ্বের জনসংখ্যার ৮৩ শতাংশ এরকম আলোক দূষিত আকাশের নিচে বাস করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের ৯৯ শতাংশ মানুষ প্রাকৃতিক রাত উপভোগ করতে পারে না। বিশেষজ্ঞরা বলেন, আলো যেখানে প্রয়োজন শুধু সেখানেই ব্যবহার করা উচিত, অপ্রয়োজনীয় আলো ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আমাদের সমাজের সব স্তরেই আলোক দূষণ একটি সমস্যা হিসাবে উপনীত হয়েছে। এ দূষণের ফলে যেসব সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে, তার জন্য আমাদের যথেষ্ট সচেতন হওয়া প্রয়োজন। রাতে নিজের বাসস্থান থেকেই আলো কমানো শুরু করতে হবে। বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক গবেষণায় বিশ্বব্যাপী আলোক দূষণ কমাতে পাঁচটি মূল কৌশল ব্যবহার করার কথা বলা হয়েছে, যা হলো- পূর্ববর্তী অন্ধকার অঞ্চলে আলোর ভূমিকা এড়ানো, আলো সর্বনিম্ন ব্যবহারযোগ্য তীব্রতায় ব্যবহার করা, আলো যেখানে প্রয়োজন, কেবল সেখানেই ব্যবহার করা, প্রয়োজনের সময়ই কেবল আলো ব্যবহার করা, তীব্র সাদা বর্ণালীর পরিবর্তে কমলা রঙের আলো বেশি ব্যবহার করা। আমাদের পরিবারের সদস্য ও বন্ধুদের এ ব্যাপারে উৎসাহিত করতে হবে। আধুনিকতার নামে রাতের বেলা যত্রতত্র আলো জ্বালিয়ে রাখা আলোক দূষণের বড় একটি কারণ। আমরা পুরো পৃথিবীর আলোক দূষণ কমাতে বা বন্ধ করতে পারব না; কিন্তু আমার দ্বারা অন্তত আর কখনো যেন আলোক দূষণ না হয় তা নিশ্চিত করা সম্ভভ। আমাদের প্রত্যেকের সচেতনায় আলোক দূষণমুক্ত হোক এই পৃথিবী। নিন্দুকরা বলেন রাজ্যে শিল্প নেই। বিদ্যুৎ উদ্বৃত্ত অন্য রাজ্যের ক্রেতা সুলভ নয় সব সময়। বিদ্যুৎ মানুল ও এ রাজ্যে সরা দেশের মধ্যে চড়া। অথচ সন্ধে না হতেই আলোর সব কিছু ধুয়ে দেওয়ার কমবেশি আয়োজন রাজ্যে জুড়ে। তাতে কুলায় ফিরে আসা পাখিদের কাঙ্ক্ষিত অন্ধকার মুছে যাক, অচেনা অসহায়তায় পরিত্রাণহীনতা নদ্রাহীনতা তাড়া করুক তাদের, কার দায় সে খবর রাখার! কার কী যায় আসে, যদি এক জোড়া কপোত-কপোতীর থেকে কেড়ে নেওয়া হয় কড়ি-বরগার আবডাল! কিনু গোয়ালার গলিতে সান্ধ্য-সোহাগে কাছাকাছি আসার অবকাশ পেত ব্যক্তিগত পরিসর কেনার ক্ষমতাহীন এক জোড়া কপোত- কপোতী, রাস্তায় কোনও বাতি ছিল না, কে বা কারা যেন ঢিল মেরে বার বার ভেঙে দিয়ে যেত টিমটিমে আলো। আলো খুব দরকার। তবে অতটাও দরকার নেই, যখন বাঁশবাগানের মাথার উপরে বা ইলেকট্রিকের তারে ঝুলতে থাকা চাঁদ দেখার ন্যূনতম নিবিড়তাটুকু উধাও হয়ে যায় বেমালুম। যানবাহনের আলোর এমন চোখ- ধাঁধানো উজ্জ্বলতা কি কাম্য, যা বিহ্বল করে দেয় রাস্তা পেরোতে চাওয়া পথিককে! আলো খুব দরকার, কিন্তু রাতে পৃথিবীকে তাপ বিমোচনের সবচেয়ে বেশি সুযোগ করে দেওয়াও কি দরকার নয়? নইলে বছরে এক দিন ''পৃথিবী দিবস'' বলে দু'-এক মিনিট ঘরের আলো নিভিয়ে রাখতে গৃহস্থকে অনুরোধ জানিয়ে কী লাভ!

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

পুরাণের কালীই কি ফিনল্যান্ডের কালমা

চন্দ্রশেখর ভট্টাচার্য

কেউ বলবেন দীপাবলী, কেউ দেওয়ালেবে দেওয়ালি, কিন্তু গোদা বাংলায় কালীপুজো। এদিনটিকে বলা হচ্ছে, আলোর উৎসব। ঘোর অমাবস্যায় এই আলোর রোশনাই মানুষের মনের অন্ধকার দূর করতে পারলে ভাল হতো, কিন্তু হয়নি। হয় না। উত্তর ও পশ্চিম ভারতের অনেক প্রদেশের পাশাপাশি এই রাজ্যেও অনেকের কাছে আবার লক্ষ্মীপুজো। আগের দিন ভূত চতুর্দশীতে অলক্ষ্মীকে বিদায় করে লক্ষ্মীর পুজো হয়। শুধু অনেকের বাড়িতেই বা কেন, কলকাতার সর্বজনস্বীকৃত কালীক্ষেত্র কালীঘাটের মন্দিরে এইদিন মহালক্ষ্মীর পুজো হয়। আর বীরভূমের আকালীপুরে মহারাজ নন্দকুমার প্রতিষ্ঠিত গুহ্যকালীর মন্দিরে মূল পুজো হয় আশ্বিনের পূর্ণিমায়, যেদিন বাংলায় হয় কোজাগরী লক্ষ্মীর আরাধনা। কীভাবে যেন লক্ষ্মী আর কালী মাঝে মাঝেই একে অপরের জীবন যাপনে জড়িয়ে গেছেন। হিমাচলের বশৌলির একটি প্রাচীন চিত্রকলায় দেখা যায়, কালীর হাত থেকে ভরা পাত্র মদ পান করছেন লক্ষ্মীদেবী। ভারতের হিন্দু মতের দেবীরা এমন ভাবেই একে অপরের সঙ্গে সম্পৃক্ত যে, মনে করা হয়, দুগহি মহালক্ষ্মী, আবার দুগাই কালী। কালী যিনি, তিনিই দুর্গা আর দুর্গা যিনি, তিনিই লক্ষ্মী। তবে একেক দেবীর একেক রকম কাজের ক্ষেত্র। দুর্গার যদি হয় অসুরবিনাশ, লক্ষ্মীর কাজ ধনসম্পদের বরদান। হিন্দু শাস্ত্র অনুযায়ী, মহিষাসুরকে বধ করার জন্য সমস্ত দেবতাদের রোষানল থেকে জন্ম নিয়েছিলেন অপরূপা সুন্দরী এক নারী তিনিই দুর্গা। অর্থাৎ, তিনি মাতৃগর্ভজাতা নন। বিশেষ প্রয়োজনে দেবতারা তাঁকে সৃষ্টি করেছেন। আবার সেই দুগাই শুম্ভ নিশুম্ভকে বধ করার সময় অসহায় হয়ে কালীর সাহায্য প্রার্থনা করছেন। বিশিষ্ট গবেষক সুকুমার সেন মার্কণ্ডেয় পুরাণ বর্ণিত সেই দেবীর বর্ণনা দিয়েছেন। শুম্ভনিশুম্ভের সেনাপতিদ্বয় চণ্ড ও মুণ্ড যখন দেবীর বাহিনীকে হারিয়ে দিচ্ছিল তখন দেবীর ক্রোধ যেন কালীর বীভৎস মূর্তি ধরে বেরিয়ে আসে ও চণ্ড- মুণ্ডকে হত্যা করে।... তার মুখ ভয়ঙ্কর। তলোয়ার ও ফাঁস নিয়ে, বিচিত্র ঢাল ধরে। মানুষ (অর্থাৎ মানুষের মুণ্ড বা অঙ্গ) মালা করে পরে, বাঘের ছাল জড়িয়ে। গায়ের মাংস শুকিয়ে গেছে। অত্যন্ত ভয়ঙ্কর দেখতে। মুখে প্রকাণ্ড হাঁ। জিব ভয়ঙ্করভাবে লকলক করছে। বসে গেছে লাল চোখ। ডাকে চারদিক মুখরিত'।

আবার, ''শ্রেষ্ঠ হিন্দু কবি'' কালীদাস তার কুমারসম্ভব কাব্যে লিখেছেন, কার্তিকের জন্মের প্রয়োজনে উমাকে বিয়ে করতে মহাদেব যখন কৈলাশ থেকে বরযাত্রীদের নিয়ে উমার বাপের বাড়ি যাচ্ছেন, তখন সেই বরযাত্রী দলের মধ্যে নাচতে নাচতে চলেছেন ''নরাস্থি-অলঙ্কার পরা কালী''। তিনি নগ্না, নরকরোটির মালা গলায়। কিন্তু কালীদাস কালীকে শিবের সহচরী হিসেবে দেখালেও তার স্ত্রী, একথা বলেননি। পুরাণ ও সাহিত্যে কালীর প্রাচীনত্বের খোঁজ করেছেন অনেকেই, যার মধ্যে অন্যতম সুকুমার সেন। তার মতে, ঊষা ও নিশার উপাসনা অত্যন্ত প্রাচীন। এই নিশা বা রাত্রি থেকে কালীর উত্থান ঘটেছে মনে করেছেন তিনি। তিনি যে তিনটি রূপকল্প নিয়ে আলোচনা করেছেন, তার প্রথমটি ''ঋগবেদের নকৎ-কৃষ্ণী, যিনি পৌরাণিক মহাদেবীর খোলসের মতো''। এর পরে, তৃতীয় শতকে চোল রাজার ভাই ইলাঙ্গো অডিগালের লেখা তামিল মহাকাব্য ''শিলপদ্দিকারম''-এ এক দেবীর বর্ণনা পাই। গভীর জঙ্গলে আদিম শবর, মারবার জনগোষ্ঠীর যোদ্ধারা তার আরাধনা করছে যুদ্ধে জয়লাভের আশায়। তারা

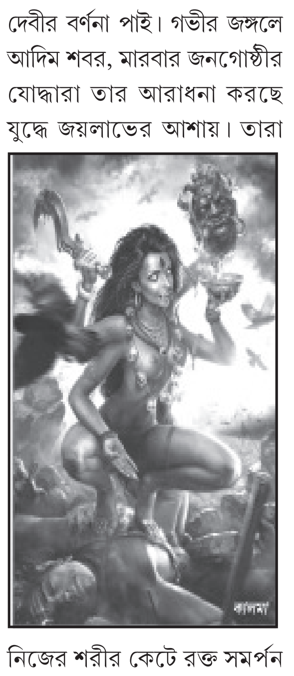

নিজের শরীর কেটে রক্ত সমর্পন করছেন দেবীর কৃপালাভের আশায়। সেই দেবী কৃষ্ণাঙ্গী, ভিষণদর্শনা, করালবদনী, পিনোন্নতপয়োধরা। উলঙ্গ এই দেবীর দুটি মাত্র হাত। তিনি একটি মোষের মাথার উপরে দণ্ডায়মান। আরও তিন চার শকর পরে এই মূর্তি স্থাপিত হয় তামিলনাড়ুর ব্রহ্মপুরীশ্বর মন্দিরে। উল্লেখ্য, মহাভারতের পরিশিষ্ট অংশ, যা আবশ্যিক ভাবেই অনেক পরের সংযোজন বলে মনে করা হয়, তাতে বিন্ধ্যবাসিনী বলে এক দেবীর বর্ণনা রয়েছে। পরিশিষ্টের হরিবংশ পর্বে বলা হয়েছে, "হে দেবী, তুমি গভীর জঙ্গলে, শ্মশানে, গিরিগুহায় অবস্থান করো। তোমাকে ঘিরে থাকে হিংস্র শ্বাপদ (আজকের কালী মূর্তির সঙ্গে আমরা যেমন রক্তপিপাসু শিয়াল রাখি)। বজ্রপাত ও মেঘের ঘণ্টাধ্বনীতে তোমার আরাধনা হয়। হে বিন্দ্যবাসিনী দেবী, তুমি আমাদের আশীর্বাদ করো। আমাদের চেনা কালী মূর্তির রূপকার বলা হয় নবদ্বীপের কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশকে। তা নিয়ে অনেক কল্পকথা ও গল্পকথাও প্রচলিত আছে। হ্যাঁ, স্মিত হাস্যময়ী বাঙালি কালীর তিনিই রূপকার, মানতে অসুবিধাও নেই। কিন্তু, তাঁর সেই রূপকল্পনা তিনি অনেকটাই নিয়েছিলেন তৃতীয় শতকের দ্বিতীয় ভাগে রচিত বৃহদ্ধর্মপুরাণ থেকে। বৃহদ্ধর্মপুরাণ অনুযায়ী, কালী স্বাস্থ্যবতী, শ্যামবর্ণা, দিগম্বরী, মুক্তকেশী। শবরূপ মহাদেবের উপরে আসীন। তাঁর জিভ মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছে। দুই বাম হাতে অসি ও মানুষের মাথা, সংহারকালের মত সংহারী মূর্তিতেও কোটির পাপ বিনাশ করছেন। আবার তাঁর দেহে নানা অলংকার, মুখে হাসি, ডান দুই হাতে অভয় ও বরদানের মুদ্রা। কালীক্ষেত্র আন্দোলনের পুরোধা ড. তমাল দাশগুপ্ত মাতৃকাধর্মের ইতিহাসবিদ অশোক রায়কে উল্লেখ করেছেন তাঁর একটি নিবন্ধে। গবেষক রায় লিখেছেন, কালী, দুর্গা, চামুণ্ডা ও অম্বিকা একে অপরের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ায় একের বৈশিষ্ট্য অন্যের মধ্যেও সঞ্চারিত হল দশম একাদশ শতাব্দীর রচনায়, পাল ও সেন যুগের মূর্তিশিল্পে। এই সব মূর্তিতে দেবীর মুখ হাসি হাসি, চার হাতের তিন হাতেই কপাল, মাথার খুলি লাগানো খট্টাঙ্গ ও মাথা নিচের দিকে করে ঝুলন্ত শিশুর দেহ। মূর্তিতে দুর্গা, কালী ও চামুণ্ডার বৈশিষ্ট্যের সমন্বয় ঘটেছে। আরেক মূর্তিতে ললিতাসনা দেবীর গলায় মুণ্ডমালা, শুষ্কদেহ, অভুক্ত পেট গর্তে ঢুকে গিয়েছে। খিদের জ্বালা বোঝাতে বিছের ছবি। চার হাতের দুই হাতে কর্তরী ও কপাল, এক বাহুতে ত্রিশুল। দেবীর ডান পা এক নগ্ন পুরুষের দেহের উপর। পুরুষটি জীবিত না মৃত বোঝা যায় না।

চামুণ্ডার আসনে শবের সংযোজন অনেক পরে, ক্রমে যা শব থেকে শিবে পরিণত হয়েছে। একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর মন্দির গাত্রের ভাস্কর্যে দেখা যায়, দেবী নৃত্যরতা, শুষ্কদেহ, গর্তে ঢোকা পেট, গলায় মুণ্ডমালা। কোথাও দেবীর ছয় হাত। ডানদিকের হাতগুলোতে কপাল, কর্তরী ও ঢাল সমতে শূলবিদ্ধ এক মানবদেহ। আ বাঁদিকে হাতগুলোতে ত্রিশূল, ঘন্টা ও মানুষের মাথা। ত্রিশূলের পিছন দিক দিয়ে বিদ্ধ এক মানুষদেহ থেকে গড়িয়ে পড়া রক্ত শিয়াল খাচ্ছে। দেবীর কানে শিশু- শবের কুণ্ডল। পায়ের কাছে মনুষ্যদেহ, সম্ভবত জীবন্ত। এছাড়া মন্দির ভাস্কর্যের কুলিঙ্গিতে শিবলিঙ্গ, যা চামুণ্ডাকালীর সঙ্গে শিবের সংয়োগের আদি রূপকল্পনা সূচিত করে। একটা বি,য় স্পষ্ট, দেবী কৃষ্ণাঙ্গী এবং সমাজের সবচেয়ে নিম্নবর্গের মানুষদের আরাধ্যা ছিলেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণে দেবীকে বলা হয়েছে 'সর্বশবরানাং ভগবতী।' সব শবরদের দেবী। শবরদের দুটি ভাগ- নগ্নশবর ও পর্ণশবর। নগ্নশবরদের উলঙ্গিনী দেব,যাকে কালীদাস শুদ্ধ শব্দে 'অপর্ণা' বলেছেন, যযখন পর্ণশবরদের জয়ে করে তাদেরও নেত্রী হয়ে গেলেন, তিনি হলেন 'সর্বশবরানাং ভগবতী'। পর্ণশবররা তাঁকে পাতার পোশাকে সাজালেন। আরও পরে আর্যরা যখন তাঁকে দেবী মানুলেন, তখন তার জন্য জুলট শাড়ি, তিনি হলেন ভদ্রকালী।

কালীকে মৃত্যুর সঙ্গে জুড়ে দেখানো হয়েছে পুরাণগুলিতে। মাটির নিচে পাতালের দেবী বলা হয়েছে, নাম হয়েছে পাতালভৈরবী। তিনি কৃষ্ণবর্ণা, আঠারোটি হাত তার। ঠিক তেমনই, ভারত থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে আরেক কৃষ্ণবর্ণা দেবীর দেখা পাওয়া যায়, যার নাম কালমা। তাঁকে পাওয়া যায় উত্তর মহাসাগরের কোলঘেঁষা ফিনল্যান্ডে। ভীভৎস তাঁর রূপ। গায়ের রক্ষ কালো। হাতে বিরাট একটা বল্লম। তিনি স্বয়ং মৃত্যুরূপী দেবী। সেই শ্রীমতী ভয়ঙ্করীর বসবাস বনে জঙ্গলে, ঘোরেন ফেরেন শ্মশানে-মশানে। কবরখানায়। তার সারা শরীরে হাড় ও করোটির মালা ঝুলছে। গায়ে শবের দুর্গন্ধ। তাঁর কালমা নামটা এসেছে ফিনিস শব্দ 'কালেভালা' অনুযায়ী, সুরমা নামের অর্থও মহামৃত্যু। মহামরণ।

কেবল ফিনল্যান্ডেই নয়, মৃত্যুরূপী দেবীর উপস্থিতি আছে আরও বহু দেশে, বিশেষত প্রাচীন সভ্যতার দেশগুলিতে। আছে গ্রিসে, আজটেকে, পারস্যেও।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

ভারতের লৌহ পুরুষের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে রাষ্ট্রীয় একতা দিবস পালন

মালিগাঁও, ৩০ অক্টোবর, ২০২৪: ভারতের লৌহ পুরুষ হিসেবে পরিচিত সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে আজ সমগ্র উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে রাষ্ট্রীয় একতা দিবস (জাতীয় ঐক্য দিবস) পালন করা হয়।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী চেতন কুমার শ্রীবাস্তব এন. এফ. রেলওয়ের মুখ্য কার্য্যালয় চত্বরের ড. ভুপেন হাজরিকা সভা গৃহে এবং উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (কনস্ট্রাকশন)-এর জেনারেল ম্যানেজার শ্রী অরুণ কুমার চৌধারী মালিগাঁওস্থিত জিএম (কন) কার্য্যালয়ে একতা ও সত্যনিষ্ঠার শপথ বাক্য পাঠ অনুষ্ঠানের নেতৃত্ব দেন। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পাঁচটি ডিভিশনে উল্লেখযোগ্যভাবে এই দিবসটি পালন করা হয়।

সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের প্রতিচ্ছবির সামনে প্রদীপ জ্বালিয়ে পুষ্পার্ঘ প্রদান করার পর উপস্থিত প্রত্যেককে জেনারেল ম্যানেজার শপথ বাক্য পাঠ করান।

সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের প্রতিচ্ছবির সামনে প্রদীপ জ্বালিয়ে পুষ্পার্ঘ প্রদান করার পর উপস্থিত

প্রত্যেককে জেনারেল ম্যানেজার শপথ বাক্য পাঠ করান। মালিগাঁওস্থিত এনএফআরএসএ স্টেডিয়াম থেকে 'একতার জন্য দৌড়'-এর সূচনাও করেন জেনারেল ম্যানেজার।

এই 'রান ফর ইউনিটি' অনুষ্ঠানে রেলওয়ে কর্মী, আধিকারিক ও তাঁদের পরিবার, ক্রীড়াবিদ, আরপিএফ ও স্কাউটস অ্যান্ড গাইডসের স্বেচ্ছাসেবকরা উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে অংশগ্রহণ করেন, যার ফলে এই অনুষ্ঠান উদযাপনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বৃহৎভাবে সফল হয়।

ভারী বৃষ্টিতে জল জমল চেন্নাইয়ের রাস্তায়, ভোগান্তি চরমে

চেন্নাই, ৩০ অক্টোবর (হি.স.) : আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস ছিলই, সেই পূর্বাভাস মতো বুধবার ভারী বৃষ্টিতে ভিজল তামিলনাড়ুর রাজধানী চেন্নাই। স্বল্প সময়ের মধ্যেই এতটাই ভারী বৃষ্টি হয়েছে যে চেন্নাইয়ের বহু রাস্তায় জল জমে গিয়েছে।

রাস্তায় জল জমে যাওয়ায় ধীর গতিতে চলাচল করেছে যানবাহন। চেন্নাই শহরের গুইন্ডি এলাকায় হাঁটু পর্যন্ত জল জমে গিয়েছে। ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) জানিয়েছে, এই মাসের শেষে তামিলনাড়ু, পুদুচেরি, কারাইকাল, কেরল, মাহে, লাক্ষাদ্বীপ এবং উপকূলীয় এবং দক্ষিণ অভ্যন্তরীণ কর্ণাটকের কিছু অংশে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, ১ নভেম্বর কেরল ও মাহে, তামিলনাড়ু, উপকূলীয় কর্ণাটক ও দক্ষিণ অভ্যন্তরীণ কর্ণাটকে বৃষ্টি প্রত্যাশিত। চলতি সপ্তাহে দেশের বাকি অংশে আবহাওয়ার কোনও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: e-PT-12/ EE/RD/TLM-DIV/2024-25, dt.28.10.2024.

The Executive Engineer, R.D. Teliamura Division, Khowai Tripura invites online percentage rate e-tender in two bid System in Tripura PWD Form No. 7 from the eligible bidders up to 3.00 P.M on 08/11/2024 for 03 (three) Nos. Internal Electrical works. For details visit website- https:// tripuratenders.gov.in and contact 03825-262095/ 8731074766. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

ICA/C/2207/24

Sd/Illegible Executive Engineer R.D. Teliamura Division Teliamura, Khowai Tripura

PNIT No: e-PT-28/W/EE/ RDAD/2024-25 Dt. 29/10/ 2024

The Executive Engineer, R D Agartala Division, R D Department, Agartala, West Tripura invites percentage rate e-tender (two bid) in Tripura PWD Form No.7 from eligible bidders up to 3.00 P.M. of 11/11/2024 for 1 (one) no work, Construction of Type-II Quarter (4 Unit) at Sadar, Agartala under RD Agartala Division worth Rs.1.35 Crore. For details, visit website https:// tripuratenders.gov.in and contact at 0381 2325988. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

ICA/C/2212/24

Executive Engineer RD Agartala Division Gurkhabasti, Agartala

PNIET No: 63/EE/CCD/PWD/2024-25, Dated, 25-10-2024

The Executive Engineer, Capital Complex Division, PWD(Buildings), Agartala, West Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e- tender in single bid system from the eligible Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors/Firms/ Private Ltd. Firm /Agencies of Appropriate Class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/ Railway/Gov't Organization of other State & Central for the following work, Routine maintenance of High Court Building at Capital Complex under Capital Complex Sub-division-I, PWD for the year 2024-2025 / Gr-II. For Details visit website https://tripuratenders.gov.in. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

DNIET No:54/DNIT/EE/CCD/PWD/2024-25

Estimated Cost: 9,70,328.00 Earnest Money: 19,407.00 and Time for completion: 180 (one hundred eighty) days

Last date & time for online Bidding: 15-11-2024 upto 3:00 PM

ICA//2215/24

(B. Das)
Executive Engineer
Capital Complex Division, PWD(Buildings)
Agartala, West Tripura.

MEMORANDUM

Name of the work: Urgent flood damage repair of road Ambassa Gandacharra road to Office of the CDPO, Ambassa (L=0.36Km) /SH:- Grouting, Re-Carpeting, seal coat,road side drain and providing CC block appron etc from chainage 0.00Km to 0.36 Km.

PNIET No:- 10/EE/PWD(R&B)AMB/2024-25 dated, 06-09-2024

DNIET No:- 38/DNIT/SE-V/AMB/2024-25

e-Tender Id:-2024_CEPWD_52511_1

Whereas, a tender was invited for the above mentioned work wherein Sri Siddhartha Dey S/O Sri Manik Ch. Dey Vill:- Mohanpur, Kailashahar, Unakoti Tripura, Ward No:- 06, PO:- Kailashahar, Pin:- 799277 is bonafide contractor of Class IV (A), PWD(R&B), Tripura, [Enlistment No:- PWD/TRIP/C-IV(A)/00206] has participated in tender process. Sri Siddhartha Dey has submitted all required documents along with EMD. Accordingly his tender was declared responsive and accepted.

AND

Whereas, Sri Siddhartha Dey has withdrawn his tender vide his letter no. Nil, Dated, 17/09/2024 within the bid validity period during Scrutiny of this tender.

Now, therefore, as per clause 14.10, sub-clause 14.10.1 page no 21 of the SITB of the bid document, the full (100%) amount of the earnest money so deposited online by Sri Siddhartha Dey in response of this tender is forfeited by TIA to the Government account without any notice to the bidder. Also, the bidder is suspended from taking part/ submission of bid, in any bidding process of the Department for 180(one hundred eighty) days starting from the date of withdrawn i.e 17/09/2024 of bid by the bidder Sri Siddhartha Dey upto 16/03/2025 and the same information shall be recorded in his enlistment up gradation or revalidation process document.

ICA/C/2195/24

(Er. Bhrigu Debbarma) Executive Engineer
Ambassa Division, PWD (R & B)
Ambassa, Dhalai Tripura

দীপাবলি উপলক্ষ্যে দু''দিনের ছুটি উত্তরাখণ্ডে

দেহরাদুন, ৩০ অক্টোবর (হি.স.): উত্তরাখণ্ডে দীপাবলি উৎসবে দুদিন ছুটি পাবেন সরকারি কর্মীরা। বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার দুদিন ছুটির বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে উত্তরাখণ্ড সরকার।

জানা গেছে, উত্তরাখণ্ডে প্রথমে শুক্রবার দীপাবলির ছুটি ঘোষণা করা হয়েছিল। তারপর সেটি বৃহস্পতিবার করা হয়। তারপরে উত্তরাখণ্ড সরকার বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার দু''দিনের দিওয়ালির ছুটি ঘোষণা করে। উত্তরাখণ্ড সরকারের সচিব দীপেন্দ্র কুমার চৌধুরী এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছেন যে, বৃহস্পতিবার (৩১ অক্টোবর) ও শুক্রবার (১ নভেম্বর) উত্তরাখণ্ডে দীপাবলি উৎসবের জন্য সরকারি ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। ফলে এই দুদিন সব সরকারি দফতর ছাড়াও ব্যাংক ও কোষাগারও বন্ধ থাকবে।

বিচারের দাবিতে মশাল হাতে সিজিও অভিযানের আহ্বান জুনিয়র ডাক্তারদের

কলকাতা,৩০ অক্টোবর (হি.স.): বিচারের দাবিতে বুধবার ফের মশাল হাতে সিজিও অভিযানের আহ্বান জানিয়েছে রাজ্যের জুনিয়র ডাক্তাররা।''অভয়া মঞ্চ'' তৈরির পর আবারও রাজপথে নেমে সিজিও কমপ্লেক্স অভিযান কর্মসূচিতে অংশ নেবেন রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিল।৯ আগস্টের পর পেরিয়েছে ৮০ দিন।আর জি কর -এর তরুণী চিকিৎসক ধর্ষণ-খুনের ঘটনায় গ্রেফতার এবং জিজ্ঞাসাবাদ চললেও শাস্তি পায়নি কেউই। বিচারের দাবি নিয়ে এর আগেও সিজিও কমপ্লেক্স অভিযান করেছিলেন জুনিয়ার চিকিৎসকরা। জুনিয়রদের আন্দোলনে পশে থেকেছে সিনিয়ার ডাক্তাররা। বুধবার আবারও তদন্তের স্বচ্ছতা এবং দ্রুত তদন্তের দাবিতে সিজিও অভিযানের আহ্বান জানিয়েছে রাজ্যের জুনিয়র ডাক্তাররা।

শহীদ মিনারে সবুজ বাজিতেই গুরুত্ব আরোপ, মন্দা বাজারে হতাশ ব্যবসায়ীরাই

কলকাতা, ৩০ অক্টোবর (হি. স.) আতসবাজির বাজারে শুধুই সবুজ বাজি বিকোচ্ছে। ব্যবসায়ীরা বলছেন, বিকিকিনি মন্দ, ফলে মাথায় হাত! ৭দিনের মেলা চারদিনে গিয়ে ঠেকেছে। ফলে, কালীপুজো ও দীপাবলি উপলক্ষে বাজার মন্দা। ঘূর্ণিঝড়ের দানা-র পর শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে সপ্তাহব্যাপী বাজিবাজার চালু করতে তিনদিন পার হল। প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের তরফে অনুমতিপত্র দেরিতে আসার ফলে এই বিপত্তি তা অকপটেই জানিয়েছেন মেলার সংগঠকরা। মোট ৩৬টি স্টল রয়েছে।

আগামী ৬ জানুয়ারি প্রকাশ হবে সংশোধিত ও নতুন খসড়া ভোটার তালিকা , কমিশন

কলকাতা, ৩০ অক্টোবর (হি. স.) : সংশোধিত ও নতুন সচিত্র ভোটার তালিকার খসড়া ৬ জানুয়ারি ২০২৫ সরকারিভাবে ঘোষণা করা হবে। এই সিদ্ধান্তের কথা জাতীয় নির্বাচন কমিশনের তরফে সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে জরুরি ভিত্তিতে বার্তা পৌঁছে দিয়ে সবিস্তারে জানানো হয়েছে। দেশের সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে , একমাত্র ব্যতিক্রম হরিয়ানা, ঝাড়খন্ড, মহারাষ্ট্র ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল জম্মু ও কাশ্মীর এই নির্দেশের বাইরে রয়েছে। নির্বাচন সদন থেকে প্রধান সচিব অজয় কুমার স্বাক্ষরিত ১৭ পাতার নির্দেশনামাটি ইতিমধ্যেই পৌঁছেছে সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে। সেইসঙ্গে সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসারের কাছে। এর পর তা রূপায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ যেন বিলম্ব না ঘটে। নির্বাচন কমিশনের তরফেও আগাম জানানো হয়েছে, চলতি মাসের ২৫ অক্টোবরের আগে এই কাজ সম্পূর্ণ করতে নির্দেশ। উল্লেখ্য, জাতীয় ভোটার দিবস ২০২৫ এর ২৫ জানুয়ারি। ওইদিন বিশেষ করে নতুন ভোটারদের ১৮-১৯ বছর বয়সীদের হাতে নথিভুক্তির পর সচিত্র ভোটার পরিচয় পত্র তুলে দেওয়া হয়ে থাকে বিশেষ দিনটি স্মরণ করে। প্রসঙ্গত এই মুহূর্তে নতুন ও খসড়া ভোটার তালিকা তৈরির কাজ চলছে দ্রুতগতিতে। মনে রাখা দরকার, ২৯ অক্টোবর শুরু হয়েছে এই কর্মকান্ড। আগামী ২৮ নভেম্বর তা শেষ হবে। এই সময় সীমার মধ্যেই নাম নথিভুক্তি বা আপডেটের কাজ চলাকালীন তথ্য বিয়োজনের কাজ ও চলবে। এদিকে, যে কোনও রকম দাবি পূরণ ও অভিযোগ লিপিবদ্ধ করার মেয়াদ ২৪ ডিসেম্বর শেষ হচ্ছে। চূড়ান্ত খসড়া নতুন ভোটার তালিকা আগামী ৬ জানুয়ারি প্রকাশিত হবে।

ঝাড়খণ্ডে এখন রুটি ও মাটি কষ্টে রয়েছে : শিবরাজ চৌহান

রাঁচি, ৩০ অক্টোবর (হি.স.) : ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা ও কংগ্রেসের তীব্র সমালোচনা করলেন কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। তিনি বলেছেন, জেএমএম ও কংগ্রেস সরকার থাকলে ঝাড়খণ্ডের জনসাধারণ সমৃদ্ধ হতে পারবেন না। তাঁর কথায়, ঝাড়খণ্ডে এখন রুটি ও মাটি কষ্টে রয়েছে।বিজেপি নেতা তথা কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান বুধবার বলেছেন, 'ঝাড়খণ্ডে এখন সম্পূর্ণ অন্ধকারে - কুশাসন, দুর্নীতি, উন্নয়ন থমকে গেছে, আইন-শৃঙ্খলার উপর অন্ধকার নেমে এসেছে। ৭৪০০-র বেশি ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে, ৮ হাজারের বেশি খুন, অপহরণ, লুটপাটএসবই অন্ধকার ছড়াচ্ছে।

বারাসতের তেল কারখানায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, আহত একাধিক

কলকাতা, ৩০ অক্টোবর (হি. স.) : উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বারাসাতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। দগ্ধ হয়েছেন একাধিক।দমকল দফতরের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, বারাসতের বাদুবাজারের কাঞ্চনতলা এলাকায় অবস্থিত একটি তেল কারখানায় বুধবার আচমকাই আগুন লাগে। এই দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন বহু মানুষ।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আহতদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের বারাসত হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। আগুন লাগার কারণ এখনও জানা যায়নি। আগুন লাগার খবর পেয়ে দমকলের একাধিক গাড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছে। দমকল সার্ভিসের সঙ্গে স্থানীয় লোকজনও আগুন নেভানোর চেষ্টা করছেন। অগ্নিকাণ্ডে কতজন আহত হয়েছে এবং কী পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তা এখনও স্পষ্ট নয়।

আগামীকাল কালীপুজো, শেষ মুহূর্তের ব্যস্ততা এখন তুঙ্গে

কলকাতা, ৩০ অক্টোবর (হি.স.) : আগামীকাল কালীপুজো, মণ্ডপ সজ্জার শেষ মুহূর্তের ব্যস্ততা এখন তুঙ্গে। শহর তথা জেলার অধিকাংশ পুজো মণ্ডপে বুধবার পৌঁছেছে কালীমায়ের মূর্তি। যত্ন সহকারে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে মা-কে। কোথাও কোথাও তৈরি হয়েছে থিমের মণ্ডপও। কালী পুজো মানেই আলোর রোশনাই। ইতিমধ্যেই শহর কলকাতা সেজে উঠেছে আলোক সজ্জায়। সবুজ আতসবাজির পসরা নিয়ে বসেছেন বিক্রেতারা। দেদার বিক্রি হচ্ছে ছোট থেকে বড় নানা ধরনের প্রদীপ। কলকাতা ও জেলায় বাড়িও সাজিয়ে তোলা হয়েছে রঙিন টুনি দিয়ে।

NOTIFICATION FOR ENGAGEMENT OF MEDICAL OFFICER

An interview for engagement to the following posts purely on contractual basis for 11(Eleven) months with 1(One) day break at Addiction Treatment Facilities (ATF), Modern Psychiatric Hospital, Narsingarh under NDDTC, AIIMS, New Delhi will be held on the 18-11-2024, 10 am at Modern Psychiatric Hospital, Narsingarh along with all original documents. No TA/ DA admissible for this purpose. In connection to this, interested candidates fulfilling the required qualification may submit their duly filled application in prescribed format with 2(two) passport size-coloured photographs and self-attested copies of all testimonials and certificates at The Office of Modern Psychiatric Hospital, Narsingarh from 11-11-2024 to 13-11-2024 between 10 am to 5 pm. Beyond this time period no application will be entertained.

Sl. No.	Name of post	No. of Posts	Monthly Salary	Minimum Qualification	Age
1	Doctor (Medical Officer)	1 (UR)	Rs. 60,000/-	MBBS from a recognized institution along with Medical Council Registration (Preferable: MD or equivalent qualification in Psychiatry)	40 (Forty) years as on 30th September 2024, upper age limit is relaxable by 5(five) years in case of SC/ST/PH candidates.
2	Doctor (Medical Officer)	1 (ST)	Rs. 60,000/-	MBBS From a recognized institution along with Medical Council Registration (Preferable: MD or equivalent qualification in Psychiatry)	

Further details will be available in www.agmc.nic.in, tripuranrhm.gov.in, and www.health.tripura.gov.in

Instruction :

1. Self-attested copy of the following documents needs to be submitted: (a) Copies of qualification along with mark sheets (from MBBS onwards till highest degree) (b) Valid Registration Certificate from Tripura State Medical Council (c) Caste Certificate (for reserved categories) (d) Permanent Resident Certificate of Tripura (PRTC) (e) Age proof (Madhyamik Admit Card/ 10th Standard Board Admit Card) (f) Photo ID with address (Aadhar Card/Driving license/Voter ID) (g) No objection certificate, if applicable.
2. Any candidate against whom a criminal case is pending in any court or has been convicted by any court,
such candidate is barred from applying in the above posts.
3. The candidates will be selected based on their merit on the basis with 90% weightage on academic performance and rest 10% for interview/viva-voce/performance before the Interview Board by the candidate.
4. The Director of Health Services, Govt. of Tripura shall have the right to suspend/cancel any application/entire recruitment process or a part thereof without showing any reason.

ICA/D/1171/24

Sanjib Kumar Debbarma
I/c Director of Health Services Govt. of Tripura, Agartala

PNIT NO.: 51/EE/MNP/PWD(R&B)/2024-25 Date 28/10/2024

The Executive Engineer, Mohanpur Division, PWD(R&B), Mohanpur, West Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender for the following work:

Sl. No.	PNIeT No & DNIeT No	Last Date and time for document downloading and Bidding	Time and date of Opening of Bid/Technical Bid
1.	PNIT No. 51/EE/MNP/PWD(R&B)/2024-25	Upto 3.00 pm On 11/11/2024	At 4.00 pm on 11/11/2024 (If possible)
	&		
i)	DNIT No. 84/DNIT/EE/MNP/PWD(R&B)/2024-25		

Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in

ICA/C/2210/24

(For & on behalf of the Governor of Tripura)
(Er. Nihar Rn. Debbarma)
Executive Engineer
Mohanpur Division, PWD (R&B),
Mohanpu, west Tripura.

No.F.3(42)-AGMC&GBPH/ Med/S&P/2024-25/Sub-1/ 2 3353-54 1/23353-54

Short Notice Inviting Quotation (SNIQ)

Dated, Agartala. 29/10/2024

An SNIQ has been invited by the Medical Superintendent & HOD, AGMC & GBP Hospital, Agartala, from reputed manufacturing firms/ authorized distributors/ suppliers/dealers/retailers for procurement of certain ophthalmic drugs & surgical sutures used by AGMC & GBP Hospital, Agartala.

The last date of submission of quotations is up to 05.00 pm on ....../2024. The specifics of the SNIQ may be seen at the AGMC website www.agmc.gov.in and can also be collected in person from the office of the Medical Superintendent & HOD, AGMC & GBP Hospital, Agartala (S&P Section) on any working days from 2.9../.1.0../2024 to .1.0../..1../ 2024 between 11.00 am and 4.00 pm.

ICA/C/2202/24

Medical Superintendent & HOD
AGMC & GBP Hospital, Agartala

TRIPURA PUBLIC SERVICE COMMISSION
AGARTALA Advt. No. 10/2024

Online applications are invited from bonafide citizens of India for selection of candidates for recruitment to 02(two) (UR-01 & ST-01) Nos. of posts of Assistant Programmer, Group-C Non- Gazetted under Election Department, Govt. of Tripura.

For detailed Advertisement please visit- https://tpsc.tripura.gov.in.

((S.Mog,IAS) Secretary,
Tripura Public Service Commission.

AGARATAL MUNICIPAL CORPORATION
AGARTALA: TRIPURA
Notice inviting e- tender.

PNIe-T- No: 10/EE/DIV-I/AMC/2024-25 Dated:- 25/10/2024

The Executive Engineer, PW DIV-I, AMC on behalf of the Hon'ble Mayor, AMC invites online percentage rate bids, on open bidding format for the following works:-

Sl No.	DNIET No	Estimate Cost	Earnest Money	Time of Completion
1	D.N.I.E.T No. 21/EE/DIV-I/AMC/ 2024-25	Rs. 16,65,828/-	Rs. 33,317/-	40 (Forty) days
2	D.N.I.E.T No. 22/EE/DIV-I/AMC/ 2024-25	Rs. 14,21,755/-	Rs. 28,435/-	40 (Forty) days
3	D.N.I.E.T No. 23/EE/DIV-I/AMC/ 2024-25	Rs. 9,39,294/-	Rs. 18,786/-	40 (Forty) days

1. Last date and time for document downloading / bidding: 07-11-2024 at 14.00 Hrs / 15.00 Hrs
2. Time and date of opening of bid: 07-11-2024 at 16.00 Hrs (if possible)
3. Bid forms and other details can be obtained from website https://tripuratenders.gov.in

(Er. Sujay Chaudhury)
Executive Engineer,
PW Division- I,
Agartala Municipal Corporation.

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION
OFFICE OF THE MUNICIPAL COMMISSIONER,
CITY CENTRE COMPLEX, AGARTALA, PHONE: 0381-2325646, 2325507
E-mail: amc-tripura@nic.in, amc.tripura@gmail.com

F. No. 229/TOUJI/CZ/AMC/2024 /5931-34 Date: 28/10/2024

Press Notice Inviting Quotation

AMC invites e-Auction from reputed and experienced Company/Firm/Agency/Contractor for following:

Sl No	Name of the Auction	e-Auction publish date	e-Auction start date	e-Auction end date	Document submission start date	Document submission end date	Approval Start Date	Approval End Date	Lease bidding start Value	Auction Fees	Incremental Value	EMD	Details are available
1.	"15 Years Lease of Food Court area near Ujjayanta palace garden"	31-10-2024 At 17.00 Hrs	19-11-2024 At 11.00 Hrs	20-11-2024 At 17.00 Hrs	04-11-2024 At 19.00 Hrs	08-11-2024 At 17.00 Hrs	11-11-2024 At 11.00 Hrs	18-11-2024 At 11.00 Hrs	Rs. 1,00,000.00	Nil	Rs. 10,000.00	Rs. 05 Lakh	https://eauction.gov.in/ www.agartalacity.tripura.gov.in

Auction will be held online only through https://eauction.gov.in/

(Dr. Shailesh Kr. Yadav, IAS)
Municipal Commissioner
Agartala Municipal Corporation

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

দীপাবলির মরসুমে তারকাদের মনে কিসের পাল্লা ভারী?

প্রতি বছর ঠিক কালীপুজোর আগেই দেখা মেলে তাদের। ঝাঁকা ভরে ওলটপালট করে রাখা থাকে বাজারে, মুদিখানা-মণিহারি দোকানে, দশকর্মা ভান্ডারে। লালচে রং, গায়ে সামান্য নকশা বা নকশাহীন। হাতে নিলেই পোড়ামাটির রং লেগে যায় হাতে। বাজার-দোকান করতে দিয়ে অর্ডার হয় তারও "চোদ্দোখানা ভাল দেখে দিয়ে দাও তো!

ভাঙা যেন না থাকে!" ইদানীং অবশ্য ১৪ মিনিটে বাড়িতে জরুরি জিনিস পৌঁছে দেওয়ার অনলাইন পরিষেবাতেও পাওয়া যাচ্ছে। মাটির প্রদীপ! এককালে এই মাটির প্রদীপই ছিল আলোর উৎসবের একমাত্র সঙ্গী। দীপান্বিতার পুজোর আগে মাটির প্রদীপের জন্য বিশেষ ভাবে অর্ডার দিয়ে আনানো হত তিলের তেল আর আঁশ তুলোর সলতে। কালীপুজোয় বা ভূত চতুর্দশীর সন্ধ্যায় সেই তেল আর সলতে দিয়ে প্রদীপ সাজানোর দায়িত্ব পড়ত বাড়ির ছোটদের কাঁধে। ধীরে ধীরে প্রদীপ গিয়ে এসেছে বাতি। বাতির আলো মলিন হয়েছে ঝলমলে ছোট ছোট চিনে ল্যাম্পে। কিন্তু পাড়ার বাজার, মুদিখানা-মণিহারি দোকানে প্রদীপের ঝাঁকা মিলিয়ে যায়নি। বরং অনলাইন বাজার দোকানও অনুভব করেছে মাটির প্রদীপ ছাড়া দীপাবলি অসম্ভব। কিন্তু এ কালের প্রজন্ম কী ভাবছে? তারা কি দীপাবলির উদ্যাপনের জন্য প্রদীপই পছন্দ করেন? না কি বাতি? না সহজে সাজানোর বাহারি আলোই এ যুগের শৌখিনীদর পছন্দ? প্রশ্ন নিয়ে আনন্দবাজার অনলাইন দ্বারস্থ হয়েছিল টলিউডের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের। জবাবে উঠে এল নানা রকম ভাবনা।

আঁধারে প্রদীপ সোহিনীর

এ বছর দীপাবলি উদ্যাপনের মন নেই সোহিনী সরকারের। আনন্দবাজার অনলাইনকে তিনি বললেন, """আমি এ বারে দীপাবলি উদ্যাপন করছি না। আলো দিয়ে বাড়ি সাজানোর কথাও ভাবিনি। যেটুকু করব, সেটা রীতি মানার জন্য। তবে সেটা যখন করব, তখন জ্বালব প্রদীপই।" আরজি কর আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয় ভাবে জড়িয়েছিলেন সোহিনী। সেই আন্দোলনের রেশ এখনও কাটেনি। তাই উৎসবে মন দিতে পারছেন না অভিনেত্রী। বললেন, "অনেকেই পারছেন না। আমাদের সোসাইটিতে যেখানে পুজো হয়, ওরা প্রতি বার মহালয়া থেকে আলো দিয়ে সাজায়। এ বার সাজায়নি। কালীপুজোতেও সাজাবে না বলেছে। তবে কালীপুজোয় একেবারে কি বাড়িতে আলো জ্বলবে না? জ্বলবে। রীতি মেনে যেটুকু করা প্রয়োজন, সেটুকুই হবে। হয়তো মাটির প্রদীপই জ্বালা হবে।"

দীপ দর্শনেই দীপাবলি দর্শনার

অভিনেত্রী দর্শনা বণিক দিল্লিতে শুটিংয়ে ব্যস্ত। তবে দীপাবলির জন্য সেখান থেকেই মাটির প্রদীপ কেনার কথা মনে করিয়ে দেবেন বাড়িতে। অভিনেত্রী বলছেন, "আমার সব সময়ে প্রদীপই প্রিয়। মনে আছে, ছোটবেলায় বাবার সঙ্গে কুমোরটুলি গিয়ে সুন্দর দেখতে মাটির প্রদীপ কিনে নিয়ে এসেছিলাম। সেই প্রদীপগুলিই প্রতি বছর কালীপুজোর সময়ে বার করতাম। ব্যবহার হয়ে গেলে পরিষ্কার করে তুলে রাখতাম। আবার তেল আর সলতে দিয়ে সাজাতাম। নষ্ট করতে ইচ্ছে করত না। সেই প্রদীপগুলো এখন নেই। তবে আমার চেতলার বাড়িতে এবং শ্বশুরবাড়িতে মাটির প্রদীপ কেনা হয়। আমার দীপাবলি মানে প্রদীপ থাকবেই। এ বার শুটিংয়ের জন্য দিল্লিতে আছি, তাই এখনও কেনা হয়নি। তবে ভাবছি এখান থেকেই ওদের মনে করিয়ে দেব। কালীপুজোর সময়ে ছুটিই থাকে, বাড়িতে নিজে হাতে প্রদীপ জ্বালাব।"

দিতিপ্রিয়ার বাতিপ্রেম

কালীপুজো বললে বাঙালি টিভি দর্শকদের এক বার অন্তত "রানি রাসমণি" অর্থাৎ, দিতিপ্রিয়া রায়কে মনে পড়বে। দিতিপ্রিয়া টলিউডের নতুন যুগের অভিনেত্রী। তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, প্রদীপ, বাতি না মিনিয়েচার বাল্ব, দীপাবলির সাজের জন্য কোনটা পছন্দ? দিতিপ্রিয়া জানালেন, যে কোনও ধরনের উষ্ণ রঙের আলোই তাঁর পছন্দ। তবে দীপাবলি বললে প্রথম প্রদীপের কথাই মনে আসে। দিতিপ্রিয়া বলছেন,"ছোটবেলায় নিজের হাতে মাটি দিয়ে প্রদীপ বানাতাম। সেই প্রদীপই জ্বালানো হত বাড়িতে। তখন সময়টাই ছিল অন্য রকম। বাবার আদি বাড়িতে পরিবারের সবার সঙ্গে থাকতাম। বাড়ির সামনে অনেকটা জায়গা ছিল। সেখান থেকে মাটি নিয়ে প্রদীপ বানাতাম। এখন ফ্ল্যাটে থাকি। প্রদীপ আর বানানো হয় না। তবে ১৪ প্রদীপ জ্বালানোর জন্য মাটির প্রদীপ কিনে নিই।" তবে দিতিপ্রিয়ার পছন্দ সুগন্ধি বাতি। অভিনেত্রী বলছেন, "বাতি ভালবাসি বলে কিছু দিন আগে জন্মদিনেও অনেক বাতি উপহার পেয়েছি। কালীপুজোতে সাজাতে হলে হয়তো বাতি দিয়েই সাজাবে।"

বাবার সঙ্গে বাতিই জ্বালান ঋতব্রত

যে কোনও আলোই ভাল লাগে অভিনেতা ঋতব্রত মুখোপাধ্যায়ের। তবে পুজোর সময় বাড়ি সাজানো হয় টুনি বাল্ব দিয়ে। এ বছর যদিও হয়নি। ঋতব্রত বললেন, চিকিৎসকেরা অনশন করছিলেন তাই বাড়িতে আলো জ্বালাননি। ওঁরা অনশন তুলে নেওয়ার পরে বাড়ি আলো দিয়ে সাজিয়েছেন। তবে ঋতব্রতের কালীপুজো মানে বাবার সঙ্গে বাতি জ্বালানো। ঋত বললেন, "ছোট থেকেই কালীপুজোর দিন বাবার সঙ্গে বাতি দিয়ে বাড়ি সাজাতাম। এখনও সেটা করি। মাটির প্রদীপ সে ভাবে জ্বালানো হয় না।"

মানালির প্রদীপ পরশমণি

অভিনেত্রী মানালি দে জানাচ্ছেন, তাঁর বাড়ি কালীপুজোর সময় সাজানো হয় ছোট ছোট টুনি ল্যাম্প দিয়েই। মানালি বলছেন, "ছোটবেলা থেকেই দেখে আসছি, মিনিয়েচার আলো দিয়ে বাড়ি সাজান বাবা। সেই নিয়মই এখনও চালু আছে। বিয়ের পরে দেখেছি শ্বশুরবাড়িতেও মিনিয়েচার আলো দিয়েই বাড়ি সাজানো হয়। তবে প্রদীপ ভাল লাগে না তা নয়। বরং আমি মনে করি প্রদীপ বা বাতির যে আগুনের শিখা, তা অনেক বেশি শক্তিশালী। তাই আমরা যখন প্রার্থনা করি, তখন প্রদীপ জ্বালি বা বাতি জ্বালি।" মানালির কাছে প্রদীপ শুধু ঘর সাজানোর জিনিস নয়। আরও অনেক বেশি কিছু। তবে যে হেতু আগুন, তাই নিরাপত্তার ব্যাপারটাও মাথায় রাখতে হয়। ঘর সাজানোর জন্য তাই তাঁর মিনিয়েচার আলোই পছন্দ।

সীমান্তে দীপই জ্বালবেন মৌবনী

তিনি জাদুকর পি সি সরকার জুনিয়রের কন্যা। দীপাবলির আলোতেও তাই থাকবে "ম্যাজিকের" ছোঁয়া। তেল নয়, জল দিয়ে দ্বীপ জ্বালবেন মৌবনী সরকার। আনন্দবাজার অনলাইনকে বললেন, "মাটির প্রদীপ ভাল লাগে। তবে এখন যে জলপ্রদীপগুলি পাওয়া যায়, সেগুলিও খুব ভাল লাগে।" জলপ্রদীপ হল ছোট ছোট ব্যাটারির প্রদীপ। তাতে জল ঢাললেই দীপ্যমান হয় ব্যাটারি চালিত প্রদীপের "শিখা"। মৌবনী বলছেন, "আমরা সকলেই কালী ঠাকুরের ভক্ত। দীপাবলিতে বাড়িতে আলো দিয়ে সাজানোও হয়। আর এ বছর কালীপুজোর তাৎপর্য আরও বেশি, কারণ আমরা অশুভের বিরুদ্ধে শুভের জয়ের কথা বলছি। যাতে আমরা অন্ধকার কাটিয়ে আলোয় ফিরতে পারি। এ বছর আমি দীপাবলিতে থাকব সীমান্তে। বিএসএফ সৈন্যদের সঙ্গে প্রদীপ জ্বালব। পরে কালীপুজোয় বাড়িয়ে মাটির প্রদীপ আর জল প্রদীপ দিয়ে সাজাব।"

সামনেই শীতকাল, এই সময় বারান্দার বাগানে কোন ফুল গাছ লাগাতে পারেন?

শহরজুড়ে এখন শীতের মরসুম। উত্তুরে হাওয়ায় ভেসে যাওয়ার আগে বাড়ির বারান্দা রঙিন হওয়া চাই। বারান্দায় অনেকেই ফুলের বাগান তৈরি করেছেন। তবে শীতে সে বাগান রঙিন ফুলে ভরে উঠুক, সেটাই চাইছেন মনে মনে। তবে কোন ফুলগাছের চারা লাগাবেন বুঝতে পারছেন না? রইল কয়েকটির হদিস।

পিটুনিয়া- শীতের দেশের ফুল হলেও পিটুনিয়া এখন উপযুক্ত তদারকিতে এ দেশের আবহাওয়াতেও ফুটিয়ে তোলা সম্ভব। নানা রঙের এক ঝাঁক পেটুনিয়া শুধু যে আপনার বারান্দা বা ছাদের ধারকে আকর্ষণীয় করে তুলবে, তাই নয়, মন ভাল রাখতেও এই ফুলের জুড়ি মেলা ভার।

অর্কিড- অর্কিড এখন কলকাতার ফুলপ্রেমী মানুষের কাছে বিশেষ আকর্ষণের। এবং শীতকালে রংবেরঙের অর্কিড আপনার বাগানকে উজ্জ্বল করে রাখতে পারে। শুধু দরকার অল্প একটু দেখাশোনার। শীতের মাসগুলিতে বেশির ভাগ অর্কিডই তাদের বৃদ্ধিকে শ্লথ করে দেয়, এমনকি সুপ্ত অবস্থায়ও চলে যায়। তাই প্রতি সপ্তাহে জল দেওয়ার পরিবর্তে শীতকালে প্রতি ১০ দিন অন্তর অর্কিডগুলিকে জল দেওয়াই ভাল।

গাঁদাফুল- এই গাঁদাফুল বাগানে রাখা কিন্তু মোটেই সহজ নয়। তবে কলকাতা শহরে যাঁরা ফুলের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ সময় কাটান এবং ফুলগাছের যত্ন করতে পারেন, নিজের ছাদবাগানে বা বারান্দায় তাঁরা লাগিয়ে ফেলতেই পারেন হলুদ, কমলা, সাদা বিভিন্ন রঙের গাঁদা ফুল।

কত ক্ষণ অন্তর খেলে হজম ভাল হবে, শরীরে মেদ জমবে না

সুস্থ থাকতে সুষম খাবার খেতেই হবে। যদি ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে চান, তা হলেও ঘড়ির কাঁটা ধরেই খেতে হবে। কী খাচ্ছেন তা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনই কখন খাচ্ছেন তা-ও সমান গুরুত্বপূর্ণ। এই বিষয়ে পুষ্টিবিদ শম্পা চক্রবর্তী জানাচ্ছেন, প্রতি দুই থেকে তিন ঘণ্টা অন্তর খাওয়া উচিত। একবারে ভারী খাবার না খেয়ে বারে বারে অল্প অল্প করে খেলেই হজম ভাল হবে।

শরীরে মেদও জমবে না।

শম্পার পরামর্শ, সকালে প্রাতরাশ বাদ, তার পরে বেলায় চর্ব-চোষ্য খেয়ে ফেললে কোনও লাভই হবে না। অনেকেই ভাবেন যে, বার বার খেলে মেদ জমবে। এটি সম্পূর্ণই ভুল ধারণা। দিনে তিন বার ভারী খাবার খাওয়ার চেয়ে ছ'বার অল্প অল্প করে খেলে তবেই শরীর ঠিক থাকবে।

সকাল, দুপুর এবং রাত, এই তিনবেলার খাবার হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তবে মাঝের সময়েও একেবারে পেট খালি রাখলে চলবে না। বেশি ক্ষণ পেট খালি থাকলে গ্যাস-অম্বলের ভয় থাকে। পুষ্টিবিদ জানাচ্ছেন, প্রতিটি খাবারের মধ্যে অন্তত ২-৩ ঘণ্টার ফারাক থাকতে হবে। হালকা খাবার কয়েক ঘণ্টা অন্তর অন্তর খেতে হবে। যেমন, প্রাতরাশে দুধ-কর্নফ্লেক্স বা ওট খেলে "মিড মর্নিং"-এ মরসুমি ফল বা একমুঠো বাদাম খেতে হবে। আবার দুপুরের খাওয়ার পর সেই রাতে খেলে চলবে না। তার মাঝে বিকেলে হালকা টিফিন করতেই হবে। সেই সময়ে ছাতু, বাদাম, শুকনো ফল অথবা পোহা খেতে পারেন। ভাজাভুজি বা মুচমুচে স্ন্যাকস একেবারেই খাওয়া চলবে না। শরীরের বিপাক হারের উপর নির্ভর করে কত ক্ষণ অন্তর খাওয়া জরুরি। সকালে কখন উঠছেন, শারীরিক পরিশ্রম কতটা, শরীরচর্চার অভ্যাস রয়েছে কি না, এই বিষয়গুলি খাওয়াদাওয়া এবং তার সময়ের উপর নির্ভর করে। তবে সময় মেপে খাওয়া খুব জরুরি।

শরীর-স্বাস্থ্য ভাল রাখতে তামার বোতলে জল খান

স্বাস্থ্য সচেতন অনেক মানুষই তামার বোতলে জল খান। আয়ুর্বেদ মতে, সকালে খালি পেটে তামার পাত্রে রাখা জল খেলে হজমক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। তা বিপাকক্রিয়ার গতিও বাড়িয়ে তোলে। ভারতে তামার পাত্রে জল খাওয়ার চল বেশ প্রাচীন। তবে একটা সময়ের পর কাচ, প্লাস্টিকের বোতলের ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ায় তামার পাত্রের চল কমে আসে। তবে তামার পাত্রে জলের খাওয়ার নানা উপকারিতা থাকায়, আবার সেই ব্যবহার ফিরেছে। আধুনিক জীবনযাপনের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে ঘড়া বা কলসি নয়, তামার তৈরি রকমারি বোতল ব্যবহার হচ্ছে জল খাওয়ার জন্য। প্রতি দিন সেই বোতল শুধু ব্যবহার করলেই হয় না, তা পরিষ্কার করাও জরুরি। না হলে উপকারের বদলে, শরীরে বাসা বাঁধতে পারে রোগজীবাণু। তবে তরল সাবান নয়, তামার বোতল পরিষ্কারের চার সহজ কৌশল জেনে নিন। ১.নুন-লেবু অথবা ভিনিগার তামার সঙ্গে অক্সিজেনের বিক্রিয়ায় একটা কালচে কষ তৈরি হয়। সেই কষ ওঠাতে ও বোতলের ভিতরটা পরিষ্কার করে নিতে নুনের সঙ্গে পাতিলেবু মিশিয়ে পরিষ্কার করতে পারেন। বোতলের বাইরে ভাল করে পরিষ্কার করে বোতলের ভিতরে লেবুর জল বা ভিনিগার জল মিশিয়ে কিছু ক্ষণ ভরে রেখে তা ফেলে দেওয়ার পর ধুয়ে নিলে বোতল ঝকঝকে হয়ে উঠবে।

২.বেকিং সোডা ও লেবু বা ভিনিগার বাসন মাজা, ঘষায় বেকিং সোডা বিশেষ কার্যকর। একটি পাত্রে এক চা-চামচ বেকিং সোডা নিয়ে তার মধ্যে পাতিলেবুর রস মিশিয়ে নিন। দিতে পারেন সামান্য ভিনিগারও। লেবু ও ভিনিগারে অ্যাসিড থাকে। যা বাসন পরিষ্কার করে। বেকিং সোডা ও পাতিলেবুর রস মিশিয়ে বোতল পরিষ্কার করে ধুয়ে শুকিয়ে নেওয়া দরকার। অন্তত ২ দিন অন্তর বোতল পরিষ্কার করা দরকার।

৩.তেঁতুল- তেঁতুল দীর্ঘ দিন ধরে তামার বাসন পরিষ্কারে ব্যবহার হয়ে আসছে। এতে রয়েছে সাইট্রিক অ্যাসিড ও ফাইবার। একটি পাত্রে তেঁতুল গুলে বীজ ফেলে দিয়ে সেই ক্বাথ বোতলে লাগিয়ে রাখুন। খানিক বাদে হাত দিয়ে ঘষে তুলে দিলে বোতল পরিষ্কার তো হবেই, কোনও খারাপ গন্ধও থাকবে না।

৪.টম্যাটো কেচাপ এতে থাকে ভিনিগার। কেচাপে ভিনিগার ব্যবহারের কারণে অ্যাসিড থাকায়, এই উপাদান দিয়েও তামার বোতল পরিষ্কার করা যায়। কেচাপ বোতলের বাইরে ও ভিতরে লাগিয়ে নাইলনের নরম জালি দিয়ে ঘষে ধুয়ে নিলেই নতুনের মতো হয়ে উঠবে তামার বোতল।

মাজনে কি সোডিয়াম সালফেট আছে দাঁত ও মাড়িতে কী প্রভাব পড়তে পারে

দাঁত মাজার জন্য বিভিন্ন রকম মাজন ঘুরিয়ে ফিরিয়েই কেনা হয়। নামী ব্র্যান্ডের মাজন দেখেই কিনে ফেলার অভ্যাস আছে অনেকেরই। কিন্তু কখনওই কেনার সময়ে সেই মাজনে কী কী উপাদান আছে, তা দেখে কেনা হয় না। ফলে সেই ধরনের মাজন দাঁতের জন্য উপযুক্ত কি না তা জানাও হয় না। চিকিৎসকেরা পরামর্শ দেন, দাঁত ও মাড়ির জন্য ভাল এমন মাজনই কেনা দরকার। আর তাতে যদি সালফেট বা ওই জাতীয় রাসায়নিক থাকে, তা হলে কিন্তু তা স্বাস্থ্যকর নয়।

যে মাজনে বেশি ফেনা হয়, জানবেন তাতে "সোডিয়াম লরেল সালফেট" (এসএলএস) বা "সোডিয়াম লরেথ সালফেট" (এসএলইএস) নামে যৌগ আছে। মুখের দুর্গন্ধ দূর করতে পারে এই রাসায়নিক। দাঁত বা মাড়িতে ব্যাক্টিরিয়ার সংক্রমণ রুখতেও এর বিশেষ ভূমিকা আছে। কিন্তু বেশি ব্যবহারে এর উল্টো প্রভাব পড়ে।

কী ক্ষতি হতে পারে? দাঁত বা মাড়িতে আগে থেকেই কোনও সমস্যা থাকলে অথবা রুট ক্যানাল করা হলে, এই সালফেটের বেশি ব্যবহারে দাঁত ও মাড়ির ক্ষতি হতে পারে। দন্তচিকিৎসক বিভাকর রঞ্জন জানাচ্ছেন, মুখগহ্বরে কোনও সংক্রমণ হলে যদি এই সালফেট দেওয়া মাজনে বারকয়েক ব্রাশ করা হয়, তা হলে সংক্রমণ বেড়ে যেতে পারে।

সকলের ক্ষেত্রেই যে সোডিয়াল লরেল সালফেট ক্ষতির কারণ হবে তা নয়। কিন্তু অনেকেই বিভিন্ন রকম ওষুধ খান। তাই লালায় যদি সালফেট থেকে যায় এবং তা ওষুধের সঙ্গে মেশে, তা হলে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হতে পারে। অনেকের ক্ষেত্রে এমনও দেখা গিয়েছে যে, সালফেট দেওয়া মাজন দিয়ে ব্রাশ করে এসে চা বা কফি খাওয়ার পর মুখের স্বাদ কিছু ক্ষণের জন্য চলে গিয়েছে। চিকিৎসক জানাচ্ছেন, চা বা কফি, লেবুর শরবত বা টক জাতীয় খাবারের সঙ্গে সালফেটের বিক্রিয়ায় বিভিন্ন রকম পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হতে পারে। মুখের স্বাদ চলে যেতে পারে, দাঁত ও মাড়িতে শিরশিরে অনুভূতি হতে পারে। এমনকি দাঁতের ক্ষয় হওয়ার ঝুঁকিও থাকে। তাই যদি সালফেট দেওয়া মাজন ব্যবহার করতেই হয়, তা হলে অল্প পরিমাণে মাজন নিয়ে ব্রাশ করা ভাল। আর চা, কফি, দুধ অথবা টক জাতীয় খাবার অথবা পানীয় ব্রাশ করার আগেই খেয়ে নিতে হবে।

পাকা পেঁপে রোজ খান, কাঁচা অবস্থায় খেলে কী উপকার মিলবে?

ফল হিসাবে বেশ জনপ্রিয় পাকা পেঁপে। নরম ফলটি খেতেও সুবিধা। ভিটামিন, খনিজ এবং ফাইবার সমৃদ্ধ পাকা পেঁপে খেলে কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা দূর হয়। হজমেও সহায়ক এটি। কিন্তু, কাঁচা পেপে খেলে কী হয়? এতে কি বাড়তি কোনও লাভ হয়? কী বলছেন পুষ্টিবিদ?

পেঁপে কাঁচা এবং পাকা, দুই অবস্থাতেই খাওয়া যায়।

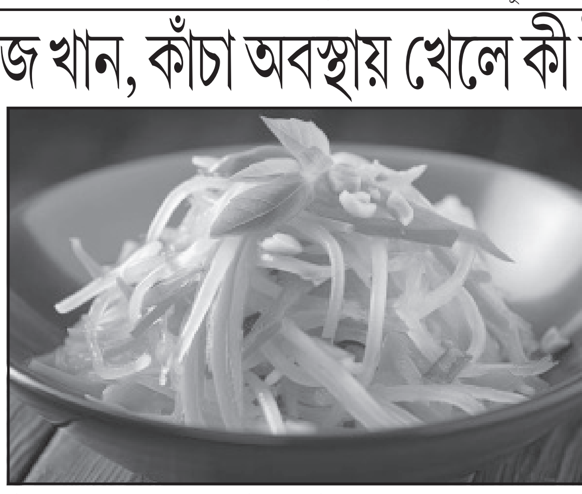

পেকে গেলে এটি ফল হিসাবে গণ্য হয়। কাঁচা অবস্থায় সেই পেঁপেই হয়ে যায় সব্জি। ঝোল হোক বা শুক্তো, নানা পদেই ব্যবহার হয় কাঁচা পেপে। পাঁঠার মাংস নরম করতেও অনেকে ঝোলে এক টুকরো পেঁপে ফেলে দেন। পাকা পেঁপের অনেক গুণ। কিন্তু, কাঁচা অবস্থায় খেলে এতে কোন উপকার হবে? পুষ্টিবিদ শম্পা চক্রবর্তী বলছেন, "পেঁপেতে ভিটামিন সি, প্রচুর অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট রয়েছে। এ ছাড়া রয়েছে বিশেষ কিছু উৎসেচক, যেমন পাপাইন, কাইমোপাপাইন। এগুলি হজমে সহায়তা করে।"

ত্বকের ঔজ্জ্বল্য

পেঁপেতে রয়েছে ভিটামিন এ, সি। ভিটামিন সি, ত্বকের ঔজ্জ্বল্য ধরে রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ফলে কাঁচা পেঁপে খেলেও ত্বকের জৌলুস বৃদ্ধি পাবে। ত্বক টানটান রাখতেও সাহায্য করে এটি। এতে থাকা ভিটামিন এ চোখ ভাল রাখে।

হজমে সহায়ক

পেঁপেতে থাকা একাধিক উৎসেচক হজমে সাহায্য করে। এতে পাচনতন্ত্র ভাল থাকে। যাঁদের বদহজম, অম্বল, পেট ফাঁপার সমস্যা রয়েছে, তাঁরা খাদ্যতালিকায় পেঁপে রাখতে পারেন।

পুষ্টিবিদ বলছেন," কাঁচা পেঁপে রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। তাই ডায়াবেটিকদের ডায়েটে কাঁচা পেঁপে রাখতে বলা হয়। তরকারিতে আলুর বদলে কাঁচা পেঁপে খেতে বলা হয় তাঁদের।"

সকলেই কি খেতে পারেন?

কাঁচা পেঁপেতে কারও কারও অ্যালার্জি থাকে। তাঁরা খেতে পারবেন না। পেঁপেতে ল্যাটেক্স বলে যে আঠা থাকে, তা থেকে অ্যালার্জি হয়।পুষ্টিবিদের কথায়, কখনও কখনও দেখা গিয়েছে কাঁচা পেঁপে খেলে হৃৎস্পন্দন বৃদ্ধি পায়। যদিও সেই সংখ্যা খুবই কম। আগে বলা হত, অন্তঃসত্ত্বা মহিলারা কাঁচা পেঁপে খাবেন না। তবে এক বা দু'টুকরো খেলে, কোনও সমস্যা হওয়ার কথা নয়। চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে তাঁরা কাঁচে পেঁপে খেতেই পারেন।

স্যালাড হিসাবেও কি খাওয়া যায়? কাঁচা পেঁপে রান্না না করে স্যালাড হিসাবেও খাওয়া যায়। পেঁপে ঝিরিঝিরি করে কেটে গাজর-সহ অন্যান্য সব্জির সঙ্গে মিশিয়ে লেবুর রস, বিটনুন দিয়ে খেতে পারেন।

তবে পুষ্টিবিদ বলছেন, খালি পেটে পেঁপের স্যালাড না খাওয়াই ভাল। অন্য খাবারের সঙ্গে এটি খাওয়া যায়।

নলবাড়ি ও বাইহাটা স্টেশনের মধ্যে ডাবল লাইন সেকশন চালু

মালিগাঁও, ৩০ অক্টোবর, ২০২৪: ২৯ অক্টোবর, ২০২৪ তারিখে নলবাড়ি ও বাইহাটা স্টেশনের মধ্যে নতুনভাবে স্থাপন করা ডাবল লাইনের সতর্কতামূলক পরিদর্শন সম্পূর্ণ করেন কমিশনার অব রেলওয়ে সেফটি (সিআরএস)। এই পরিদর্শনে নলবাড়ি, ঘগ্রাপার, রঙিয়া জং., কেন্দুকোনা এবং বাইহাটা স্টেশন ইয়ার্ড পরিদর্শন অন্তর্ভুক্ত ছিল। এন.এফ চার্কেলের সিআরএস শ্রী সুমিত সিংঘল এবং তার টিম দ্বারা টেলিকমিউনিকেশন, সিগন্যালিং, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ এবং অন্যান্য সেফটি গিয়ারগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনের পর, সিআরএস নতুন করে স্থাপিত রেলওয়ে লাইন দিয়ে ট্রেন পরিচালনের অনুমতি দেন। এই নতুন সেকশনটি চালু হওয়ার সাথে সাথে এই সমগ্র রুটটি অর্থাৎ নিউ বঙাইগাঁও থেকে রঙিয়া হয়ে আগিয়াঠুরি পর্যন্ত রুটটি অনুমোদিত ডাবল লাইন হিসেবে চালু করা হয়েছে। এই রুট দিয়ে আরও বেশি পণ্যবাহী ও যাত্রীবাহী ট্রেনের চলাচলের ক্ষেত্রে নতুন করে স্থাপিত দ্বিতীয় লাইনটি সহায়ক হবে। এর ফলে বর্ধিত গতিতে অধিক ট্রেন চলাচল করতে পারবে, যা ন্যূনতম সময়সীমার মধ্যে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থাকে সক্রিয় করবে।

রঙিয়া হয়ে নিউ বঙাইগাঁও-আগিয়াঠুরি ১৪২.৯৭ কিমি ডাবল লাইন প্রকল্পের একটি অংশ হলো নলবাড়ি ও বাইহাটা সেকশনের কাজ। নলবাড়ি ও বাইহাটার মধ্যে প্রশস্ততা ৩১.৮২৮ কিমি (আপ লাইনঃ ৩১.১৭৬ কিমি এবং ডাউন লাইনঃ ০.৬৫২ কিমি)। এই সেকশনে ২৩টি মেজর ব্রিজ, ০৬টি মাইনোর ব্রিজ এবং ১৪টি লেভেল ক্রসিং গেট অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সেকশনটিতে রয়েছে তিনটি মধ্যবর্তী স্টেশন যথা ঘগ্রাপার, রঙিয়া ও কেন্দুকোনা। এই দ্বিতীয় লাইনটি বৈদ্যুতিকীকরণের সাথে চালু করা হয়েছে। কমিশনার অব রেলওয়ে সেফটি (সিআরএস) সেকশনটির রেলওয়ে ব্রিজ, ট্র্যাক ফিটিংস, পি-ওয়ে অ্যাসেট, ইলেকট্রনিক ইন্টার-লকিং, রিলে রুম এবং লেভেল ক্রসিং পরিদর্শন করেন এবং ট্রেন পরিচালনের জন্য কর্মচারীদের প্রস্তুতিও পরীক্ষা করেন। সিআরএস স্টেশন কর্মীদের সাথেও মতবিনিময় করেন এবং সুরক্ষা সম্পর্কিত সতর্কতা সম্পর্কে তাদের জিজ্ঞাসা করেন।

এর পূর্বে ০৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে সরভোগ ও বরপেটা রোডের মধ্যে ৬.২২ কিমি সেকশন; ০৩ জুন, ২০২৪ তারিখে বরপেটা রোড ও পাঠশালার মধ্যে ২১.৪০ কিমি সেকশন; ২০ মার্চ, ২০২৪ তারিখে বাইহাটা ও চাংসারির মধ্যে ১০.১৫ কিমি সেকশন; ২৬ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে চাংসারি ও আগিয়াঠুরির মধ্যে ৭.৪৮ কিমি সেকশন; ১৩ জুন, ২০২৩ তারিখে বিজনি ও সরভোগের মধ্যে ১৮.৯৯ কিমি; ২৪ মে, ২০২৩ তারিখে পাঠশালা ও নলবাড়ির মধ্যে ২৬.৯১ কিমি সেকশন এবং ৩০ আগস্ট, ২০২২ তারিখে নিউ বঙাইগাঁও ও বিজনির মধ্যে ১৭.৫৩ কিমি সেকশন চালু করা হয়।

রঙিয়া হয়ে নিউ বঙাইগাঁও-আগিয়াঠুরি পর্যন্ত এই সমগ্র সেকশনটি সম্পূর্ণ হওয়ার পর দেশের অন্যান্য অংশের সাথে মানুষ ও উপকরণ পরিবহণের ক্ষেত্রে উত্তর পূর্বাঞ্চলের সংযোগ ব্যবস্থা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি লাভ করবে। এই নতুন স্থাপিত দ্বিতীয় লাইনটি নিউ বঙাইগাঁও-আগিয়াঠুরি হয়ে রঙিয়া রুট দিয়ে আরও বেশি মালবাহী এবং যাত্রীবাহী ট্রেনের চলাচলে সহায়ক হবে, কারণ ট্রেন ক্রসিঙ-এর সময় বেঁচে যাবে এবং অর্থনৈতিক কার্যকলাপ বৃদ্ধিতেও সাহায্য করবে।

দুদিনের অরুণাচল সফরে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং, তাওয়াঙে সেনাদের সঙ্গে উদযাপন করবেন দীপাবলি

ইটানগর, ৩০ অক্টোবর (হি.স.) : দুদিনের অরুণাচল প্রদেশ সফরে এসেছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। তাওয়াঙে ভারত-চিন সীমান্তে কর্তব্যরত সেনাদের সঙ্গে দীপাবলি উদযাপন করবেন তিনি। তাঁর সঙ্গে রয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা অরুণাচল প্রদশের সাংসদ কিরেন রিজিজু। মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিংও কেন্দ্রীয় দুই মন্ত্রীর সঙ্গে তাওয়াং সফরে আসবেন।

আজ বুধবার সকালে তাঁর অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডলে রাজনাথ সিং লিখেছেন, 'দুদিনের সফরে অরুণাচল প্রদেশের তাওয়াঙের উদ্দেশ্যে নয়াদিল্লি ছাড়ছি।' আরও লিখেছেন, সাহসী বীর ভারতীয় সেনা অফিসার মেজর রালেংনাও বব খাথিংকে উৎসর্গীকৃত একটি জাদুঘরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন তিনি। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী আরও লিখেছেন, এই অঞ্চলে মোতায়িত নিরাপত্তা বাহিনীর কর্মীদের সাথে তিনি মতবিনিময় করবেন।

তাওয়াঙে আজ প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং বায়ু বীর বিজেতা সাত হাজার কিলোমিটার দীর্ঘ পথে কার রেলির সমাপ্তি ঘটাবেন। প্রসঙ্গত, ভারতীয় বায়ুসেনার ৯২-তম বার্ষিকী উদযাপনের জন্য বিস্তৃত এই অভিযানটি লাদাখের থোয়াইস এয়ার ফোর্স স্টেশনে শুরু হয়েছিল।

রাজ্যপাল লেফটেন্যান্ট জেনারেল কেটি পার্নায়েক (অবসরপ্রাপ্ত), রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডু, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু, উপ-মুখ্যমন্ত্রী চাওনা মেইন সহ সেনা আধিকারিক ও জওয়ানদের সঙ্গে নিয়ে অ্যাডভান্সড ল্যান্ডিং গ্রাউন্ডে কার রেলির ফ্ল্যাগ-ডাউন করবেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী। 'যশবন্ত গড়'-এ গিয়ে ১৯৬২ সালের যুদ্ধে বীরত্বের সঙ্গে চিনাবাহিনীর মোকাবিলাকারী রাইফেলম্যান যশবন্ত সিং রাওয়াতকে শ্রদ্ধা জানাবেন তিনি।

প্রসঙ্গত, এর আগে ২৮ অক্টোবর অরুণাচল প্রদেশের রাজ্যপাল লেফটেন্যান্ট জেনারেল কেটি পার্নায়েক (অবসরপ্রাপ্ত) রাজ্যের ফার্স্ট লেডি অনাঘা পার্নায়েকের সঙ্গে চার দিনের সফরে তাওয়াং এসেছেন। রাজ্যপাল ভাইব্রেন্ট বর্ডার ভিলেজ প্রোগ্রামের অধীনে জেলার সীমান্ত গ্রাম পরিদর্শন করছেন। এছাড়া তিনি সেনাদের সাথে আলাপচারিতা করতে সীমান্ত চৌকিতেও যাবেন।

ঋষিকেশে পথ দুর্ঘটনায় অজ্ঞাতপরিচয় যুবকের মৃত্যু, তদন্তে পুলিশ

ঋষিকেশ, ৩০ অক্টোবর (হি.স.): উত্তরাখণ্ডের মুনি থানার রেটি এলাকায় পথ দুর্ঘটনায় অজ্ঞাতপরিচয় এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। জানা গেছে, মঙ্গলবার গভীর রাতে ৩০ বছর বয়সী এক অজ্ঞাতপরিচয় যুবককে গুরুতর আহত অবস্থায় ঋষিকেশের সরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসা চলাকালীন তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গেছে। পুলিশ ওই যুবকের দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। তবে ওই যুবকের পরিচয় জানা যায়নি এখনও। কিভাবে দুর্ঘটনা ঘটলো তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

গোয়ায় একতা দৌড়ের আয়োজন, কর্মসূচিতে অংশ নিলেন মুখ্যমন্ত্রী সাওয়ান্ত

সাঁখালি, ৩০ অক্টোবর (হি.স.): রাষ্ট্রীয় একতা দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে বুধবার গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী প্রমোদ সাওয়ান্ত একতা দৌড় কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছেন। স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে একতার দৌড়ে ছোটেন মুখ্যমন্ত্রী সাওয়ান্ত। বুধবার গোয়ার সাঁখালিতে একতা দৌড় কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী প্রমোদ সাওয়ান্ত বলেছেন, 'রান ফর ইউনিটি কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে...আমরা প্রতিটি ব্লকে এই কর্মসূচির আয়োজন করেছি। আমি সাঁখালিতে শিশুদের নিয়ে এই কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছিলাম এবং মানুষের প্রতিক্রিয়া খুবই ভালো। একতা দৌড় দেশের ঐক্যের জন্য।'

সম্প্রীতি উড়ালপুলে দুর্ঘটনায় মৃত এক, আহত দুই

দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ৩০ অক্টোবর (হি.স.): মঙ্গলবার রাতে মহেশতলার সম্প্রীতি উড়ালপুলে ঘটে গেল মর্মান্তিক ঘটনা। দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় এক বাইক আরোহীর। আর এক বাইক আরোহীর অবস্থাও আশঙ্কাজনক। আহত হয়েছেন গাড়ির চালক।

নিউটাউনে কারিগরি ভবনে ডেপুটেশন কর্মসূচি, কর্মচারীদের ডিটেলমেন্ট আদেশনামা প্রত্যাহারের দাবি

কলকাতা, ৩০ অক্টোবর(হি.স.) : বুধবার রেজিস্টার পোস্টে কর্মরত কর্মচারীদের ডিটেলমেন্ট আদেশনামা প্রত্যাহারের দাবিতে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের পক্ষ থেকে নিউটাউনের কারিগরি ভবনে এডিশনাল চিফ সেক্রেটারির কাছে প্রতিনিধিমূলক ডেপুটেশন কর্মসূচি পালন করা হয়।

সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের অন্যতম আহ্বায়ক শিবাস তিওয়ারি দাবি করেন যে, যাঁরা মহার্ঘ ভাতা, বেতন বৈষম্য এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন, তাঁদের উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে বদলি করা হচ্ছে। শিবাস তিওয়ারি নিজেও টেকনিক্যাল এডুকেশন ডিপার্টমেন্টে রেজিস্টার পদে কর্মরত ছিলেন, তবে সম্প্রতি তাঁকে উত্তরবঙ্গের পিডংয়ে বিডিও পোস্টে বদলি করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য যে, পিডংয়ে এই ধরনের কোনো রেজিস্টার পদ নেই, যা কর্মচারীদের সঙ্গে সরকারের বৈষম্যমূলক মনোভাবের উদাহরণ বলে অভিযোগ।

সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের তরফে আরও অভিযোগ করা হয়েছে যে, এনএসকিউএফের শিক্ষকরা বেতন সংক্রান্ত সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন এবং তাঁদের ইএসআই কাটা হলেও সঠিক হিসাব দেওয়া হচ্ছে না। এর আগেও তারা একই দাবিতে প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা করেছেন, তবে এখনো কোনো কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ করেছেন তাঁরা।

নভেম্বরে অর্ধেক দিনই অফিস যাওয়ার বালাই নেই রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের

কলকাতা, ৩০ অক্টোবর (হি.স.): বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণের সবচেয়ে বড় উৎসব দুর্গাপুজো ছিল অক্টোবরেই। সেই কারণে অক্টোবর মাসের অর্ধেকটাই ছিল ছুটি। সেই সঙ্গে গান্ধীজির জন্মদিন থেকে লক্ষ্মীপুজো ছুটি আর ছুটি। মাসের শেষ দিনটাও ছুটি। কারণ, ৩১ অক্টোবর কালীপুজো।

আর নভেম্বর মাসটা ৩০ দিনের আর তার মধ্যে ১৪ দিনই ছুটি। সঙ্গে অক্টোবরের শেষ দিন আর ডিসেম্বরের প্রথম দিনটাও ধরতে হবে। কারণ, তাতে টানা ছুটির মজাটা পাওয়া যাবে। নভেম্বর এ বার ছুটিতে ভরা। ৩১ অক্টোবর কালীপুজোর দিনটা বৃহস্পতিবার। তবে রাজ্য সরকার এর পরের দিন ১ নভেম্বরও ছুটি দিয়ে রেখেছে। সেই শুক্রের ছুটির পরে শনি ও রবি মিলিয়ে চার দিনের ছুটি হতে পারত।

কিন্তু রবিবার মানে ৩ নভেম্বর আবার ভ্রাতৃদ্বিতীয়া। তবে রাজ্য সরকার 'পুষিয়ে দিয়েছে'। পরের দিন সোমবারও ভাইফোঁটার অতিরিক্ত ছুটি ঘোষণা করা রয়েছে। মানে ৩১ অক্টোবর থেকে ৪ নভেম্বর টানা পাঁচ দিনের ছুটি। —এর পরে দু'দিনের অফিস। ৭ নভেম্বর ছটপুজোর ছুটি। সে দিনটা বৃহস্পতিবার। রাজ্য সরকার ছুটি দিতে কার্পণ্য না করে পরের দিনটা মানে শুক্রবার ছটের 'ফাউ ছুটি' দিয়ে রেখেছে। তার পরে আবার শনি ও রবিবার। ফলে ৭ থেকে ১০ নভেম্বর টানা চার দিনের ছুটি। এর পরে কয়েক দিনের ছুটি-বিরতি। ১৫ নভেম্বর গুরু নানকের জন্মদিন। সেটাও আবার শুক্রবার। আবার শনি, রবি মিলিয়ে তিন দিনের টানা ছুটি। এতটা লম্বা ছুটি আর মিলবে না নভেম্বরে। তবে ২৩ ও ২৪ তারিখ শনি, রবি বার। আবার মাসের শেষে ৩০ তারিখ শনিবার। ফলে ডিসেম্বর মাস শুরুও হচ্ছে রবিবার দিয়ে।

বাচ্চাকে খুনের পর আত্মঘাতী হতে গিয়ে ব্যর্থ বাবা পুলিশের হেফাজতে

উত্তর দিনাজপুর, ৩০ অক্টোবর (হি.স.): দেনার দায়ে পাঁচ বছরের মেয়েকে খুন বাবার। তার পর আত্মহত্যার চেষ্টা করেন বাবা। তবে বরাতজোড়ে প্রাণে বাঁচেন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রবল শোরগোল দেখা দেয় রায়গঞ্জে। ইতিমধ্যেই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে পুলিশ। বুধবার ধৃতকে আদালতে তোলা হবে।"

বাচ্চা মেয়েটি উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জের বাসিন্দা। মঙ্গলবার অচৈতন্য অবস্থায় তাকে নিয়ে যাওয়া হয় রায়গঞ্জ মেডিক্যালে। সেখানেই চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করে।

খবর দেওয়া হয় থানায়। দেহ ময়নাতদন্তে পাঠানোর পাশাপাশি নাবালিকার বাড়ি এবং তার আশপাশ এলাকায় খোঁজখবর শুরু করেন পুলিশ। খতিয়ে দেখা হয় সিসিটিভি ফুটেজ।

এর পরই গ্রেফতার করা হয় মৃত খুদের বাবাকে।

মঙ্গলবার রাতে রায়গঞ্জের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কুন্তল বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "নিজের মেয়েকে খুন করার ঘটনা বাবা স্বীকার করেছেন। ধৃতও আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সেই মুহূর্তে ঘরে বড় ছেলে দেখে ফেলায় তিনি প্রাণে রক্ষা পান। খুনের আগে মেয়ে বাবার অফিস ঘরে ঢুকেছিল। সিসি ক্যামেরার ফুটেজ ও দড়ি সংগ্রহ করা হয়েছে।"

আইসিসি দুর্নীতি দমন ইউনিটের নতুন স্বাধীন চেয়ারম্যান হিসেবে নিযুক্ত হলেন সুমাথি ধর্মবর্ধন

দুবাই, ৩০ অক্টোবর (হি.স.) : ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি) বুধবার শ্রীলঙ্কার সুমাথি ধর্মবর্ধনকে দুর্নীতি দমন ইউনিটের (এসিইউ) নতুন স্বাধীন চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ করেছে। বিষয়টি বিবৃতি পেশ করে জানিয়েছে আইসিসি।

স্যার রনি ফ্লানাগানের পরিবর্তে সুমাথি ধর্মবর্ধনের অভিষেক হল। ১৪ বছর দায়িত্বে থাকার পর এই পদ থেকে তিনি অবসর নিয়েছেন।

সুমাথি ধর্মবর্ধন শ্রীলঙ্কার অ্যাটর্নি জেনারেল ডিপার্টমেন্টে অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল হিসেবে দায়িত্বে ছিলেন। অনেক আইনি সমস্যায় সরকার ও তার ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিত্ব করেছেন।সেই সঙ্গে তিনি ইন্টারপোল এবং জাতিসংঘের মাদকদ্রব্য ও অপরাধ সংক্রান্ত অফিসের সঙ্গেও কাজ করেছেন, ক্রীড়া দুর্নীতির বিষয়ে তদন্তও করেছেন। মিঃ ধর্মবর্ধন ১ নভেম্বর ২০২৪ থেকে এ ভূমিকায় কাজ শুরু করবেন।

দিল্লির ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে নতুন দফতরের উদ্বোধন ন্যাশনাল ইন্টারনেট এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়ার

নয়াদিল্লি, ৩০ অক্টোবর (হি.স.): বুধবার দিল্লির নওরোজি নগরের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে ন্যাশনাল ইন্টারনেট এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়ার নতুন দফতরের উদ্বোধন হলো।

ইলেকট্রনিক্স এবং তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রকের সচিব ও ন্যাশনাল ইন্টারনেট এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যান এস কৃষ্ণান, এবং ইলেকট্রনিক্স এবং তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রকের অতিরিক্ত সচিব ভুবনেশ কুমার অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

এস কৃষ্ণান বলেন যে আমাদের নিশ্চিত করতে হবে যে ইন্টারনেটের শুধুমাত্র বিস্তারই নয়, এটি যেন সবসময় উপলব্ধ থাকে। এ জন্য আমাদের নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। তিনি নিরাপদ ইন্টারনেট পরিষেবার জন্য ন্যাশনাল ইন্টারনেট এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া-র নতুন একটি ডিজিটাল উদ্যোগের উদ্বোধন করেন।

বাগডোগরায় হাতির আক্রমণে সেনা জওয়ানের মৃত্যু

বাগডোগরা, ৩০ অক্টোবর (হি. স.) : ছুটির দিনে বন্ধুদের সঙ্গে বেড়াতে আসা এক সেনা জওয়ান হাতির আক্রমণে মারা গেছে। মঙ্গলবার রাতে বাগডোগরা বালাসন নদী এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। মৃত সেন জওয়ানের নাম কুশল ছেত্রী। কুশল নাগাল্যান্ডের গোর্খা রেজিমেন্টে কর্মরত ছিলেন।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার বন্ধুদের সঙ্গে বাগডোগরার পান্থবাড়ি এলাকায় গিয়েছিলেন কুশল। তারপর বালাসন নদীর কাছে তিরহানা জঙ্গলে একটি হাতি কুশলকে আক্রমণ করে। যার কারণে তার মৃত্যু হয়। ঘটনার খবর পেয়ে বন দফতরের বাগডোগরা রেঞ্জ, এলিফ্যান্ট স্কোয়াড ও বাগডোগরা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে সেনা জওয়ানের মৃতদেহ উদ্ধার করে। বুধবার দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বাগডোগরা থানার পুলিশ।

বালুচিস্তানে তিনটি পৃথক পথ দুর্ঘটনায় নিহত ১২, আহত ১৯

কোয়েটা, ৩০ অক্টোবর (হি. স.) : পাকিস্তানের তিনটি স্থানে পৃথক পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন ১২ জন। ১৯ জন আহত হয়েছেন। এর মধ্যে একটি দুর্ঘটনায় দুটি গাড়ির সংঘর্ষে আগুন ধরে যায়। গাড়ির ভেতরে আটকে পড়া পাঁচজন পালানোর সুযোগ না পেয়ে পুড়ে ছাই হয়ে যায়।জানা গেছে, মঙ্গলবার বালুচিস্তানের সিবি, নোশকি ও ওয়াশুক জেলায় এই দুর্ঘটনাগুলি ঘটে। সবচেয়ে ভয়াবহ ঘটনাটি ঘটেছে ওয়াশুকের নাগ এলাকায়। এখানে ইরানের পেট্রোল বহনকারী একটি জাম্বিয়ান গাড়ির সঙ্গে আরেকটি গাড়ির সংঘর্ষ হয়। দুটি গাড়িতেই আগুন ধরে যায়। এই কারণে গাড়ির ভেতরে থাকা লোকজন পালানোর কোনো সুযোগ পাননি। তাদের মধ্যে পাঁচজন দগ্ধ হয়েছেন। ওয়াশুকের সহকারি কমিশনার জানান, দুটি গাড়ির ভেতরে থাকা পাঁচজনই পুড়ে গেছে। তাদের শনাক্ত করা অসম্ভব। এছাড়া সিবি জেলার মিথরি এলাকায় কোয়েটা-সিবি মহাসড়কে জ্যাকোবাবাদগামী একটি ভ্যানের সঙ্গে ট্রাকের সংঘর্ষ হয়। এই দুর্ঘটনায় পাঁচ যাত্রী নিহত ও ১৩ জন আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তৃতীয় দুর্ঘটনাটি ঘটেছে নশকি জেলার ডাক এলাকায়। এখানে বিয়ের অতিথি ভর্তি গাড়িটি উল্টে যায়। দুর্ঘটনায় দুইজন নিহত ও ছয়জন আহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে একজন মহিলাও রয়েছেন।

সন্দীপের দুর্নীতির টাকার সঙ্গে ফিক্সড ডিপোজিটের সম্পর্ক নিয়ে প্রশ্ন সিবিআইয়ের

কলকাতা, ৩০ অক্টোবর (হি.স.): আর জি কর হাসপাতালে অপরাধ হয়েছিল। ফলে দুর্নীতির টাকার সঙ্গে সন্দীপ ঘোষের স্থায়ী আমানতের কোনও সম্পর্ক রয়েছে কিনা খতিয়ে দেখা দরকার। বুধবার সিবিআইয়ের তরফে আদালতে পেশ করা রিপোর্টে এই দাবি করা হয়েছে।

২০২১ ও ২০২৩ সালে ৪টে স্থায়ী আমানত করেছিলেন সন্দীপ ঘোষ। সে ব্যাপারে আদালতে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আইনজীবীর এই সম্পর্ক খতিয়ে দেখার দাবি।

আর জি করে দুর্নীতি মামলায় ধৃত প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ গ্রেফতার হওয়ার পর তাঁর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট আটকে দিয়েছে সিবিআই। তারপরই পারিবার ও অনান্য খরচ চালাতে স্টেট ব্যাঙ্কের কয়েকটি স্থায়ী আমানত ভাঙতে চেয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন সন্দীপবাবু।

ওই মামলাতেই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে ৩০ নভেম্বরের মধ্যে রিপোর্ট পেশ করার নির্দেশ দিয়েছিল আদালত। সন্দীপবাবুর কোন অ্যাকাউন্ট বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে, সিবিআইকে সে বিষয়ে রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি শুভেন্দু সামন্ত। বুধবার এ ব্যাপারে আদালতে রিপোর্ট পেশ করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা।

তপনে গাছ থেকে কিশোরীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য

দক্ষিণ দিনাজপুর, ৩০ অক্টোবর (হি. স.) : দক্ষিণ দিনাজপুরের তপনের আজমতপুর এলাকায় গাছ থেকে কিশোরীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য। বুধবার সকালে থেকে কিশোরীর দেহ উদ্ধার হয়।পরিবারের অভিযোগ, খুন করে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে কিশোরীকে। ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। আপাতত দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে পুলিশ।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার রাতে গ্রামের এক বাড়িতে বিয়ে ছিল। সেই বিয়েবাড়িতে নিমন্ত্রিত ছিল কিশোরী। পরিবারের দাবি, সকাল থেকে বিয়ের কাজের জন্য সেই বাড়িতেই ছিল সে। কিন্তু রাত বারোটার পর থেকে তার আর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। পরিবারের সদস্যরা সম্ভাব্য সমস্ত জায়গাতে খোঁজ করেছিলেন কিশোরীর। এরপর বুধবার সকালে থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করার কথাও ভেবেছিলেন। কিন্তু তার আগেই গাছ থেকে কিশোরীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়।পুলিশ জানিয়েছে, যে গাছে কিশোরীর দেহ উদ্ধার হয়, সেখান থেকে মোবাইলও উদ্ধার হয়। পরিবারের দাবি, কোনওভাবেই আত্মহত্যা করতে পারে না তাঁদের মেয়ে। তাঁকে খুন করে ঝুলিয়ে দেওয়ারই অভিযোগ তুলেছে পরিবার। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে তপন থানার পুলিশ।

দীপাবলি উপলক্ষ্যে পূর্ব রেলের পক্ষ থেকে অনেক আয়োজন করা হয়েছে : কৌশিক মিত্র

কলকাতা, ৩০ অক্টোবর (হি.স.): দীপাবলি উপলক্ষ্যে পূর্ব রেলের পক্ষ থেকে অনেক আয়োজন করা হয়েছে। জানালেন পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কৌশিক মিত্র। বুধবার তিনি বলেছেন, রেল মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব নির্দেশ দিয়েছেন, পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী যারা নিজেদের পরিবারের সঙ্গে ছট উদযাপন করতে চান, তাদের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা করা উচিত। আমরা অনেক বিশেষ ট্রেন এবং সাধারণ কোচও সরবরাহ করেছি। আসানসোল থেকে পাটনা পর্যন্ত বিশেষ সাধারণ কোচ সহ তিনটি ট্রেন চালানো হচ্ছে। প্রতিটি স্টেশনে আরপিএফ টিম মোতায়েন করা হয়েছে...আমরা শিয়ালদহ থেকে দারভাঙ্গা, মালদা, আনন্দ বিহার পর্যন্ত অনেক ট্রেন চালাচ্ছি।

বিজেপির সক্রিয় সদস্য হলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অর্জুনরাম মেঘওয়াল

বিকানের, ৩০ অক্টোবর (হি. স.) : বিকানেরের সাংসদ এবং কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অর্জুনরাম মেঘওয়াল ভারতীয় জনতা পার্টির সক্রিয় সদস্য হলেন। একটি ফর্ম ফিলাপ করিয়ে বুধবার তাঁকে সক্রিয় সদস্য করে নেন নগর জেলা সভাপতি বিজয় আচার্য এবং বিজেপির সক্রিয় সদস্য প্রচারাভিযান সমন্বয়কারী নরেশ নায়ক। এদিন মিষ্টি খাইয়ে তাঁকে শুভ দীপাবলির শুভেচ্ছাও জানানো হয়। এদিন মেঘওয়াল বলেন, দলের সক্রিয় সদস্যতা অভিযানে জেলা থেকে বুথ পর্যন্ত প্রতিটি কর্মী ১০০ জনেরও বেশি সাধারণ সদস্য করেছে। তাদের সক্রিয় সদস্য হয়ে দলের স্বার্থে কাজ করে সহযোগিতা করতে হবে। যাতে আমরা একটি শক্তিশালী জাতি গঠনে অবদান রাখতে পারি। এদিন এই কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন সাধারণ সম্পাদক মোহন সুরানা, শ্যাম সুন্দর চৌধুরী, মন্ত্রী মণীশ সোনি, গোপাল আগরওয়াল, জেঠমল নাহাটা, ইন্দ্র রাও, পঙ্কজ আগরওয়াল।

সময়ের আগেই অ্যাকাউন্টে পৌঁছল বেতন, এমসিডি সাফাই কর্মীদের খুশি করল দিল্লি সরকার

নয়াদিল্লি, ৩০ অক্টোবর (হি.স.): দীপাবলি উপলক্ষ্যে দিল্লির প্রায় ৬৪ হাজার অস্থায়ী এবং স্থায়ী এমসিডি সাফাই কর্মীদের খুশি করলো দিল্লি সরকার। নির্ধারিত সময়ের আগেই তাঁদের অ্যাকাউন্টে পৌঁছল বেতন, এছাড়াও প্রায় ২৩ কোটি টাকার দীপাবলি বোনাসও তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পৌঁছে গেছে।দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির জাতীয় আহ্বায়ক অরবিন্দ কেজরিওয়াল বুধবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন,দীপাবলির কথা মাথায় রেখে, নভেম্বরের বেতন প্রায় ৬৪ হাজার অস্থায়ী এবং স্থায়ী এমসিডি স্যানিটেশন কর্মীদের অ্যাকাউন্টে পৌঁছেছে। ৭ নভেম্বর বেতন হওয়ার কথা থাকলেও, তা সময়ের আগেই তাদের অ্যাকাউন্টে পৌঁছে গেছে। যাতে তারা নিজেদের সন্তান এবং পরিবারের সাথে একটি ভাল দীপাবলি উদযাপন করতে পারেন। প্রায় ২৩ কোটি টাকার দীপাবলি বোনাসও তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পৌঁছে গেছে।'

সন্ত্রাসবাদী আসতে থাকবে এবং আমরা মারতে থাকব, হুঁশিয়ারি ফারুকের

শ্রীনগর, ৩০ অক্টোবর (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরে উপর্যুপরি সন্ত্রাসী হামলার প্রেক্ষিতে এবার সন্ত্রাসবাদকেই তীব্র হুঁশিয়ারি দিলেন জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা ন্যাশনাল কনফারেন্স-এর প্রধান ফারুক আব্দুল্লাহ। বুধবার রীতিমতো হুঁশিয়ারি দিয়ে ফারুক আব্দুল্লাহ বলেছেন, সন্ত্রাসবাদী আসতে থাকবে এবং আমরা মারতে থাকব।জম্মু ও কাশ্মীরের আখনুরে সাম্প্রতিক সন্ত্রাসবাদী হামলা প্রসঙ্গে ফারুক আব্দুল্লাহ বলেছেন, 'একের পর এক এনকাউন্টার হচ্ছে, এতে নতুন কিছু নেই। সন্ত্রাসীরা আসতে থাকবে এবং আমরা তাদের হত্যা করতেই থাকব।' সমস্ত দেশবাসীকে দীপাবলিরও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ফারুক। তিনি বলেছেন, 'প্রত্যেকেরই দীপাবলি উদযাপন করা উচিত। এটা অনেক বড় উৎসব। জম্মু ও কাশ্মীরের জনগণের জন্য মা লক্ষ্মীর কাছে প্রার্থনা করছি।'

রুদ্রপ্রয়াগ: রামওয়ারায় নদীর পাড়ে আটকে পড়া ৩ যুবককে উদ্ধার এসডিআরএফ-এর

দেহরাদূন, ৩০ অক্টোবর (হি.স.): রুদ্রপ্রয়াগ জেলার রামওয়ারায় নদীর অন্য প্রান্তের পাড়ে আটকে পড়া ৩ যুবককে নিরাপদে উদ্ধার করলো এসডিআরএফ।

জানা গেছে, মঙ্গলবার গভীর রাতে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীকে রুদ্রপ্রয়াগ জেলার লিঞ্চোলি পুলিশের তরফে জানানো হয় যে, রামওয়ারায় নদীর অপর প্রান্তের পাড়ে ৩ জন যুবক আটকে পড়েছেন।

চুরির সামগ্রী উদ্ধারে বড়সড় সাফল্য বিলোনিয়া থানার

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৩০ অক্টোবর: চুরির সামগ্রী উদ্ধারে বড়সড় সাফল্য পেল বিলোনিয়া থানা। দীর্ঘদিন ধরে বিলোনিয়া শহর এবং শহর সংলগ্ন বিভিন্ন এলাকায় ছোট বড় চুরি হয়। চোর কিংবা চুরির সামগ্রী উদ্ধারে কোন কিছুই করতে পারছে না পুলিশ তাই ক্ষুব্ধ জনগণ।
অবশেষে আজ বিলোনিয়া থানাধীন ঝরঝরি এলাকার অর্জুন দত্তের বাড়ি থেকে বিশাল পরিমাণে বিভিন্ন জায়গায় চুরির সামগ্রী উদ্ধার করে পুলিশ। যার মধ্যে রয়েছে জলের মটর, টিভি, ফ্যান, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, গ্যাস সিলিন্ডার, বিভিন্ন ধরনের মেশিন, ইলেকট্রনিক ওজন মাপার যন্ত্রসহ আরো অন্যান্য সামগ্রী। বিলোনিয়া থানার ওসি শিবুরঞ্জন দে জানান চুরির সামগ্রী উদ্ধার করতে পারলেও বাড়ির মালিক অর্জুন দত্তকে গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ। সে পালিয়ে যায় বলে জানান ওসি। এছাড়াও আজ একই এলাকা থেকে রাবার চুরির সঙ্গে যুক্ত বিপ্লব দে (২৭)কে এলাকার জনগণ ধরে উত্তমমধ্যম দেয় এবং পরবর্তী সময়ে তাকে বিলোনিয়া থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয়। বর্তমানে সে বিলোনিয়া হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্যের উপস্থিতিতে শীতলাতলী উন্নয়ন কমিটির উদ্যোগে সামাজিক কর্মসূচি

আগরতলা, ৩০ অক্টোবর : আসন্ন দীপাবলী উৎসবকে সামনে রেখে আজ আগরতলা শীতলা তলী উন্নয়ন কমিটির উদ্যোগে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, পুরস্কার বিতরণী সহ বস্ত্র বিতরণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানের উদ্বোধক তথা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির ত্রিপুরা প্রদেশ সভাপতি তথা সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য। এছাড়াও সম্মানিত অতিথি হিসেবে ছিলেন বনমালিপুর মন্ডল সভাপতি চন্দ্র শেখর দেব এবং কর্পোরেটর অলক ভট্টাচার্য সহ অন্যান্যরা।
শীতলা তলী উন্নয়ন কমিটির আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য জনগণের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ এবং বসে আঁকো প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার প্রদান করেন।
অনুষ্ঠানে সংসদ রাজীব ভট্টাচার্য বলেন, শীতলা তলী উন্নয়ন কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত এই কর্মসূচি প্রশংসনীয়। এই ধরনের সামাজিক কার্যকলাপ এভাবে যেন চলতে থাকে সেই আহ্বান জানান তিনি। পাশাপাশি উপস্থিত সকলকে দীপাবলির শুভেচ্ছা জানান তিনি।

দলের "গদ্দার"দের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ, বিষ্ণুপুরে পরাজয়ের জন্য তাঁদেরকেই দায়ী করলেন সুজাতা মণ্ডল

বাঁকুড়া, ৩০ অক্টোবর (হি.স.) : তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন প্রার্থী সুজাতা মণ্ডল বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রে নিজের পরাজয়ের জন্য দলের "গদ্দার"দের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ আনলেন। তাঁর দাবি, দলের কিছু সদস্য বিজেপি প্রার্থীর কাছ থেকে "টাকা খেয়ে" তাঁকে পরাজিত করেছে। বুধবার ইন্দাস ব্লক তৃণমূলের বিজয়া সম্মিলনী সভায় এই প্রথমবার তিনি তাঁর হারের কারণ নিয়ে প্রকাশ্যে মুখ খুললেন। সুজাতা মণ্ডল জানান, গত লোকসভা নির্বাচনে তিনি বিজেপি প্রার্থী তথা তাঁর প্রাক্তন স্বামী সৌমিত্র খাঁ-এর কাছে ৫,৫৬৭ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হন। এতদিন ধরে তিনি এই বিষয়ে কোনো মন্তব্য না করলেও, বিজয়া সম্মিলনীতে এই প্রকাশ্য বক্তব্যে তৃণমূল কংগ্রেসের অভ্যন্তরে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল সভাপতি বিক্রমজিৎ চট্টোপাধ্যায়, রাজ্য স্তরের নেতা শুভাশীষ বটব্যাল সহ অন্যান্য নেতৃত্ববৃন্দ। সুজাতা মণ্ডলের এই বক্তব্যে শাসক দলের অনদরে আলোড়ন উঠেছে। তাঁর বক্তব্য, দলের একাংশ তাঁকে ইচ্ছাকৃতভাবে হারানোর জন্য বিপক্ষের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তাঁর ক্ষতি করেছে, যা তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বকে সামনে নিয়ে এসেছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি :** ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (**পি বি এক্স**), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তর এবং ত্রিপুরা স্টেট এনএসএস সেলের উদ্যোগে স্বচ্ছ ভারত অভিযান অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ অক্টোবর: আগরতলায় উজ্জয়ন্ত প্রাসাদের সামনে বুধবার যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তর এবং ত্রিপুরা স্টেট এনএসএস সেলের উদ্যোগে স্বচ্ছ ভারত অভিযান সংগঠিত করা হয়। স্বচ্ছ ভারত অভিযানের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন দপ্তরের অধিকর্তা সত্যব্রত নাথ। যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তর ও ত্রিপুরা স্টেইট এন এস এস সেল এর উদ্যোগে স্বচ্ছ ভারত অভিযান এর আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা সত্য ব্রত নাথ সহ দপ্তরের আধিকারিকরা। এদিন এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে যুব বিষয়ক ক্রিয়া দপ্তরের অধিকর্তা সত্যব্রত নাথ বলেন সামাজিক দায়িত্ববোধের অঙ্গ হিসেবেই এই সাফাই অভিযানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এন এস এস ইউনিট স্বচ্ছ ভারত অভিযান ছাড়াও নানা সামাজিক কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত রয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

রাজরাজশ্রী নার্সিং কলেজের বিরুদ্ধে মিথ্যে প্রচার করা হচ্ছে, দাবি কলেজ কর্তৃপক্ষের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ অক্টোবর: রাজরাজশ্রী নার্সিং কলেজের বিরুদ্ধে পরিকল্পিত ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে মিথ্যা প্রচার করা হচ্ছে বলে গুরুতর অভিযোগ করেছে কলেজ কর্তৃপক্ষ। রাজরাজশ্রী নার্সিং কলেজের বিরুদ্ধে উঠা সব অভিযোগ মিথ্যে বলে দাবি কলেজের। নেওয়া হতে পারে আইনত ব্যবস্থা। ৩১৫০ টাকা দিয়ে পরীক্ষার্থীদের পাশ করিয়ে দেওয়া হয় বলে যে তথ্য সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া হয় তা সম্পূর্ণ ভুল এবং অপপ্রচারের চেষ্টা বলে জোরালো দাবি করলো রাজরাজশ্রী নার্সিং কলেজ কর্তৃপক্ষ। তাছাড়া পরবর্তী সময় কলেজের ছাত্রছাত্রীরাও পুরো ঘটনা ভুল এবং মিথ্যে তা তুলে ধরে সংবাদ মাধ্যমে। কর্তৃপক্ষ আরও জানায়, যে অভিভাবক হোস্টেল এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন উনার কোনো সন্তান কিংবা পরিচিত কেউই হোস্টেল এ থেকে পড়াশোনা করে না , সবকিছুই গুজব মাত্র।

বিধায়কের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখানোয় তৃণমূল কর্মীদের উপর হামলা গোসাবায়

গোসাবা, ৩০ অক্টোবর (হি.স.) : মঙ্গলবারই গোসাবা বিডিও অফিস চত্বরে বিধায়ক সুব্রত মণ্ডলের বিরুদ্ধে রাজ্যের মন্ত্রী বঙ্কিম হাজরার সামনে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন এলাকার মানুষ। বিশেষ করে বালি ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের মানুষজন ছিলেন সেই বিক্ষোভে। ঘটনার পর ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই সেই বিক্ষোভকারীদের বাড়িতে হামলা চালানোর অভিযোগ উঠল বিধায়ক সুব্রত মন্ডলের অনুগামীদের বিরুদ্ধে। বুধবার সকাল থেকেই একের পর এক বিক্ষোভকারীদের বাড়ি টার্গেট করে হামলা চালায় সুব্রত অনুগামীরা। বেধড়ক মারধরের পাশাপাশি ভেঙে দেওয়া হয় বাইক, টোটো, বাড়িঘর, আসবাবপত্র। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এদিন ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। গোসাবা থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেয়। এই ঘটনায় মোট ১২ জনকে আটক করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রের খবর। এলাকায় উত্তেজন আথাকায় বসানো হয়েছে পুলিশ পিকেট। যদিও এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন গোসাবার বিধায়ক। তিনি বলেন, " এই ধরনের কোন কথা জানা নেই। যদি এলাকার মানুষের উপর কোন হামলা, অত্যাচার হয়ে থাকে পুলিশ সেই ঘটনার তদন্ত করে দোষীদের গ্রেফতার করুক।" পাশাপাশি তিনি আরও বলেন, " মঙ্গলবার বিডিও অফিসে আমার বিরুদ্ধে যে অন্যায়, মিথ্যা অপপ্রচার করা হয়েছে তা বালি ১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মানুষ মেনে নেয় নি। তাঁরা রাগে ক্ষোভে ফুঁসছে। সেই কারণে কারও কারও সাথে ঝগড়া, অশান্তি হতে পারে, তবে সে কথাও আমার জানা নেই।" এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তৃণমূলের গোসাবায় তৃণমূলের দলীয় কোন্দল আরও একবার প্রকাশ্যে চলে এল। গোসাবা ব্লক তৃণমূলের কার্যকারী সভাপতি সুবিদ আলি ঢালি বলেন, "এটা কোন গোষ্ঠী কোন্দল নয়। তবে বেছে বেছে তৃণমূল কর্মীদের উপর আক্রমণ করা হয়েছে। এই মানুষগুলি বিধায়কের দুর্নীতির বিরুদ্ধে মুখ খুলেছিলেন বলেই, এই হামলা হয়েছে। পুলিশকে বলেছি তদন্ত করে দোষীদের গ্রেফতার করতে।" এসডিপিও ক্যানিং রামকুমার মন্ডল বলেন, "এলাকায় একটা মারামারির ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। যাতে এলাকায় আইন শৃঙ্খলা বজায় থাকে সেই চেষ্টা আমরা করছি।"

স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জ্ঞপন ধর্মেন্দ্র প্রধানের

ভুবনেশ্বর, ৩০ অক্টোবর (হি.স.) : প্রখ্যাত সমাজ সংস্কারক তথা আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা পণ্ডিত মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতীর মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জ্ঞপন করলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। সমাজ, শিক্ষা এবং ধর্মীয় চেতনায় স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর প্রভাব তুলে ধরেন তিনি।বুধবার নিজের এক্স হ্যান্ডেলে ধর্মেন্দ্র প্রধান লিখেছেন, আমি আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা, চিন্তাবিদ এবং দূরদর্শী সমাজ সংস্কারক স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীকে আমার গভীর শ্রদ্ধা জানাই। ধর্মেন্দ্র প্রধান লেখেন, বৈদিক শিক্ষার প্রচার এবং সামাজিক কুসংস্কার দূরীকরণে সমগ্র জীবন উৎসর্গ করেছিলেন স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী।

রেলের টিকিট বুকিং নতুন নিয়মেই ১২০ দিনের বদলে ৬০ দিন, সতর্কতা যাত্রীদের

কলকাতা, ৩০ অক্টোবর (হি. স.): ১২০ দিনের পরিবর্তে ৬০ দিন। রেলের টিকিট বুকিংয়ের মেয়াদ তথা সময়সীমা কমছে। সুতরাং নতুন নিয়ম কার্যকর হতে চলেছে আগামী নভেম্বর মাসের প্রথম দিন থেকেই। বুধবার পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কৌশিক মিত্র এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ নিয়ে বিস্তারিত জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ২০১৫ সালে ৬০ দিন থেকে বুকিং এর সময়সীমা ১২০ দিন বাড়ানো হয়। ফের তা কমছে। এর অন্যতম কারণ হল, ৬০ দিনের বেশি সময় বুকিংয়ের ফলে ৫ রেল যাত্রী বুকিং বাতিল করেন না। ২১ অগ্রিম বুকিং বাতিল হয়ে থাকে। এর ফলে, সংশ্লিষ্ট যাত্রী সাধারণের অনুপস্থিতি থেকেই যায়। এর পরিপ্রেক্ষিতেই এমনতর নতুন সিদ্ধান্ত। তবে ৩১ অক্টোবর ২০২৪ পর্যন্ত ১২০ দিনের বুকিং রয়েছে যে সকল রেল যাত্রীদের তা বাতিল করা হচ্ছে না। বিদেশী পর্যটকদের জন্য যে চালু নিয়ম অর্থাৎ ৩৬৫ দিনের বুকিংও বহাল থাকছে। অপরিবর্তিত থাকছে ওই দুই নিয়ম। তিনি এ প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের আরো বলেন, নতুন নিয়মের সবরকম সুবিধা পাবেন রেলযাত্রীরা। তাদের সতর্ক করে দিতে চেয়ে আগাম বার্তা দেওয়া হয়েছে। এর মূল উদ্দেশ্য - প্রকৃত ভ্রমণের চাহিদাকে উৎসাহিত করা। পরিষেবা প্রসারিত হচ্ছে, এর সুবিধার্থে সকলেই টিকিট পাবে। অচিরেই দূর হবে অনিশ্চয়তার বাতাবরণ অচিরেই দূর হবে।

ভারতের প্রতি বিশ্বের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে গিয়েছে : গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত

অযোধ্যা, ৩০ অক্টোবর (হি.স.) : ভারতের প্রতি বিশ্বের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে গিয়েছে। জোর দিয়ে বললেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত। তিনি বলেছেন, ভারত যে গতিতে এগিয়েছে তাতে গোটা বিশ্ব তাকিয়ে আছে ভারতের দিকে। ভারতের জ্ঞান, ঐতিহ্য, যোগ, আয়ুর্বেদ, সংস্কৃতি এখন সারা বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত আরও বলেছেন, 'ভগবান শ্রী রামের মন্দির প্রতিষ্ঠার পর ভারতের সৌভাগ্যের সূর্য আবার উদিত হচ্ছে। আজকের দীপোৎসব অবশ্যই আমাদের জন্য একটি সংকল্পের দিন যে আমরা এই দেশকে বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী, সমৃদ্ধ এবং সক্ষম দেশ হিসেবে গড়ে তুলব।' উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ এদিন কেন্দ্রীয় পর্যটন মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াতের উপস্থিতিতে পর্যটন অ্যাপ চালু করেন এবং অযোধ্যার মেয়রের লেখা বই প্রকাশ করেন। অযোধ্যায় দীপোৎসব অনুষ্ঠানে অংশ নিতে অযোধ্যায় এসেছেন শেখাওয়াত।

ধর্মনগরে এইচআইভি অর্থাৎ এইডস বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৩০ অক্টোবর: বুধবার ধর্মনগরের বিবেকানন্দ সার্ধশতবার্ষিকী ভবনে এইচআইভি অর্থাৎ এইডস বিষয়ক এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা এই সেমিনারে যোগদান করে। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন, এসিস্ট্যান্ট পুলিশ সুপার জেরেমি ডার্লং, এডিশনাল জেলাশাসক বিপ্লব দাস, ধর্মনগর পুরপরিষদের চেয়ারম্যান মিতালী দাস সেন , উত্তর জেলা পরিষদের সভার নেত্রী অপর্ণা নাথ, মুখ্য স্বাস্থ্য অধিকারী উত্তর জেলার এবং জেলার বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররা। উপস্থিত ছিলেন তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের সিনিয়র অফিসার দিলীপ দেববর্মা। অতীথিদের বক্তব্যে এইচআইভি এর ফল নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করা হয়।
বিশেষ করে ১৮ থেকে ৪০ বছর বয়স পর্যন্ত যুবক সম্প্রদায় ড্রাগসের প্রতি আসক্তি এই এইচআইভি সম্প্রসারণের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে বলে অতিথিদের বক্তব্যে উঠে আসে। তাছাড়া এসটিডি এই এইচ আই ভি সম্প্রসারণের কারণ বলে উল্লেখ করা হয়। দামছড়া, কাঞ্চনপুর এবং ধর্মনগরের সেই এলাকায় ড্রাগস বিরোধী অভিযানে পুলিশের সাফল্য আসলেও জনজাতিদের উপযুক্ত সচেতনতার অভাবে এইচআইভি স্থান করে নিচ্ছে।
এমনিতে এইচআইভি সংক্রামিত রোগ নয় কিন্তু ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে বিভিন্ন নেশায় বা এসটিডির মাধ্যমে এই রোগ সংক্রামিত হচ্ছে। এ রোগ থেকে বাঁচার একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে সচেতনতা। মানুষের মধ্যে যখন সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে তখন এইচআইভি সংক্রমণের হাত কমতে থাকবে। তাই প্রতিটি সেমিনারে বিশাল অংশে মানুষের যোগদান আবশ্যক বলে অধ্যক্ষ উল্লেখ করেন। ছাত্র-ছাত্রীদের এ ব্যাপারে সচেতন হয়ে শিক্ষক শিক্ষিকার মাধ্যমে সঠিক পরামর্শ গ্রহণের জন্য উপদেশ দেওয়া হয়।

ত্রিপুরা রাজ্য স্কাউট এবং গাইডের নতুন কমিটি নিয়ে বিতর্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ অক্টোবর: স্কাউট ও গাইড এর নতুন কমিটি নিয়ে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। অবিলম্বে এই বিতর্কিত কমিটি ভেঙ্গে নতুন করে কমিটি গঠনের দাবি উঠেছে। ত্রিপুরা রাজ্যে স্কাউট ও গাইড এর নতুন কমিটি গঠিত হয়েছে। নতুন এই কমিটি নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। এই কমিটি ভেঙ্গে নতুন করে কমিটি গঠনের দাবিতে আজ ত্রিপুরা রাজ্য স্কাউট এবং গাইড এর কিছু সদস্য যুব বিষয়ক ক্রিয়া দপ্তরের অধিকর্তা এস বি নাথের নিকট ডেপুটেশন প্রদান করতে যায়। অধিকর্তা তাদের সঙ্গে বাজে ব্যবহার করে তাদের বের করে দেয় বলে অভিযোগ করেন তারা। অবিলম্বে বর্তমান এই কমিটি ভেঙ্গে নতুন কমিটি গঠন করা না হলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবে বলে জানিয়েছে।

পাকা রাস্তার দাবিতে মালদা জেলা পরিষদের কর্মাধক্ষের বাড়ির সামনে মহিলাদের বিক্ষোভ

মালদা, ৩০ অক্টোবর(হি.স.) : পাকা রাস্তার দাবিতে মালদার বামনগোলা ব্লকের মদনাবতী গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত হরিশংকরপুর এলাকার মহিলারা বুধবার সকাল থেকেই জেলা পরিষদের কর্মাধক্ষ পূর্ণিমা বারুইদাসের বাড়ির সামনে বিক্ষোভ দেখান। প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে গ্রামবাসীরা, বিশেষ করে মহিলারা, হরিশংকরপুর থেকে জামাই পাড়া পর্যন্ত রাস্তাটি পাকা করার দাবিতে পূর্ণিমা বারুইদাসের বাড়ির সামনে ঘণ্টাখানেক দাঁড়িয়ে থেকে বিক্ষোভ চালান। গ্রামবাসীদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন জায়গায় আবেদন জানানো সত্ত্বেও রাস্তা নির্মাণের কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। তাই বাধ্য হয়ে তারা এদিন কর্মাধক্ষের বাড়ির সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। গ্রামবাসীরা স্পষ্ট করে জানিয়েছেন, এই বিক্ষোভ কোনো রাজনৈতিক দলের হয়ে নয়; বরং নিজেদের এলাকার রাস্তার উন্নতির জন্যই তারা এসেছেন। পরে জেলা পরিষদের কর্মাধক্ষ পূর্ণিমা বারুইদাস আশ্বাস দিলে বিক্ষোভকারীরা ফিরে যান। তবে এলাকাবাসীর দাবি, দ্রুত রাস্তাটি পাকা করার ব্যবস্থা না হলে তারা আবারও আন্দোলনে নামবেন।

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৩০ অক্টোবর (হি.স.): বুধবার নয়াদিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে দেখা করেন রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী ভজন লাল শর্মা। সোশ্যাল মিডিয়ায় প্ল্যাটফর্ম-এ দুজনের বৈঠকের ছবি শেয়ার করে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় (পিএমও) এই তথ্য জানিয়েছে।
মুখ্যমন্ত্রী ভজন লাল শর্মা জানিয়েছেন, আলোর পবিত্র উতব দীপাবলির বিশেষ তিথি উপলক্ষ্যে দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন এবং তাঁকে আলোর উতবের জন্য উষ্ণ শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তাঁর মূল্যবান দিকনির্দেশনা এবং স্নেহময় আশীর্বাদ পেয়েছেন বলেও জানান রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী ভজন লাল শর্মা।

সদস্য হতে চান ঃ বিপ্লব

● প্রথম পাতার পর
প্রথম স্থানে হিসেবে রয়েছে। তাঁর কথায়, আমি সারা ভারতবর্ষ ঘুরেছি, আমি অনুভব করতে পারছি যে মানুষ ভারতীয় জনতা পার্টির সদস্যপদ গ্রহণ করতে চায়। কারণ, আপামর জনগণ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে আরও সশক্ত বানাতে চায়।

ইয়াবা সহ আটক দুই

● প্রথম পাতার পর
এক বিবৃতি জারি করে একথা জানানো হয়েছে।
বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, দীপাবলির প্রাক মুহূর্তে আসাম রাইফেলস নারংবাড়ি এলাকায় একটি বিশেষ অভিযান শুরু করেছে। ওই অভিযানে দুই নেশাকারবারীকে আটক করা হয়। তার কাছ থেকে ৯০ হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করে। যার বাজারমূল্য আনুমানিক ১৮ কোটি টাকা হবে। সাথে একটি গাড়িকেও বাজেয়াপ্ত করে।
বিবৃতিতে আরও বলেন, মাদক বিরোধী অভিযান এবং অবৈধ চোরাচালান কার্যকলাপের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আসাম রাইফেলসের অটল প্রতিশ্রুতিতে অবদান রাখতে অনেক দূর এগিয়ে যাবে।

স্ত্রী-শ্বশুর সহ ধৃত তিন

● প্রথম পাতার পর
স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া বিবাদ শুরু হয়েছে। তাঁর অভিযোগ, গত রবিবার গভীর রাতে ঝুটনকে তাঁর ভায়রা-ভাই মনির দেবনাথ শ্বশুর বাড়িতে ডেকে নিয়ে যান। সেখানে তাঁকে বেধড়ক মারধর করে মাটিতে ফেলে রাখেন তাঁরা। খবর পেয়ে ছুটে গিয়ে তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেছি। ওই ঘটনা পুলিশকে জানিয়েছি।
মৃতের ভাই বলেন, গুরুতর আহত অবস্থায় ঝুটনকে প্রথমে হাঁপানিয়া ডা. বি আর আম্বেডকর হাসপাতালে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখে চিকিৎসকরা তাঁকে জি বি হাসপাতালে স্থানান্তর করেন। আজ বুধবার ভোর পাঁচটা নাগাদ জি বি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে। তিনি বলেন, ঝুটনের মৃত্যুর খবর শুনে আমতলী থানা খুনের মামলা রুজু করেছে। ওই মামলায় পুলিশ ঝুটনের স্ত্রী মাম্পি সরকার ও শ্বশুর অজয় সরকারকে গ্রেফতার করেছে। তাঁর ভায়রা-ভাই মনির দেবনাথকে আগেই পুলিশ গ্রেফতার করেছিল।
ওই ঘটনায় আমতলী থানার ওসি সিতিকান্ত বর্ধন বলেন, ঝুটন সরকারকে মারধরের অভিযোগে গত ২৯ অক্টোবর মনির দেবনাথকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। আজ তাঁর স্ত্রী ও শ্বশুরকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করে ওই ঘটনায় আরও কেউ যুক্ত পাওয়া গেলে সকলকেই গ্রেফতার করা হবে।

উন্মুক্ত সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়ার নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ করার দাবিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে চিঠি সাংসদ বিপ্লবের

আগরতলা, ৩০ অক্টোবর: ত্রিপুরায় অনুপ্রবেশ ঠেকাতে সীমান্তে উন্মুক্ত কাঁটাতারের বেড়ার নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ করার দাবিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহকে চিঠি দিয়ে আর্জি জানালোন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব।
এদিন চিঠিতে সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব লিখেছেন, বাংলাদেশের সাথে ত্রিপুরার আন্তর্জাতিক সীমান্তের মোট দৈর্ঘ্য ৮৫৬ কিলোমিটার। যদিও সীমান্তের বেশিরভাগ অংশে বেড়া দেওয়ার কাজ হয়েছে। কিন্তু সীমান্তের ২৬.৬৪ কিলোমিটার অংশ উন্মুক্ত রয়েছে। ওই সমস্ত উন্মু অংশে নির্মাণ কাজ চলছে খুব ধীর গতিতে।
এদিন তিনি চিঠিতে আরও লিখেছেন, সংস্কারের অভাবে পুরানো সীমান্ত বেড়াটি জরাজীর্ণ ও মরিচা পড়া অবস্থায় রয়েছে। এখন বাংলাদেশের অস্থির পরিস্থিতিট কারণে উন্মুক্ত সীমান্ত দিয়ে ত্রিপুরায় অনুপ্রবেশের সম্ভাবনা রয়েছে। তাই তিনি স্বরাষ্ট মন্ত্রী অমিত শাহের কাছে উন্মুক্ত অংশে বেড়া দেওয়া এবং পুরানো সীমান্ত বেড়া সংস্কারের জন্য আর্জি জানিয়েছেন। যদিও ত্রিপুরায় অনুপ্রবপশ ঠেকাতে কেন্দ্রীয় সরকার সক্রিয় পদক্ষেপ নিয়েছে। কিন্তু সীমান্তের আরও নজরদারি বাড়াতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার নেওয়ার আবেদন করেন তিনি।

ধৃতকে থানা থেকে ছাড়ানোর চেষ্টার অভিযোগ, সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশের দাবি শুভেন্দুর

কলকাতা, ৩০ অক্টোবর (হি.স.): চাঁদা তোলার নামে জুলুমবাজির অভিযোগে ধৃতকে থানা থেকে ছাড়ানোর চেষ্টার অভিযোগ উঠেছে ক্যানিংয়ের এক তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে।রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ডিজির কাছে থানার সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশের দাবি জানিয়েছেন।সূত্রের খবর, মঙ্গলবার রাতে ক্যানিংয়ের রায়বাঘিনীর মোড়ে টহল দেওয়ার সময় চাঁদা তোলার নামে জুলুমবাজির অভিযোগে যুব তৃণমূল কর্মী জয়ন্ত ঘোড়ইকে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ। অভিযোগ, বুধবার সকালে তাকে ছাড়াতে ক্যানিং ১ নম্বর ব্লকের যুব তৃণমূল সভাপতি অরিত্র বসু এলাকার লোকজনকে নিয়ে ক্যানিং থানায় ঢুকে পড়েন। লকআপ থেকে আটক ব্যক্তিকে ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন। বুধবার সকালে এই ঘটনায় তেতে ওঠে ক্যানিং। পুলিশকে মারধরেরও অভিযোগ উঠেছে। ইতিমধ্যেই এর বিরুদ্ধে সামাজিক মাধ্যমে সরব হয়েছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। রাজ্য পুলিশের ডিজি-র কাছে থানার সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশের দাবি জানিয়েছেন তিনি। তবে অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ক্যানিং পশ্চিম কেন্দ্রের তৃণমূল বিধায়ক পরেশ রাম দাস।

কল্যাণীতে স্বামীর কাছ থেকে ছিনিয়ে স্ত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগ, ধৃত ৮

নদিয়া, ৩০ অক্টোবর (হি.স.): স্বামীর কাছ কার্যত ছিনিয়ে নিয়ে বেশ কয়েকজন যুবকের এক মহিলাকে ধর্ষণের অভিযোগ নিয়ে উত্তাল কল্যাণী। রেলব্রিজের নিচে ঘন জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে বধূকে গণধর্ষণ করা হয় বলেই অভিযোগ। ওই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বুধবার ভোরে স্বামী-স্ত্রী দুজন মিলে বিশেষ কাজে কল্যাণীর কাঁচরাপাড়া রেলব্রিজের ধার দিয়ে যাচ্ছিলেন। অভিযোগ, তখন তাঁদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বেশ কয়েকজন। মহিলাকে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যায় ব্রিজের নিচে। সেখানেই তাঁকে গণধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ।
এর পর নির্যাতিতা এবং নির্যাতিতার স্বামী কল্যাণী থানার দ্বারস্থ হন। লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে প্রথমে চারজন এবং পরবর্তীকালে আরও তিনজন এবং দুপুরের দিকে আরও একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। মোট ৮ জনকে গ্রেফতার করে কল্যাণী থানার পুলিশ।

পরিকল্পনা, ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

● প্রথম পাতার পর
রাজ্যে ১৯৮৪ সালের ১২ মার্চ ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলসের (টিএসআর) এর প্রথম ব্যাটেলিয়ান প্রতিষ্ঠিত হয়। তৎকালীন সময়ে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ মোকাবিলায় কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনীর স্বল্পতার কারণে কেন্দ্রীয় বাহিনীর ধাচে টিএসআর বাহিনী গড়ে তোলা হয়। বর্তমানে রাজ্যে ১৪টি টিএসআর ব্যাটেলিয়ান রয়েছে।
মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন, টিএসআর জওয়ানদের রেশনমানি ১ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ২ হাজার টাকা করা হবে। সব র‍্যা ঙ্কের জওয়ানদের জন্য পোশাক ভাতা ১০ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ১২ হাজার টাকা করা হবে। প্রত্যেক ব্যাটেলিয়ানে জিমনাসিয়াম স্থাপনের জন্য ৫ লক্ষ টাকা করে প্রদান করা হবে। টিএসআর ব্যাটেলিয়ানে সেবা দিতে ইচ্ছুক মেডিক্যাল অফিসারের সাম্মানিক বর্ধিত করে মাসিক ৬০ হাজার টাকা করা হবে। অ্যাডহক ভিত্তিতে ২৪০ জন জওয়ানের পদোন্নতির ব্যবস্থা করা হবে। টিএসআর পোস্ট এবং ব্যারাকের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হবে।
অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, টিএসআর এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে বীরতা ও বন্ধুত্ব। এখন ত্রিপুরাতে জনগণের মধ্যে বিশ্বাস ও নিরাপত্তার একটা বাতাবরণ রয়েছে। এই বাতাবরণ সৃষ্টিতে টিএসআর জওয়ানদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। আইন শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য টিএসআর তৈরী হলেও এখন বিভিন্ন কাজে তারা যুক্ত।
সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ মোকাবিলা ছাড়াও, বর্তমানে টিএসআর বাহিনী রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা, বিপর্যয় মোকাবিলা, শিল্প নিরাপত্তা, ভিআইপি নিরাপত্তা এবং নেশাবিরোধী অভিযানের সঙ্গে যুক্ত থেকে দায়িত্ব পালন করছে। রাজ্যের শিল্প এলাকার নিরাপত্তার সাথে সাথে টিএনজিসিএল এবং নীপকোতে টিএসআর বাহিনী দায়িত্ব পালন করছে। ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের চাহিদা অনুসারে দিল্লীতে পার্লামেন্ট স্ট্রিট সহ বিভিন্ন দূতাবাস এলাকায় টিএসআর জওয়ানরা নিয়োজিত রয়েছে। বিভিন্ন রাজ্যের নির্বাচনের সময়ে টিএসআর বাহিনীকে নিযুক্ত করা হচ্ছে এবং তাদের দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালনের ফলে রাজ্যের সুনাম অর্জিত হচ্ছে। ১৯৯০ সাল থেকে টিএসআর দ্বিতীয় ব্যাটেলিয়ান প্রতিষ্ঠিত হবার পর ১৬ জন জওয়ান সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ মোকাবিলায় আত্মবলিদান দিয়েছেন।
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে প্রায় ৮৫৬ কিলোমিটার আন্তর্জাতিক সীমান্ত রয়েছে। বিএসএফ এর সঙ্গে টিএসআর জওয়ানরা দ্বিতীয় পর্যায়ে নিরাপত্তা বলয় তৈরী করে সীমান্ত সুরক্ষায় দেশ সেবায় নিয়োজিত রয়েছেন। ২০১১ সালে ত্রিপুরা পুলিশ এবং টিএসআর বাহিনীর উল্লেখযোগ্য কাজের স্বীকৃতি হিসেবে প্রেসিডেন্টস কালার মেডেল এ সম্মানিত হয়েছিল। 'প্রাইড অব ত্রিপুরা' হিসাবে টিএসআর বাহিনী রাজ্যে নিজেদের স্বতন্ত্রতা প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে। সম্প্রতি ত্রিপুরায় যে বন্যা হয়েছে সেখানে বন্যার্তদের উদ্ধার ও ত্রাণের কাজে টিএসআর জওয়ানদের ভূমিকা অপরিসীম। রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী টিএসআর এ প্রথম বারের মতো ১৩৭ জন মহিলা নিয়োগ করা হয়েছে। বর্তমানে রাজ্যে ১৪টি টিএসআর ব্যাটেলিয়ান রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-এর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় আমাদের উত্তর পূর্বাঞ্চলে এখন শান্তির বাতাবরণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক অমিতাভ রঞ্জন। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য পুলিশের আইজি (টিএসআর ও ওপিএস) ক্যারি মারাক, টিএসআর ২য় ব্যাটেলিয়ানের কমান্ডেন্ট নারায়ণ রায় চৌধুরী। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন রাজ্য পুলিশের অতিরিক্ত মহানির্দেশক জি এস রাও। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ও অতিথিগণ জওয়ানদের মধ্যে দীপাবলি উপলক্ষে মিষ্টি তুলে দেন এবং জওয়ানদের সঙ্গে দীপাবলি উৎযাপন করেন।

প্রাঙ্গন

পূর্বাঞ্চলীয় আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবলে অংশ নিতে রাজ্য দল এখন মনিপুরে

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। পূর্বাঞ্চলীয় আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় মহিলা ফুটবল টুর্নামেন্টে অংশ নিতে আজ, বুধবার মনিপুরের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় দল।
আগামী পয়লা নভেম্বর থেকে ৫ ই নভেম্বর অনুষ্ঠিত হবে এই টুর্নামেন্ট। টুর্নামেন্টের ডি গ্রুপে রয়েছে ত্রিপুরা।
ত্রিপুরার গ্রুপে রয়েছে।
বিহারের এল এন মিথালী বিশ্ববিদ্যালয়, মহাত্মা গান্ধী কাশী বিদ্যাপীঠ, নাগাল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়, ধন মঞ্জুরী বিশ্ববিদ্যালয়, বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ও জাতীয় স্পোর্টস বিশ্ববিদ্যালয়। নকআউট এই টুর্নামেন্টে ত্রিপুরা প্রথম ম্যাচ খেলবে মহাত্মা গান্ধী কাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপক্ষে। টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে ৫ নভেম্বর।
জাতীয় স্তরের এই টুর্নামেন্টে অংশ নেওয়ার জন্য ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় রূপশ্রী দেববর্মার নেতৃত্বে রাজ্য দল গঠন করে। দলের ফুটবলাররা হলো রূপশ্রী দেববর্মা (অধিনায়ক), অনুশি দেববর্মা (সহ অধিনায়ক), সুরবালা কলই, সোনা লিম্বু, উরবিনা এলাঙ, অমলাবতী রিয়াং, জুনিকি মলসুম, প্রিয়া জমাতিয়া, সকচকতি রিয়াং, এলিশা রিয়াং, যমুনা রিয়াং, ক্রিস্টিনা মেসার, চিলেক লাংকাম, সুস্মিতা দাস, অঞ্জনা ত্রিপুরা, বাসন্তী রিয়াং, মৌসুমী ওরাঙ, লালুঙরাই ডার্লিং ও কাজলতি রিয়াং। দলের প্রশিক্ষক মধুমানিক লোধ ও ম্যানেজার সারিনা নেড্রাম।

সি কে নাইডু ট্রফি : ৮ নভেম্বর থেকে চন্ডিগড় - ত্রিপুরা ম্যাচ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরা দল এবার চন্ডিগড় যাবে। কর্ণেল সি কে নাইডু ট্রফি ক্রিকেটে। ত্রিপুরা দলের পরবর্তী ম্যাচ ৮ থেকে ১১ নভেম্বর চন্ডিগড়ের বিরুদ্ধে। খেলা হবে চন্ডিগড়ের মহাজন ক্রিকেট গ্রাউন্ডে। ৮ দলীয় এলিট গ্রুপ-এ এর চতুর্থ রাউন্ডের খেলা। এর আগের তিন ম্যাচের তিনটিতেই ত্রিপুরা দল হেরে পয়েন্টের সারণিতে একেবারে তলানিতে রয়েছে। তিন ম্যাচ থেকে ত্রিপুরা দলের সংগৃহীত পয়েন্ট নয়।
সেস্থলে, চন্ডিগড় রয়েছে পঞ্চম শীর্ষে। তিন ম্যাচ থেকে ২৭ পয়েন্ট পেয়ে। ত্রিপুরা দল প্রথম খেলায় মহারাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ২৫ রানে হেরেছিল। পরবর্তী দুটি ম্যাচে যথাক্রমে কর্নাটকের কাছে ইনিংস সহ ১৩১ রানে এবং তামিলনাড়ুর কাছে ইনিংস সহ ৩৫ রানের ব্যবধানে পরাজিত হয়েছে। পক্ষান্তরে, চন্ডিগড় প্রথম ম্যাচে সরাসরি জয় পেয়েছিল কেরালার বিরুদ্ধে ৭ উইকেটের ব্যবধানে। দ্বিতীয় ম্যাচে তামিলনাড়ুর কাছে ইনিংস সহ ৮৩ রানে পরাজিত হয়েছিল। তৃতীয় ম্যাচে উত্তরাখণ্ডের বিরুদ্ধে ম্যাচ ড্র হলেও প্রথম ইনিংসে লিড নেওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল। এদিকে ৮ নভেম্বর থেকে গ্রুপ লীগের অন্য খেলায় বালাঙ্গীরে উড়িষ্যা খেলবে কর্নাটকের বিরুদ্ধে। নাসিকে মহারাষ্ট্র ও কেরালা পরস্পরের মুখোমুখি হবে। সালেমে তামিলনাড়ু খেলবে উত্তরাখণ্ডের বিরুদ্ধে।

অনূর্ধ ১৯ মহিলা টি-২০ চ্যালেঞ্জার ট্রফি এবার নিকি প্রসাদের ঘরে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। চ্যালেঞ্জার ট্রফি ক্রিকেটে টিম-এ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। রানার্স খেতাব পেয়েছে টিম-সি।
বিসিসিআই আয়োজিত মহিলাদের অনূর্ধ ১৯ টি টোয়েন্টি চ্যালেঞ্জার ট্রফি ক্রিকেটের ফাইনালে আজ, বুধবার টিম-এ অর্থাৎ নিকি প্রসাদের নেতৃত্বাধীন দল ২৪ রানের ব্যবধানে টিম-সি অর্থাৎ সানিকা চালকে-র দলকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন ট্রফি জিতে নিয়েছে। বিজিত টিম-সি পেয়েছে রানার্স খেতাব। রায়পুরে শহীদ বীর নারায়ন সিং আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে বেলা দেড়টায় ম্যাচ শুরুতে টস জিতে টিম-এ প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয় এবং সীমিত ২০ ওভারে তিন উইকেটে ১৩৬ রান সংগ্রহ করে।
জবাবে ব্যাট করতে নেমে টিম-সি ৮ উইকেট হারিয়ে ১১২ রান সংগ্রহ করতেই সীমিত ২০ ওভার ফুরিয়ে যায়।
বিজয়ী দলের দলনেত্রী তথা অলরাউন্ডার নিকি প্রসাদ ফাইনাল ম্যাচে এবং পুরো সিরিজে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব পেয়েছে। উল্লেখ্য, তৃতীয় স্থান নির্ণায়ক ম্যাচে টিম-বি ৭ উইকেটের ব্যবধানে টিম-ডি কে পরাজিত করেছে। একই স্টেডিয়ামে সকাল ৯ টায় ম্যাচ শুরুতে টস জিতে টিম-ডি অর্থাৎ মিথুলা বিনোদের নেতৃত্বাধীন দল প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয় এবং নির্ধারিত ২০ ওভারে আট উইকেট হারিয়ে ৯১ রান সংগ্রহ করে। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে টিম-বি অর্থাৎ তৃষা-র নেতৃত্বাধীন দল ১৭.৪ ওভার খেলে তিন উইকেট হারিয়েই জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। বিজয়ী দলের দলনেত্রী তৃষা দুর্দান্ত ব্যাটিংয়ের সৌজন্যে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব পায়।

আগরতলায় রাজ্য স্কোয়াশ চ্যাম্পিয়নশিপ ২-৩ নভেম্বর

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। আগামী ২ এবং ৩ নভেম্বর রাজ্য স্কোয়াশ চ্যাম্পিয়নশিপ অনুষ্ঠিত হচ্ছে।
অল ত্রিপুরা স্কোয়াশ রেকেট এসোসিয়েশনের উদ্যোগে স্থানীয় আসাম রাইফেলস স্কোয়াশ কমপ্লেক্স-এ ২ নভেম্বর বিকেল পাঁচটায় এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হবে।
রাজ্যের সব কটি মহকুমার স্কোয়াশ খেলোয়াড়দের যথারীতি যোগাযোগ করে নাম নথিভুক্ত করার জন্য এবং খেলার সময়সূচী জেনে নেওয়ার জন্য অল ত্রিপুরার স্কোয়াশ রেকেট এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল নাগাল্যান্ডে, রাজ্যদলের প্রস্তুতি জোরকদমে

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। আগামী ১১ ই নভেম্বর থেকে ১৫ ই নভেম্বর নাগাল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয় অনুষ্ঠিত হতে চলেছে উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় ফুটবল টুর্নামেন্ট। আর এই টুর্নামেন্টে অংশ নেওয়ার জন্য ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় দল গঠনের লক্ষ্যে দুদিনের এক বিশেষ শিবিরের আয়োজন করে। শিবিরের রাজ্যের বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মোট ১১৪ জন ফুটবলার অংশগ্রহণ করে। বিশ্ববিদ্যালয় স্পোর্টস বোর্ড সিলেকশন কমিটি দল গঠন শিবিরে অংশগ্রহণকারী ফুটবলারদের মধ্যে ৩৪ জনকে নির্বাচিত করে বিশেষ প্রশিক্ষণের জন্য।
আগামী পয়লা নভেম্বর থেকে কোচিং ক্যাম্প শুরু হবে ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস গ্রাউন্ডে। সময় খুবই কম এর মধ্যে থেকে টিম নির্বাচন করে সম্ভবত আগামী আট নভেম্বর ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি বয়েজ টিম নাগাল্যান্ডের উদ্দেশ্যে রওনা দেবে।
এখানে উল্লেখ্য আগামী ডিসেম্বর মাসে এই টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হবার কথা ছিল।
কিন্তু নাগাল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানের জন্য টুর্নামেন্ট অনেকটা এগিয়ে আনতে হয়। এতে করে স্বাভাবিকভাবেই বিপাকে পড়ে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তারা। এর পরেও সূচি অনুযায়ী টুর্নামেন্টে অংশ নিতে সব ধরনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়।

এ এফ সি চ্যালেঞ্জ লিগে শুক্রবার ইস্ট বেঙ্গলের ম্যাচ

কলকাতা, ৩০ অক্টোবর (হি.স.) : এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে পশ্চিম এশিয়ার ১২টি দলকে চারদলীয় তিনটি গ্রুপ, গ্রুপ এ থেকে সি ভাগ করা হয়েছে।
আর পূর্ব এশিয়ার ছয়টি দলকে দুইটি তিনদলীয় গ্রুপে, অর্থাৎ গ্রুপ ডি থেকে ই ভাগ করা হয়েছে। গ্রুপ পর্যায়ের পর আটটি দল কোয়ার্টার ফাইনালে খেলবে। গ্রুপ এ থেকে সি-র বিজয়ী এবং পশ্চিম এশিয়ার তিন গ্রুপের মধ্যে সেরা রানার্স-আপ দল শেষ আটে খেলবে। এছাড়া গ্রুপ ডি এবং ই-র বিজয়ী ও রানার্স-আপও কোয়ার্টার ফাইনালে যাবে।
যার ফলে শুক্রবারের ম্যাচ ইস্টবেঙ্গলের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই ম্যাচে জিততে পারলে সরাসরি শেষ আটে পৌঁছে যাবে ইস্টবেঙ্গল।
এএফসির প্রথম ম্যাচে প্যারো এফসির সঙ্গে ড্র এবং বসুন্ধরা কিংসের সঙ্গে জয়ের পর দুই ম্যাচে থেকে চার পয়েন্ট পেয়ে এ গ্রুপের দ্বিতীয় স্থানে আছে ইস্টবেঙ্গল। সরাসরি কোয়ার্টার ফাইনালে উঠতে হলে শুক্রবার শেষ ম্যাচে লেবাননের নেজমেহ এফসি-কে (২ ম্যাচে ৬ পয়েন্ট) হারাতেই হবে তাদের। কিন্তু ড্র করলে সরাসরি শেষ আটে ওঠা ইস্টবেঙ্গলের কাছে সম্ভব হবে না।

টি সি এ-র বার্ষিক সাধারণ সভায় গুরুত্বপূর্ণ গঠনমূলক সিদ্ধান্ত গৃহীত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরায় আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামের কাজ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পুনরায় শুরু করা হবে। টিআইটি স্টেডিয়ামে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলার স্বপ্ন অচিরেই সার্থক হবে। এর জন্য বিশেষ করে পুরানো চুক্তি অনুযায়ী যিনি এই কাজের দায়িত্বে রয়েছেন, উনাকে আইনসম্মত উপায়ে সরিয়ে দেওয়া হবে। পরবর্তী সময়ে নতুনভাবে টেন্ডার ডাকার মধ্য দিয়ে অবশিষ্ট কাজ সম্পন্ন করে, প্রস্তাবিত আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম ক্রিকেটপ্রেমীদের হাতে তুলে দেওয়া হবে। আজ ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের বার্ষিক সাধারণ সভায় এই বিষয়ে সর্বসম্মতিক্রমে গঠনমূলক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তৃণমূল স্তর থেকে ক্রিকেটার তুলে আনার লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি রূপায়ণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। প্রত্যন্ত এলাকা বা অঞ্চলে সুপ্ত প্রতিভাগুলোকে খুঁজে বের করে কোচের মাধ্যমে ক্রিকেট প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করলে আগামী দিনে প্রচুর ক্রিকেটার বেরিয়ে আসবে এবং তাদের থেকে প্রতিভা অন্বেষণের মাধ্যমে সুগঠিত রাজ্য দল গঠন করা যাবে বলে আলোচনায় উঠে আসে। এছাড়া, সব কটি সাব ডিভিশনে ক্রিকেট খেলার উপযুক্ত পরিকাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় হোস্টেল, মাঠ ইত্যাদির বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

রোনাল্ডোর পেনাল্টি মিস, কিংস কাপ থেকে আল নাসরের বিদায়

রিয়াদ, ৩০ অক্টোবর (হি.স.) : মঙ্গলবার রাতে সৌদি আরবের কিংস কাপ থেকে বিদায় নিল আল নাসর। আল-তাউনের বিপক্ষে ১-০ গোলে হেরেছে রোনাল্ডোর দল আল নাসর। ম্যাচের যোগ করা সময়ে পেনাল্টি থেকে গোল করতে ব্যর্থ হয় রোনাল্ডো। ম্যাচের প্রথমার্ধ ছিল গোলশূন্য। দ্বিতীয়ার্ধে আল নাসরের দাপটের মধ্যেই ম্যাচের ৭১মিনিটে আল-তাউনকে এগিয়ে দেন ওয়ালিদ আল-আহমেদ। সেই গোলটিই ম্যাচের ফল নির্ধারণ করে দেয়। আর তাতেই আল নাসরের হারের পাশাপাশি টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নিশ্চিত হয়।
এদিকে আল নাসরের বিদায়ের দিন কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছে আল হিলাল, আল তাইকে ৪-১ গোলে হারিয়ে। কিংস কাপ থেকে বিদায় নিলেও এই মরসুমে এখনও দুটি শিরোপা জয়ের সম্ভাবনা আছে রোনাল্ডোর আল নাসরের।

সূর্যদের সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকায় যাচ্ছেন না গম্ভীর, টি-টোয়েন্টি সিরিজে ভারতের কোচ কে

ভারতীয় দলের কোচ হওয়ার পর গৌতম গম্ভীরের প্রথম পরীক্ষা ছিল শ্রীলঙ্কায় টি-টোয়েন্টি সিরিজ। সেই পরীক্ষায় সফল হয়েছিলেন তিনি। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে যাচ্ছেন না গম্ভীর। সেখানেও ভারতীয় দল টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে। অন্য এক কোচ যাচ্ছেন সূর্যকুমার যাদবদের সঙ্গে।আসলে দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের পরেই ভারতের অস্ট্রেলিয়া সফর রয়েছে। দুই সিরিজে আলাদা দল খেলবে। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজ চলাকালীনই ভারতের টেস্ট দল অস্ট্রেলিয়া চলে যাবে। সেই দলের সঙ্গে যাবেন গম্ভীর। সেই কারণে দক্ষিণ আফ্রিকায় যাবেন না তিনি। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ভারতের খেলা ৮, ১০, ১৩ ও ১৫ নভেম্বর। সেই সিরিজ খেলতে দল রওনা হবে ৪ নভেম্বর। অন্য দিকে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ খেলতে ১০ বা ১১ নভেম্বর রওনা হওয়ার কথা ভারতের। সেই কারণেই দুই সিরিজে আলাদা আলাদা কোচ যাবেন।গম্ভীরের অনুপস্থিতিতে সূর্যকুমারদের প্রধান কোচের দায়িত্ব সামলাবেন ভিভিএস লক্ষ্মণ।
তিনি এখন জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমির দায়িত্বে রয়েছেন। সেখানে তাঁর সঙ্গে কর্মরত সাইরাজ বাহুতুলে, হৃষিকেশ কানিতকর ও শুভদীপ ঘোষ সহকারী কোচের দায়িত্ব সামলাবেন। বাহুতুলে বোলিং, কানিতকর ব্যাটিং ও শুভদীপ ফিল্ডিং কোচের দায়িত্বে থাকবেন।
ভারতীয় ক্রিকেটে এই ঘটনা অবশ্য নতুন নয়। এর আগে রাহুল দ্রাবিড় যখন দলের কোচ ছিলেন তখনও কিছু সিরিজে তিনি দলের সঙ্গে যাননি।
তখনও লক্ষ্মণই ভারতীয় দলের কোচের দায়িত্ব পালন করেছেন। আবার সেই ঘটনা দেখা যাবে। তবে গম্ভীর দায়িত্ব নেওয়ার পর এই প্রথম কোনও সিরিজে দলের সঙ্গে যাবেন না তিনি।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রত্নবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে মেলার উদ্বোধন

রাত পোহালেই আলোর উৎসব জনঢলে ভাসবে ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ অক্টোবর: আগামীকাল ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দিরে দীপাবলি উৎসব ও মেলার উদ্বোধন মাতাবাড়ি ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দির প্রাঙ্গণে আগামীকাল থেকে ২ নভেম্বর পর্যন্ত দীপাবলি উৎসব ও মেলা অনুষ্ঠিত হবে। আগামীকাল সন্ধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা এই মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন। আজ ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দির প্রাঙ্গণে এক সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানান দীপাবলি উৎসব ও মেলা কমিটির চেয়ারম্যান বিধায়ক অভিষেক দেবরায়।

সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি জানান, আগামীকাল সন্ধ্যায় কল্যাণ সাগর পাড়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা কল্যাণ আরতিতে অংশগ্রহণ করবেন এবং সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় মুখ্যমন্ত্রী ধন্যমানিক মুক্ত মঞ্চে প্রদীপ প্রজ্জলনের মাধ্যমে মেলার সূচনা করবেন। মেলা চলবে ২ নভেম্বর পর্যন্ত। সাংবাদিক সম্মেলনে মেলা কমিটির চেয়ারম্যান জানান, মেলায় মোট ১৮টি সরকারি দপ্তরের স্টল থাকবে। মন্দির পরিসরে পুণ্যার্থীদের ভীড় নিয়ন্ত্রণে ১ হাজার ভলান্টিয়ার সর্বদা তৎপর থাকবেন। এছাড়া পুণ্যার্থীদের মন্দিরে প্রবেশের সুবিধার্থে প্রবেশ এবং বহিঃর্গমনের দখ নির্দিষ্ট করা হয়েছে। তিনি আরও জানান, ৩ দিন ব্যাপী এই উৎসব ও মেলা রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় এলইডি স্ক্রিন এর মাধ্যমে লাইভ টেলিকাস্ট করা হবে। এছাড়া মেলা প্রাঙ্গনেও ২টি জায়গায় এলইডি স্ক্রিন এর মাধ্যমে মেলার অনুষ্ঠান লাইভ দেখানো হবে। ড্রোন ক্যামেরার মাধ্যমে আরতি ও উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের ভিডিও রেকর্ডিং করা হবে। মেলা চত্বর থেকে শুরু করে পুনার্থীদের আগমনের রাস্তা উদয়পুর সুভাষ সেতু পর্যন্ত আধুনিক আলোকসজ্জায় সাজিয়ে তোলা হয়েছে। দর্শণার্থীদের জন্য পানিয়জল ও শৌচাগারের ব্যবস্থাও রয়েছে মেলায়। ব্যবসায়ীদের মধ্যে ভিটি বন্টনের প্রক্রিয়া চলছে। এ বছর মোট ৬৩৯টি দোকান ভিটিতে ব্যবসায়ীরা তাঁদের সামগ্রী নিয়ে বসবেন। মেলায় ২ হাজারেরও বেশি টিএসআর, পুলিশ সহ কুইক রেনপন্স টিম নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকবেন। পুণ্যার্থীদের সুবিধার্থে মেলা প্রাঙ্গনে থাকবে স্বাস্থ্য কর্মীগণ। দুর্যোগ পরিস্থিতি মোকাবেলায় থাকবে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা।

এছাড়া মেলায় ধন্যমানিক মুক্ত মঞ্চে ৩ দিন ব্যাপি রাজ্যের এবং বহিঃরাজ্যের শিল্পীদের দ্বারা পরিবেশিত হবে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এবারের মেলায় রাজ্যের ও বহিঃরাজ্যের ২ হাজারেরও বেশি শিল্পী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবে। সাংবাদিক সম্মেলনে গোমতি জিলা পরিষদের সভাধিপতি দেবল দেবরায় এই মেলাকে সুষ্ঠ ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন করতে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। সাংবাদিক সম্মেলনে জেলা পুলিশ সুপার নমিত পাঠক জানান, মাতাবাড়ি দিওয়ালি মেলায় যাতে কোনো ধরণের অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে তারজন্য আগে থেকেই নজরদারি বাড়ানোর জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এছাড়া থাকছে পুলিশ ওয়াচ টাওয়ার, পুলিশ কমান্ড পোস্ট এবং পুলিশ বুখ। নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে মেলার প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ৪৭টি সিসি টিভির মাধ্যমে নজর রাখা হবে। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন গোমতী জিলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি সুজন কুমার সেন, উদয়পুর পুর পরিষদের চেয়ারপারসন শীতল চন্দ্র মজুমদার, মাতাবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান শিল্পী দাস, গোমতী জেলার জেলা শাসক তড়িৎ কান্তি চাকমা, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সহ অধিকর্তা মনোজ দেববর্মা প্রমুখ।

দীপাবলি উপলক্ষ্যে দুঃস্থদের মধ্যে বস্ত্রদান করেন বিজেপি প্রদেশ সভাপতি তথা সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য।

দীপাবলি ও ধনতেরাস উপলক্ষ্যে বুধবার রাজধানীর বিভিন্ন জুয়েলারি শোরুম গুলিতে ধরা পড়ে এরকম ভিড়ের চিত্র। ছবি ঃ নিজস্ব

টেট - এর দাবিতে সিটি সেন্টারের সামনে হাহাকার বেকারদের

আগরতলা, ৩০ অক্টোবর : ২০২২ সাল পরবর্তী টিচার্স এলিজিবিলিটি টেস্ট(টিইটি) নেওয়া হয়নি। তাই, ওই পরীক্ষার দাবিতে বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন বেকার যুবক যুবতীরা। এদিন তাঁরা সিটি সেন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ কর্মসূচীতে সামিল হয়েছেন।

এদিন জনৈক বেকার যুবকের অভিযোগ, রাজ্যের আটটি জেলার প্রতিটি বিদ্যালয় শিক্ষক স্বল্পতায় ভুগছেনশিক্ষকের দাবিতে পড়ুয়ারা রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে। তারপর রাজ্য সরকার টিচার্স এলিজিবিলিটি টেস্ট(টিইটি) নিচ্ছে না।

তাঁর আরও অভিযোগ, বছরে দুইবার টেট নেওয়ার কথা থাকলেও টি আর বিটি দুই বছরেও একটাও পরীক্ষা নেয় নি। তাছাড়া, মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা বিধানসভায় দাঁড়িয়ে বলেছিলেন ২০২৪ সালে টিচার্স এলিজিবিলিটি টেস্ট(টিইটি) নেওয়া হবে। কিন্তু ২০২৪ সাল শেষ হতে মাত্র ২ মাস বাকি রয়েছে। এখনো পর্যন্ত পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়নি। তাই পরীক্ষার দাবিতে আজ সিটি সেন্টারের সামনে বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন তাঁরা। তাঁদের দাবি, অতিসত্বর রাজ্য সরকার পরীক্ষা বিজ্ঞপ্তি জারি করার নির্দেশ দিতে হবে টিআরবিটি।

শীতলাতলী উন্নয়ন সংঘের উদ্যোগে শ্যামামায়ের পূজা উপলক্ষে বস্ত্র বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ অক্টোবর: বুধবার আগরতলার রামঠাকুর সংঘ এলাকায় শীতলাতলী উন্নয়ন সংঘের উদ্যোগে শ্যামামায়ের পূজা উপলক্ষে মায়েদের মধ্যে বস্ত্র বিতরন করা হয়।

দীপাবলি উৎসবকে কেন্দ্র করে রাম ঠাকুর সংঘ এলাকার শীতলাতলী উন্নয়ন সংঘ নানা সামাজিক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে বুধবার এলাকার দুস্ত মা-বোনদের হাতে বস্ত্র তুলে দেওয়া হয়। এছাড়া বসে আঁকো প্রতিযোগিতায় হয়েছিল তাদেরকে পুরস্কৃত করেন সাংসদ তথা বিজেপির প্রদেশ সভাপতি রাজিব ভট্টাচার্য্য।

তাছাড়া উপস্থিত ছিলেন ক্লাব কর্মকর্তা ও সদস্যরা।

এদিন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সাংসদ রাজিব ভট্টাচার্য্য বলেন জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল অংশের মানুষের মিলনে দীপাবলি উৎসব সকলের জীবনে সুখ সমৃদ্ধি বয়ে নিয়ে আসুক। সকলকে আনন্দ উল্লাসে দীপাবলি উৎসব পালন করার জন্য তিনি আহ্বান জানিয়েছেন। শীতলাতলী উন্নয়ন সংঘ দীপাবলি উপলক্ষে বস্ত্র বিতরণের যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে সেজন্য সংঘের কর্মকর্তাদের তিনি ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

ছিনাইহানি জওহরলাল নেহেরু বালিকা নিবাসে সময় কাটালেন মন্ত্রী রতনলাল নাথ

আগরতলা, ৩০ অক্টোবর: ছিনাইহানি জওহর লাল নেহেরু বালিকা নিবাসে সময় কাটালেন মন্ত্রী রতন লাল নাথ। শিশুদের হাতে মাটির প্রদীপ , মিষ্টি তুলে দিয়েছেন। পাশাপাশি, দীপাবলীর শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মন্ত্রী।

প্রসঙ্গত, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে সারা দেশজুড়ে স্থানীয় পণ্যের প্রচারে চলছে “ভোকাল ফর লোকাল” কর্মসূচি। যার ফলে স্বশক্ত হচ্ছে স্থানীয় অর্থব্যবস্থা। এই কর্মসূচীকে বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে আলোর উৎসব দীপাবলির প্রাকমুহূর্তে বুধবার জওহর লাল নেহেরু বালিকা নিবাসে সময় কাটালেন মন্ত্রী রতন লাল নাথ।

তাদের হাতে মাটির প্রদীপ, প্রত্যেকটি পড়ার টেবিলের জন্য একটি করে ল্যাম্প সহ প্রয়োজনীয় বিভিন্ন জিনিস ও মিষ্টি তুলে দেন মেয়েদের হাতে এবং দীপাবলীর শুভেচ্ছা জানান।

দীপাবলি উপলক্ষ্যে মাটির প্রদীপ এবং কম্বল বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ অক্টোবর: শ্রেষ্ঠ ভুবন সামাজিক সংস্থার উদ্যোগে দু:স্থদের মধ্যে দীপাবলি উপলক্ষে মাটির প্রদীপ এবং কম্বল বিতরণ করা হয়। স্টেট মিউজিয়ামের সামনে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি রাজ্য সহ-সভাপতি সুবল ভৌমিক।

দীপাবলি উৎসব উপলক্ষে দুস্তদের মধ্যে মাটির প্রদীপ এবং কম্বল বিতরণের মহতী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে শ্রেষ্ঠ ভুবন সামাজিক সংস্থা। বুধবার রাজধানী আগরতলা শহরে স্টেট মিউজিয়ামের সামনে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দোস্তদের মধ্যে মাটির প্রদীপ এবং কম্বল বিতরণ করা হয়। উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে দোস্তদের মধ্যে মাটির প্রদীপ এবং কপাল তুলে দেন বিজেপির সহ-সভাপতি সুবল ভৌমিক সহ অন্যান্যরা।

১১৫ তম কালীপূজা অনুষ্ঠিত হচ্ছে কমলপুর কমলেশ্বরী কালীবাড়ীতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ৩০ অক্টোবর: কমলপুর কমলেশ্বরী কালীবাড়ীর কালীপূজা এবার ১১৫ বছরে পা দিয়েছে। এ বছর বেশ জাকজমক পূর্ণভাবে পূজার আয়োজন করা হয়েছে। পরিচালন কমিটির দ্বারা চলছে প্রস্তুতি।

ধলাই জেলার মধ্যে প্রাচীনতম কালী মন্দির কমলেশ্বরী কালীবাড়ী। ২০০৯ সালে শতবর্ষ উপলক্ষে সরকারিভাবে জাঁকজমকপূর্ণ পূজা উদযাপন করা হয়েছিল। প্রতি বছর পূজা ও দীপাবলি উৎসব উপলক্ষে শহর সহ মহকুমার নানা প্রান্ত থেকে দর্শনার্থীরা আসেন কমলেশ্বরী মন্দিরে কালী মায়ের পূজো দিতে। ফলে প্রচুর দর্শনার্থীদের ভিড় লক্ষ্য করা যায়। পুলিশ প্রশাসন হিমসিমে পড়ে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে মন্দির প্রাঙ্গনে লাগানো হয় সিসি ক্যামেরা।পূজোর দিবারাত্রির দর্শনার্থীদের ভিড় থাকে। কমলেশ্বরী কালী মা জাগ্রত বলে কেউ কেউ অভিহিত করেন।

কমলেশ্বরী কালী বাড়ী সমন্ধে পরিচালন কমিটির সভাপতি পিন্টু শর্মা জানান, এবার কমলেশ্বরী কালী বাড়ীর কালী পূজা এবার ১১৫ বছরে পা দিয়েছে। চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী পূজা হয়ে আসছে। মায়ের নিশি পূজা নিয়ম মেনে করা হয়। নিশি পূজায় অগনিত দর্শনার্থীরা অংশগ্রহণ করে পূজার্চনা করে পূজার প্রসাদ গ্রহন করেন।

মন্দিরের পূজারী মুকুল ভট্টাচার্য্য বলেন, কমলেশ্বরী মন্দিরে ১১৫ বছর ধরে পূজা হয়ে আসছে। এখানকার কালী মন্দির খুব জাগ্রত। প্রতি অমাবস্যায় ও দীপাবলি উৎসবে প্রচুর ভক্ত বৃন্দরা আসেন নিয়ম মেনে পূজো দিতে পরে প্রসাদ গ্রহন করেন।

শ্যামামায়ের আরাধনায় কুমারঘাটে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি তুঙ্গে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুমারঘাট, ৩০ অক্টোবর: বৃহস্পতিবার কালিপূজো। পূজো উপলক্ষে কুমারঘাট শহরের বুকে বনেদি ক্লাবে চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। রাত পোহালেই হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের শক্তির আরাধ্যা দেবী শ্যামামায়ের আরাধনা। দিকে দিকে এখন চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি।

রাজ্যের ঊনকোটি জেলার কুমারঘাট শহরেও পূজো উদ্যোক্তাদের মধ্যে চলছে অন্তিম পর্যায়ের সাজসজ্জার কাজ। কুমারঘাট শহরাঞ্চলে দূর্গাপূজোর মতো কালী পূজোর তেমন আড়ম্বড় না থাকলেও শহরের হাতেগোনা ক্লাবগুলোর মধ্যে কালিপূজোর আয়োজনে মুক্তিসূর্য্য ক্লাব অন্যতম।বরাবরের মতোই এবারো শক্তি আরাধনায় ব্রতী শহরের এই বনেদী ক্লাব।

এবছর তাদের পূজোর ৪৮তম আয়োজন। ক্লাব সদস্য তথা পূজো কমিটির কোষাধক্ষ পলাশ রায় জানিয়েছেন, বাংলাদেশের ইসকন মন্দিরের অনুকরনে তৈরী হচ্ছে তাদের এবারকার পূজো মণ্ডপ। স্থানীয় শিল্পীদের দ্বারাই ফুটে উঠছে দেবী প্রতিমা থেকে আলোক সজ্জা। তিনি জানিয়েছেন, আগামী দুদিন পর্যন্ত দর্শনার্থীদের জন্য খোলা থাকবে পূজো মণ্ডপ এবং প্রতিদিন সন্ধ্যা থেকে থাকবে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এলাকার মানুষকে প্রতিবছরই নতুন কিছু উপহার দেওয়ার লক্ষে তাদের এই আয়োজন বলে জানিয়েছেন ক্লাব সদস্য। এবারে পূজোর আয়োজনে ক্লাবের সর্বমোট বাজেট চার লক্ষ টাকা। ক্লাব সদস্য জানান, এবছর চাঁদার অবস্থা খুবই খারাপ তাই পূজোর খরচ মেটাতে গিয়ে হিমসিম খেতে হচ্ছে তাদেরকে। প্রশাসনিক নির্দেশ মেনে বাইরে থেকে চাঁদা সংগ্রহ করা বন্ধ রাখতে হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে ক্লাবের সদস্যদের চাঁদার পরিমান বাড়িয়ে চেষ্টা হচ্ছে ঘাটতি মেটানোর। সমস্ত প্রতিকুলতার মাঝেও ক্লাবের ঐতিহ্যকে টিকিয়ে রাখার লক্ষে পূজোকে অন্য মাত্রায় পৌছে দিতে প্রাণপন চেষ্টা চালাচ্ছেন পূজো উদ্যোগতারা। বিগত দিনের মতো মুক্তিসূর্য্য ক্লাবের এবারের আয়োজনও দর্শনার্থীদের মন কাড়বে বলে আশাবাদী ক্লাব কর্মকর্তারা।

দীপাবলি উপলক্ষ্যে রামনগর ১২ নম্বর ওয়ার্ডের স্বাস্থ্য উদ্যোগে শিবির ও বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ অক্টোবর: রামনগর ১২ নম্বর ওয়ার্ডের এলাকাবাসীর উদ্যোগে কালী পুজো ও দীপাবলি উপলক্ষে ওই এলাকাসহ পার্শবর্তী এলাকার জনসাধারণের জন্য বিনামূল্যে স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয় ও গরিব দুস্থদের মধ্যে বস্ত্র দান করা হয়।

রামনগর ১২ নম্বর ওয়ার্ড এলাকায় দীপাবলি উৎসব উপলক্ষে বুধবার স্থানীয় অঙ্গনওয়াড়ি স্কুল মাঠে এক স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়। এদিন এলাকার বহু পরিবার স্বাস্থ্যপরিসেবার সুযোগ গ্রহণ করেন। রোগীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে এদিন বিনামূল্যে ওষুধপত্র তুলে দেওয়া হয়।

এছাড়া দুঃস্থদের মধ্যে দীপাবলি উৎসব উপলক্ষে বস্ত্র বিতরণ করা হয়। চিকিৎসা শিবির ও বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে এলাকার জনগণের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন সামাজিক কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। আগামী দিনেও তাদের এ ধরনের উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে বলে তারা জানিয়েছেন।

দীপাবলি উপলক্ষ্যে বিজেপির পক্ষ থেকে দুঃস্থদের মধ্যে বস্ত্রদান করেন সুবল ভৌমিক সহ অন্যান্যরা।

রাজ্যে সব্জির অগ্নিমূল্য, কনজিউমার রিড্রেসাল ফোরামের রাস্তা দেখালেন খাদ্য মন্ত্রী

আগরতলা, ৩০ অক্টোবর : রাজ্যে সব্জির অগ্নিমূল্যে শুধু সরকারের উপর নির্ভর থাকলে চলবে না। এক্ষেত্রে ভোক্তাদের সচেতন থাকতে হবে। মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে কনজিউমার রিড্রেসাল ফোরামের দ্বারস্ত হোন। প্রতিবাদ করুন। বুধবার সাংবাদিক সম্মেলনে এভাবেই রাজ্যের জনগণকে মূল্যবৃদ্ধির প্রতিকারে কনজিউমার ফোরামের রাস্তা দেখালেন খাদ্য মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। এদিন রাজ্যে ক্রমবর্ধমান পেঁয়াজ ও শাক সব্জির দাম সম্পর্কে মন্ত্রী বলেন, শাক সব্জির দাম বিভিন্ন জিনিসের উপর নির্ভর করে। এর পেছনে বিভিন্ন কারণ রয়েছে। মহারাষ্ট্রের নাসিক থেকে পেঁয়াজ রাজ্যে আসে। তাই স্থান ভেদে বিভিন্ন জায়গায় পরিবহন খরচ ও আমদানি শুল্ক মিলিয়ে দামও ভিন্ন হয়। যার ফলে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় এমনকি মহারাষ্ট্র থেকে বের হওয়ার পর বিভিন্ন রাজ্যে এই দাম বিভিন্ন রকম হয়। মন্ত্রী আরো বলেন, দপ্তরের কর্মীরা কালোবাজারি রুখতে সব রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। রাজ্যে যেন নির্দিষ্ট দামের বেশি মূল্যে সব্জি বিক্রি না হয় সেইদিকে দপ্তর নজর রাখে। এই প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন, শুধু সরকারের উপর নির্ভর থাকলে হবে না। দপ্তরে কর্মী স্বল্পতা রয়েছে। তাই সবকিছু সামলে উঠা সম্ভব নয়। ফলে, মূল্য নিয়ন্ত্রণে সাধারণ মানুষকে এগিয়ে আসুন। প্রয়োজনে ভোক্তা সংরক্ষণ ফোরামের দ্বারস্ত হোন। প্রতিবাদ করুন। এছাড়াও অগ্নিমূল্যে সব্জি বিক্রি হওয়ার কারণ হিসেবে তিনি আরো দাবি করেন, রাজ্যে বর্তমানে ফলন কম। কৃষকরা সব্জির ফলনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন, কিন্তু বন্যার জলে সব ভেসে গেছে। ফলে লাভের থেকে কৃষকের লোকশান বেশি হয়েছে। সাথে তিনি যোগ করেন, রাজ্যে সব্জির সংকট থাকায় শাক সব্জি অন্য রাজ্য থেকে আমদানি করতে হচ্ছে। ফলে রাজ্যের বাজারে পৌছাতে ওই দাম আরো বৃদ্ধি পেয়ে যাচ্ছে। যার ফলে বাজারে শাক সব্জি, আলু, পেঁয়াজ সবকিছুরই মূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। মন্ত্রীর কথায়, এই মূল্যবৃদ্ধি স্বাভাবিক, মাঝে মধ্যে বাজারে এধরনের জিনিসপত্রের দামের তারতম্য লক্ষ্য করা যায়।

অল্পেতে রক্ষা শান্তির বাজার মডেল দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়

শান্তিরবাজার, ৩০ অক্টোবর: অগ্নিকান্ডের হাত থেকে অল্পেতে রক্ষা পেয়েছে শান্তির বাজার মডেল দ্বাদশশ্রেনী বিদ্যালয়।

ঘটনার বিবরনে জানা গিয়েছে, আজ শান্তির বাজার দমকল বাহিনীর কর্মীর নিকট খবর আসে শান্তির বাজার মডেল দ্বাদশশ্রেনী বিদ্যালয়ে অগ্নিসংযোগ ঘটে। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে শান্তির বাজার দমকল বাহিনীর কর্মীরা। দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রনে আসে।

দমকলকর্মীরা সময়মতো ঘটনাস্থলে উপস্থিত না হলে বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটে যেত বলে ধারণা এলাকাবাসীর। কিন্তু অগ্নিকান্ডের সুত্রপাত নিয়ে এখনো সঠিক কিছু জানা যায়নি।

দীপাবলি উপলক্ষ্যে বিশেষ ট্রেন, চলবে ৩১ অক্টোবর থেকে ২ নভেম্বর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ অক্টোবর: দীপাবলি উপলক্ষ্যে যাত্রীদের সুবিধার্থে বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মূলত দীপাবলি মেলায় যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিয়েই এই বিশেষ ট্রেন গুলি প্রদান করা হয়েছে।

আগরতলা থেকে ধর্মনগর, আবার ধর্মনগর থেকে আগরতলা রুটে এবং আগরতলা থেকে সাব্রুম আবার সাব্রুম থেকে আগরতলা রুটে ৩১অক্টোবর থেকে ২ নভেম্বর পর্যন্ত এই বিশেষ ট্রেন চলাচল করবে।

এই বিশেষ ট্রেন আগরতলা থেকে ধর্মনগরের উদ্দেশ্যে রওনা দেবে সকাল ৫ টায়, ধর্মনগর পৌঁছাবে সকাল ৮.৫০ মিনিটে। আবার ধর্মনগর থেকে রওনা দেবে সকাল সাড়ে ১০ টায়, আগরতলায় পৌঁছাবে ১৪.০৫ মিনিটে। এদিকে আগরতলা ও সাব্রুম রুটে এই ট্রেনগুলির মধ্যে আগরতলা থেকে সাব্রুমের উদ্দেশ্যে রওনা দেবে ১৪.৩০ মিনিটে, সাব্রুমে পৌঁছাবে ১৬.৫০ মিনিটে। একইভাবে সাব্রুম থেকে আগরতলার উদ্দেশ্যে রওনা দেবে ১৭:২০ মিনিট, আগরতলায় এসে পৌঁছাবে ১৯.৪৫ মিনিটে।

একজন বাংলাদেশী ও দুজন ভারতীয় টাউটকে আটক খোয়াইয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ৩০ অক্টোবর: রাজ্যে অনুপ্রবেশের ঘটনা বেড়ে চলেছে। খোয়াই পুরান বাজার বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকা থেকে একজন বাংলাদেশী ও দুজন ভারতীয় টাউটকে আটক করেছে বিএসএফ। একজন বাংলাদেশী সমেত দুজন ভারতীয় টাউটকে খোয়াই থানার হাতে হস্তান্তর করল বিএসএফ। জানা যায় গতকাল তাদেরকে পুরান বাজার বাস স্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকা থেকে আটক করতে সক্ষম হয় বিএসএফ। পরবর্তীতে আজ সকালে তাদেরকে খোয়াই থানার হাতে হস্তান্তর করা হয়।

ভারপ্রাপ্ত মুদ্রক ও প্রকাশক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 2 10/31/2024, 12:50 AM